পঞ্চতন্ত্র।

নীতিশাস্ত্রবিশারদ মহামহোপাধ্যায়

শ্রীমদ্ বিষ্ণুশর্ম্মা কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাকান্ত কাব্যতীর্থ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

বঙ্গ-ভাষায় অনূদিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা,

ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী-ইলেক্‌ট্রো-মেসিন্ প্রেসে

শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত

ও প্রকাশিত।

সন ১৩১২ সাল।

মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

ভূমিকা।

সংস্কৃত গ্রন্থ অনন্ত রত্নের ভাণ্ডার। একান্ত মনে যে গ্রন্থ যতটুকুই খোঁজো, রত্ন মিলিবেই।

আজ বৈদেশিক শিক্ষায় মুগ্ধ হইয়া বিদেশকেই অনেকে সকল বিষয়ের গুরুস্থান বলিয়া বরিয়া লইতে চাহিতেছে, কিন্তু যদি শ্রদ্ধা-পূর্ণমনে ঘরের দিকে ফিরিয়া তাকাও, তাহা হইলে দেখিবে—বিদেশের কিছুই নূতন নহে। সে সকল তোমারই ঘরের জিনিষের অবিকল নকল বা রূপান্তর মাত্র। এই ভারতের জ্ঞানালোকের রূপান্তরেই বিদেশের চক্ষু উন্মেষিত। তোমার বিদেশ যখন অন্ধকার, এই জ্ঞানাকর ভারতের প্রাচীন মনীষিগণ তাহার বহু পূর্ব্বকাল হইতেই প্রকৃত লোকশিক্ষা, প্রকৃত মনুষ্যত্ব-লাভ ও প্রকৃত কল্যাণসাধনের উপযোগী যাকিছু উপাদান, দেশ-কাল-পাত্রভেদে তাহারই সংগ্রহে তৎপর।

এই সংস্কৃত গ্রন্থ পঞ্চতন্ত্রের নাম অনেকে জানেন এবং হিতোপদেশ ও ঋজুপাঠ প্রভৃতি গ্রন্থে উদ্ধৃত ইহার আংশিক মর্ম্মও অনেকের বিদিত। কিন্তু সমগ্র গ্রন্থ পড়িয়া দেখিবার সুযোগ হয়ত অনেকেরই ঘটে নাই। এ গ্রন্থে কথাচ্ছলে—গল্পচ্ছলে—দৃষ্টান্তচ্ছলে—উদাহরণচ্ছলে—মানুষের সংসারজীবনের সদুপদেশপূর্ণ অবশ্য-জ্ঞাতব্য বহু বিষয় সঙ্কলিত। বালক, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, সকলেরই ইহা সুন্দর শিক্ষাপ্রদ। এই গ্রন্থ পাঁচটী তন্ত্রে বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত। ইহার প্রত্যেক তন্ত্রের প্রায় প্রতি গল্পেই রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, বাণিজ্যনীতি, অর্থনীতি, ব্যবহারনীতি প্রভৃতির কোন না

কোন একটীর বিষয় অতি সহজে সরলে, কোথাও বা সংক্ষেপে ও বিস্তারক্রমে বর্ণিত আছে। এই সকল আছে বলিয়াই পৃথিবীর বহুভাষায় এই গ্রন্থ অনূদিত ও সর্ব্বত্র সমাদৃত।

নিখিল নীতিশাস্ত্রজ্ঞ মহামতি বিষ্ণুশর্ম্মা এই গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা। দাক্ষিণাত্যের রাজা সুদর্শনের পুত্রচতুষ্টয়ের অতি অল্প দিনের মধ্যে নীতিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তি-উন্মেষণের জন্যই এই গ্রন্থের সঙ্কলন। বৈদেশিক পণ্ডিতগণের মতে, পঞ্চতন্ত্রের সঙ্কলনকাল খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দ। সেই বহুপূর্ব্বকাল হইতেই পর পর এই গ্রন্থ পহ্লাবী, পারস্য, আরবী, গ্রীক, হিব্রু, ইটালীয়, স্পেনীয়, জর্ম্মাণ, ইংরাজী, ফরাসী, লাটিন, প্রভৃতি পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সভ্য-দেশীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। তুর্কী ভাষায় "হুমায়ুন নামা" নামে এই গ্রন্থের অনুবাদ প্রচারিত। তামিল কণাড়ি প্রভৃতি ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায়ও এই গ্রন্থের অনুবাদ আছে। ফলে, খৃষ্টানের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল ব্যতীত পঞ্চতন্ত্রের ন্যায় পৃথিবীতে কোন পুস্তক এত বহু ভাষায় অনূদিত ও বিখ্যাত হয় নাই।

বঙ্গভাষায় এই গ্রন্থের আংশিক অনুবাদ অনেক হইতে পারে; তবে সমগ্র গ্রন্থের অনুবাদ কোথাও হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আমরা বঙ্গীয় পাঠকবর্গের জন্য সম্প্রতি সমগ্র পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ প্রকাশ করিলাম। এক্ষণে ইহা পাঠে পাঠক-বর্গের কিঞ্চিৎ তৃপ্তি হইলেও পরিশ্রম সার্থক মনে করিব। ইতি

বঙ্গবাসী কার্য্যালয় — নিবেদক—

সন ১৩১২ — শ্রীতারাকান্ত দেবশর্ম্মা।

পঞ্চতন্ত্র।

উপক্রমণিকা।

ব্রহ্মা, রুদ্র, কার্ত্তিকেয়, হরি, বরুণ, যম, বহ্নি, ইন্দ্র, কুবের, চন্দ্র, আদিত্য, সরস্বতী, উদধি, যুগ, নগ, বায়ু, উর্ব্বী, ভুজঙ্গ, সিদ্ধগণ, নদীচয়, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, শ্রী, দিতি ও অদিতিতনয়, চণ্ডিকাদি মাতৃকা, বেদচতুষ্টয়, তীর্থসকল, যজ্ঞসমূহ, গণ, বসু ও মুনিবৃন্দ এবং গ্রহগণ, ইহাঁরা নিয়ত আমাদিগকে রক্ষা করুন। ১।

মনু, বাচস্পতি, শুক্রাচার্য্য, সপুত্র পরাশর, বিদ্বান্ চাণক্য এবং অন্যান্য নীতিশাস্ত্রকারদিগকে নমস্কার করি।

মহাত্মা বিষ্ণুশর্ম্মা জগতের যাবতীয় অর্থশাস্ত্রের সার পর্য্যালোচনা করিয়া পাঁচটী তন্ত্রে এই মনোহর শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন।

এ সম্বন্ধে শুনা যায়,—দাক্ষিণাত্য জনপদে মহিলারোপ্য নামে একটী নগর আছে। তথায় অমরশক্তি নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি কল্পতরুর ন্যায় সমুদয় যাচকের অভীষ্ট পূর্ণ করিতেন। পরাজিত রাজন্যগণের মস্তকস্থ কিরীটরত্নের কিরণাবলী দ্বারা তাঁহার চরণ-যুগল চর্চ্চিত হইত। তিনি সকল কলার পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার তিনটী পুত্র ছিল। পুত্র তিনটীর নাম বহুশক্তি, উগ্রশক্তি ও অনন্তশক্তি। এই তিনটী পুত্রই অত্যন্ত দুর্ম্মেধা বা মূর্খ ছিল।

কিছুদিন পরে রাজা পুত্র তিনটীকে শাস্ত্রাভ্যাসে পরাঙ্মুখ দেখিয়া মন্ত্রীদিগকে ডাকিয়া বলিলেন,—মন্ত্রিগণ! আপনারা জানেন যে, আমার এই পুত্রগণ শাস্ত্রজ্ঞানহীন ও বিবেকবুদ্ধিশূন্য হইয়াছে। যাহা হউক, ইহাদিগের দিকে দৃষ্টি করিলে এই বিপুল রাজ্যও আমার আর সুখজনক হয় না। অথবা পণ্ডিতগণ এ সকল কথা প্রকৃতই বলিয়াছেন যে,—"একেবারে পুত্র জন্মে নাই, জন্মিয়া মরিয়া গিয়াছে অথবা জন্মিয়া মূর্খ হইয়া রহিয়াছে, এই তিন প্রকারের মধ্যে 'মরিয়া যায় অথবা মোটেই জন্মে না,' এই দ্বিবিধ পুত্র বরং উত্তম; কারণ তাহারা দুঃখ অল্পই দিয়া থাকে, কিন্তু মূর্খ পুত্র কদাচ বাঞ্ছনীয় নহে, কারণ পুত্র মূর্খ হইলে সে আজীবন ক্লেশ জন্মাইয়া থাকে।"

"অকালে গর্ভপাত হইয়া যায়, সেও বরং ভাল; ঋতুকালে স্ত্রী-সঙ্গম না করা বরং শ্রেয়ঃ; পুত্র জন্মিয়া মরিয়া যায়, সেও বরং উত্তম; বরং কন্যা জন্মে, তাহাও উত্তম, বরং ভার্য্যা বন্ধ্যা হইয়া থাকে, তাহাও মঙ্গল; অথবা চিরকাল গর্ভেই বাস করে, সেও বরং ভাল; কিন্তু তথাপি অবিদ্বান্ পুত্র রূপবান্ ও ধনবান্ হইলেও ভাল নহে।"

অথবা, "যে গাভী প্রসব করে না বা দুগ্ধ দেয় না, সে গাভী রাখিয়া ফল কি? এইরূপ যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া বিদ্বান্ ও ভক্তিমান্ হয় না, তাহা দ্বারা প্রয়োজন কি? সংসারে পুত্র জন্মিয়া মরিয়া যায়, তাহাও বরং ভাল, তথাপি সৎকুলে জন্মিয়া মূর্খ হইয়া থাকা কদাচ ভাল নহে,—যে মূর্খতার জন্য মানব পণ্ডিতসমাজে জারজ ব্যক্তির ন্যায় লজ্জিত হইয়া থাকে।"

বিশেষতঃ, "জগতে কে কে গুণী ব্যক্তি আছে, এইরূপ গণনার

সময় কঠিনী (খড়ী) গৌরবের সহিত যাহার নাম না উল্লেখ করে, সেই পুত্র দ্বারা যদি মাতা পুত্রবতী হন, তাহা হইলে, বল,—বন্ধ্যা আবার কিরূপ ?"

অতএব যাহাতে আমার এই পুত্রগণের বুদ্ধি বিকাশ হয়, আপনারা এমন কোন একটী উপায় উদ্ভাবন করুন। আমার প্রদত্ত বৃত্তি ভোগ করিতেছেন, এরূপ পঞ্চশত পণ্ডিত এখানেও আছেন। যাহা হউক, যাহাতে আমার মনোরথ সিদ্ধ হইতে পারে, আপনারা তাহার অনুষ্ঠান করুন। মন্ত্রিগণের মধ্য হইতে একজন বলিলেন,—দেব ! দ্বাদশ বর্ষ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে হয়, পরে মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র, চাণক্যাদি অর্থশাস্ত্র ও বাৎস্যায়নাদি কামশাস্ত্র, অধ্যয়ন করিতে হয়। এইরূপে ক্রমে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা জন্মে, তৎপরে প্রকৃত পাণ্ডিত্য হইয়া থাকে।

মন্ত্রিগণ মধ্য হইতে সুমতিনামক জনৈক মন্ত্রী বলিলেন,—এই জীবনকাল ক্ষণভঙ্গুর, শব্দশাস্ত্র অসংখ্য, সে সকল জানিতে হইলে বহুকাল আবশ্যক। অতএব আপনার পুত্রগণের জ্ঞানলাভের জন্য কোন এক সংক্ষিপ্ত শাস্ত্রের নির্ব্বাচন করা উচিত শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন,—"শব্দশাস্ত্র অশেষ, জীবনকাল অল্প, তাহাতে আবার বহু বিঘ্নের সম্ভাবনা; সুতরাং হংস যেমন জল হইতে দুগ্ধ তুলিয়া লয়, সেইরূপ অসার বিষয় ত্যাগ করিয়া যাহা উৎকৃষ্ট, তাহাই গ্রহণ করিতে হয়।" তাই বলিতেছি, এখানে বিষ্ণুশর্ম্মা নামে একজন সকল শাস্ত্রপারদর্শী ব্রাহ্মণ আছেন, ছাত্র-সমাজেও তাঁহার বিলক্ষণ সুনাম আছে। আপনি তাঁহার হস্তে আপনার এই পুত্রগণকে সমর্পণ করুন, তিনি নিশ্চয় ইহাদিগকে শীঘ্রই জ্ঞানসম্পন্ন করিয়া দিবেন।

রাজা অমরশক্তি তৎশ্রবণে বিষ্ণুশর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া আনিয়া কহিলেন,—ভগবন্! আমার এই পুত্রগণ যাহাতে শীঘ্র অর্থশাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞান লাভ করিতে পারে, আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাহা করুন। আপনি এইরূপ করিয়া দিলে আমি আপনাকে এক শত গ্রাম দান করিব। অনন্তর বিষ্ণুশর্ম্মা রাজাকে সন্তোষ করিয়া বলিলেন,—দেব! আমার প্রকৃত কথা শুনুন, আমি এক শত গ্রাম দান লইয়া কদাচ বিদ্যা বিক্রেয় করিব না। যাহা হউক, আমি আপনার পুত্রদিগকে ছয় মাসের মধ্যে নীতিশাস্ত্রজ্ঞ করিয়া দিব। যদি না পারি, তাহা হইলে আমার নিজ নাম ত্যাগ করিব। অধিক কি, আপনি শুনিয়া রাখুন, আমি একথা উচ্চ কণ্ঠে বলিতেছি। আমি অর্থলিপ্সু হইয়া বলিতেছি না; আমার বয়ঃক্রম অশীতিবর্ষ হইয়াছে, ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়ে আমি নিস্পৃহ; সুতরাং অর্থের আমার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু কেবল আপনার প্রার্থনাপূরণের জন্যই আমি একণে শাস্ত্র চর্চ্চা করিব। আপনি অদ্যকার তারিখ লিখিয়া রাখুন, যদি আমি ষণ্মাসের মধ্যে নীতিশাস্ত্রে আপনার পুত্রদিগের অসাধারণ বুৎপত্তি জন্মাইয়া দিতে না পারি, তাহা হইলে ঈশ্বর যেন আমার সদ্গতির পথ রুদ্ধ করিয়া দেন। রাজা ব্রাহ্মণের সেই অসম্ভনীয় প্রতিজ্ঞা শুনিয়া মন্ত্রিগণ সহ হৃষ্ট ও বিস্মিত হইলেন এবং সাদরে তাঁহারই করে রাজকুমারদিগকে অর্পণ করিয়া পরম নির্বৃতি লাভ করিলেন।

অনন্তর বিষ্ণুশর্ম্মাও রাজকুমারদিগকে গ্রহণ করেন এবং মিত্র-ভেদ, মিত্রপ্রাপ্তি, কাকোলূকীয়, লব্ধপ্রণাশ, ও অপরীক্ষিতা-কারক, এই পাঁচটী তন্ত্র রচনা করিয়া তাহাদিগকে অধ্যয়ন করান

ঐ রাজপুত্রগণ সেই সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ছয় মাসের মধ্যে নীতিশাস্ত্রে পারদর্শী হন। সেই অবধি এই পঞ্চতন্ত্র-নামক নীতিশাস্ত্র বালকদিগের জ্ঞানের জন্য ভূতলে প্রচারিত হইয়াছে। অধিক কি? যে এই নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করে বা শ্রবণ করে, সে ইন্দ্রের নিকট হইতেও কখন পরাজয় প্রাপ্ত হয় না। ২—১০।

মিত্রভেদ।

মিত্রভেদের প্রথম শ্লোকটীর অর্থ এই ;—

কোন একটী অরণ্যে সিংহ এবং বৃষভ এই উভয়ের পরস্পর প্রগাঢ় স্নেহ উপস্থিত হইতেছিল, কিন্তু এক অতিলুব্ধ খলস্বভাব শৃগাল তাহাদিগের সে স্নেহ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল।

যাহা হউক, এ সম্বন্ধে শুনিতে পাওয়া যায়,—দাক্ষিণাত্য জনপদে মহিলারোপ্য নামে একটী নগর আছে। ঐ নগরে পূর্ব্বে এক বণিক্‌পুত্র বাস করিতেন, তাঁহার নাম বৰ্দ্ধমানক। বণিক্-তনয় বৰ্দ্ধমানক ধর্ম্মানুসারে প্রচুর ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি একদিন শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, এই সময় তাঁহার মনে হইল যে, অর্থ যদি প্রচুর পরিমাণেও থাকে, তথাপি অর্থাগমের বিষয় চিন্তা করা এবং যাহাতে অর্থোপায় হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য। কারণ, পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন,—“অর্থ দ্বারা সিদ্ধ না হয়, জগতে এমন কোন বস্তুই নাই। সুতরাং বুদ্ধিমান্ লোক যত্নপূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে একমাত্র অর্থই সংগ্রহ করিবেন। যাঁহার অর্থ থাকে, তাঁহার মিত্র হয়, যাঁহার অর্থ থাকে, তাঁহার বান্ধবও

হয়, যাঁহার অর্থ আছে, তিনিই পুরুষ এবং যাঁহার অর্থ আছে, তিনিই পণ্ডিত। যাচকেরা ধনীদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের মনস্তুষ্টির জন্য এমন বিদ্যা নাই, এমন দান নাই, এমন শিল্প নাই, এমন কলা নাই, এমন মর্য্যাদা নাই, যাহা ধনীদিগের নাই বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। এই সংসারে যাহারা ধনী লোক, অতি নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তিও তাহাদিগের আত্মীয় হইয়া থাকে। আর যাহারা দরিদ্র, তাহাদিগের আত্মীয় ব্যক্তিও সর্ব্বদা তাহাদিগের শত্রুবৎ হইয়া থাকে। যেমন পর্ব্বত হইতে নদী সকল বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে, সেইরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সঞ্চিত অর্থরাশি হইতেই সংসারযাত্রার উপযোগী সমস্ত ব্যাপার প্রবর্ত্তিত হয়। সংসারে অপূজ্য ব্যক্তি যে পূজিত হয়, সংসর্গের অযোগ্য ব্যক্তির সহিত যে সংসর্গ করিতে হয়, আর যে কখন প্রণাম পাইবার যোগ্য নয়, তাহাকে যে প্রণাম করা হইয়া থাকে, এ সমস্ত কেবল সেই ধনেরই মহিমা। ফলে ধন থাকিলে সকলেই পূজ্য, গণ্য ও বন্দনীয় হইয়া থাকে। ভোজনে যেমন ইন্দ্রিয়গণের পুষ্টি হয়, সেইরূপ একমাত্র বিত্ত হইতেই নিখিল কার্য্য পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং এক বিত্তকেই বুধগণ সর্ব্ব সাধন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই জীবলোক অর্থের জন্য অপবিত্র শ্মশান ক্ষেত্রও আশ্রয় করিয়া থাকে এবং অর্থহীন আপন পিতাকেও পরিত্যাগ করিয়া দূরে রাখিয়া যায়। যাহারা জীবনের শেষ দশায় উপনীত হইয়াছে, অর্থ থাকিলে তাহারাও যুবকের ন্যায় স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইয়া থাকে, আর যাহাদিগের অর্থ নাই, তাহারা যৌবনেও বার্দ্ধক্যদশায় উপনীত হইয়া থাকে।" ১—১০।

উপরে যে অর্থের কথা বলা হইল, ঐ অর্থ মানুষের ছয়টী

উপায়ে উপার্জ্জিত হয়, যথা—ভিক্ষা, রাজসেবা, কৃষিকর্ম্ম, বিদ্যা-উপার্জ্জন, ঋণদানাদি ও বণিগ্‌বৃত্তি। অর্থোপার্জ্জনের এই ছয়টী উপায়ের মধ্যে বাণিজ্য দ্বারা যে অর্থলাভ হয়, তাহা অনিন্দিত ও সর্ব্বসম্মত। এই বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলিয়াছেন,—"ভিক্ষা অনেকেই করিয়াছে, কিন্তু উন্নতি কাহারও দেখা যায় না; রাজ-সেবায়ও বিশেষ কোন ফল নাই, কারণ রাজা উপযুক্ত অর্থ অর্পণ করেন না। হায়! কৃষিকর্ম্মও বহুক্লেশ-সাধ্য; তাহাতে অধিক পরি-শ্রম না করিলে বিশিষ্ট ফল লাভের সম্ভাবনা নাই; বিদ্যা উপার্জ্জনও অতি দুরূহ, কারণ, তাহাতেও গুরুশুশ্রূষা প্রভৃতি অতি কঠোর সাধনার আবশ্যক। তৎপর, কুসীদবৃত্তি দ্বারা অর্থ-লাভ,—তাহাতেও পরহস্তগত ধনের প্রাপ্তিসময়ে প্রায়ই বহু বাধা বিঘ্নের শান্তি বিধান করিতে শেষে দারিদ্র্যের সম্ভাবনা আছে। অতএব আমি মনে করি, এক বাণিজ্য ব্যতীত উত্তম জীবনোপায় আর কিছুই নাই। ধন উপার্জ্জনের যতগুলি উপায় আছে, তন্মধ্যে ধনলাভের জন্য কেবল বিক্রেয় দ্রব্যের সংগ্রহ করাই প্রকৃষ্টতম উপায়, এতদ্ব্যতীত অন্য সকল প্রকার উপায়ই ফল-প্রাপ্তি বিষয়ে সন্দেহ-সঙ্কুল।"

অর্থোপার্জ্জনের জন্য উক্ত বাণিজ্য সাত প্রকারে বিভক্ত, যথা,—(১ম) গন্ধদ্রব্যের ব্যবসায়। (২য়) নিক্ষেপপ্রবেশ অর্থাৎ কাহার নিকট হইতে কোন মূল্যবান্ বস্তু বন্ধক বা গচ্ছিতাদি রাখিয়া পরে তাহা কৌশলে আত্মসাৎ করণ। (৩য়) গোষ্ঠিককর্ম্ম অর্থাৎ একস্থানস্থিত বহুসংখ্যক গাভীর ভক্ষ্যপেয়াদি যোগা-ইয়া দিবার ভার গ্রহণ অথবা গোষ্ঠী অর্থে—সমাজ, তাহার কর্ম্ম, অর্থাৎ বহুলোকের একত্র সমাবেশ হেতু তাহাদিগের যাবতীয়

প্রয়োজনীয় ভার গ্রহণ, ইহাতে বিলক্ষণ লাভের সম্ভাবনা। (৪র্থ) পরিচিত গ্রাহকাগম অর্থাৎ যদি কোন পরিচিত গ্রাহক আইসে, তাহা হইলে জিনিষের মূল্যাদিতে সে আর দ্বিরুক্তি করে না, ইহাতে ব্যবসায়ীর পক্ষে অর্থলাভের বিশেষ সুবিধা। (৫ম) মিথ্যা ক্রয়-কথন। অর্থাৎ যত মূল্যে জিনিষ ক্রয় করা হইয়াছে, গ্রাহকের নিকট তদপেক্ষা অধিক মূল্য বলা; (৬ষ্ঠ) কূটতুলা-মান, অর্থাৎ কপটতার সহিত দ্রব্য ওজন করা; (৭ম) দেশান্তর হইতে বিক্রেয় দ্রব্য আনয়ন।

কথিত আছে,—"বিক্রেয় দ্রব্যসমূহের মধ্যে গন্ধ সম্বন্ধীয় দ্রব্যই শ্রেষ্ঠ। কাঞ্চনাদি অন্যান্য দ্রব্য ব্যবসায়ের পক্ষে গন্ধ দ্রব্যের তুল্য নহে। কারণ, এক মুদ্রা মূল্যে কোন গন্ধ দ্রব্য লইয়া তাহা শতমুদ্রায়ও বিক্রয় করা যায়। কোন শ্রেষ্ঠীর (বণিকের) নিকট যদি কোন হর্ম্ম্যের রক্ষাভার ন্যস্ত হয়, তাহা হইলে সেই শ্রেষ্ঠী তাহার দেবতার নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা জানায় যে, যদি হর্ম্ম্যস্বামী মরিয়া যায়, তাহা হইলে আমি তোমাকে অভিমত বস্তু দ্বারা পূজা করিব। আর গোষ্ঠিককর্ম্ম-নিযুক্ত শ্রেষ্ঠী মনে মনে হৃষ্ট হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে থাকে যে, আমি আজ ধনরত্নপূর্ণা বসুন্ধরা পাইয়াছি, অন্য কোন দ্রব্যে আমার প্রয়োজন নাই। অর্থাৎ অন্য কিছু হউক বা না হউক, এই কার্য্যেই আমি প্রভূত ধন উপার্জ্জন করিতে পারিব। আর কোন পরিচিত গ্রাহক আসিতে থাকিলে ব্যবসায়ী ব্যক্তি, তাহাকে দেখিয়া ঔৎসুক্যের সহিত তাহার নিকট হইতে ধন পাইবার লোভে পুত্র জন্মিলে যেরূপ আহ্লাদ হয়, সেইরূপ আহ্লাদ লাভ করে।"

আরও দেখা যায়—"দ্রব্যের পরিমাণ কখন উচিত এবং কখন বা স্বল্প, সতত পরিচিত জনকে প্রতারণ এবং দ্রব্যের মূল্য মিথ্যা করিয়া বলা ইহাই হইল ব্যাধজাতীয় বণিকদিগের স্বভাব।" আরও দেখা যায়,—"যে সকল বণিক্ জিনিষ ক্রয় করিতে বিচক্ষণ, তাহারা উদ্যমের সহিত সুদূর দেশান্তরে গিয়া কখন দ্বিগুণ কখন বা ত্রিগুণ অর্থও লাভ করিয়া থাকে।" ১১—১৮।

বণিক্নন্দন বৰ্দ্ধমানক মনে মনে এই সকল বিষয় স্থির করিয়া মথুরা নগরীতে লইয়া যাওয়া যায়, এইরূপ দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া গুরুজনের অনুজ্ঞাক্রমে শুভদিনে একটী সুদৃঢ় রথে আরোহণপূর্ব্বক বাণিজ্যার্থ যাত্রা করিল। তাহার রথে নিজ গৃহোৎপন্ন দুইটী ভারবহনক্ষম সুন্দর বলদ ছিল। উক্ত বলদ দুইটীর একটীর নাম সঞ্জীবক ও অপরটীর নাম নন্দক। ঐ বলদ দুইটীর মধ্যে সঞ্জীবকনামক বলদটী যমুনানদীর কোন এক জলপ্রায় দেশে অবতীর্ণ হওয়ায় অগাধ কৰ্দ্দম মধ্যে তাহার পদদ্বয় মগ্ন হইল, কাজেই রথের যুগকাষ্ঠ খানি ভাঙ্গিয়া গেল, বলদ সঞ্জীবকও সেই কৰ্দ্দম মধ্যে বসিয়া পড়িল। অনন্তর সেই বলদটীকে তদবস্থায় পতিত দেখিয়া বণিক্নন্দন অত্যন্ত বিষণ্ন হইল এবং তাহার জন্য স্নেহাকুলমনে তিন রাত্রি পর্য্যন্ত গমন স্থগিত রাখিল। তখন সেই বণিক্নন্দনকে বিষাদগ্রস্ত দেখিয়া তাহার সহচরগণ বলিল,—বণিক্পুত্র! তুমি একটী বৃষভের জন্য এই সিংহ-ব্যাঘ্র-সমাকুল বহুবিঘ্নময় বনে সমস্তের সহিত কেন বিপন্ন হইতেছ? পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন—"মতিমান্ ব্যক্তি কখন সামান্য বস্তুর জন্য প্রভূত বস্তু নষ্ট করিবেন না। এ সংসারে অল্প বস্তু অপেক্ষা ভূরি ভূরি বস্তুর রক্ষা করাই পাণ্ডিত্য।"

বণিক্‌নন্দন ঐ কথাই স্থির করিয়া সঞ্জীবকের রক্ষার জন্য কয়েক জন রক্ষী পুরুষ তথায় নিযুক্ত রাখিয়া অবশিষ্ট সকলের সহিত তথা হইতে যাত্রা করিল। এ দিকে রক্ষী পুরুষেরা সেই বনভূমি বহু বিঘ্নসঙ্কুল মনে করিয়া বলদ সঞ্জীবককে পরিত্যাগপূর্ব্বক গোপনে বণিক্‌দলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে যাইতে পর দিবস সেই বণিক্‌-নন্দনের নিকট গিয়া বলিল,—প্রভু! বলদ সঞ্জীবক মরিয়া গিয়াছে। আমরা আপনার মনোভাব বুঝিয়া তাহাকে অগ্নিসংকার করিয়াছি। বণিক্‌নন্দন তৎশ্রবণে কৃতজ্ঞতার সহিত স্নেহপূর্ণহৃদয়ে সেই বলদটীর শ্রাদ্ধাদি ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিল। এ দিকে কিন্তু সেই বলদ সঞ্জীবকের আয়ুঃশেষ হয় নাই, যমুনাসলিল-সম্পর্কিত শীতল সমীরণে তাহার শরীর আপ্যায়িত হওয়ায় ক্রমে সে অতি কষ্টে কর্দ্দম হইতে উঠিয়া যমুনাতটে উপস্থিত হইল এবং তথায় মরকতপ্রভ বহুবালতৃণাগ্র ভক্ষণ করিতে করিতে কয়েক দিনের মধ্যেই মহাদেবের বৃষভের ন্যায় হৃষ্ট পুষ্ট বলবান্ ও ককুদ্মান্ হইয়া উঠিল। সে প্রত্যহ শৃঙ্গাগ্র দ্বারা বল্মীকস্তূপ বিদারণ ও মধ্যে মধ্যে উচ্চ নাদ করিতে লাগিল। এই ঘটনায় বুঝা যায়, পণ্ডিতগণ প্রকৃতই বলিয়াছেন যে—"অরক্ষিত বস্তুও দৈবক্রমে সুরক্ষিত থাকে আর যাহা সুরক্ষিত, তাহাও দৈবে বিনষ্ট হইয়া যায়। বনে নির্ব্বাসিত হইয়া অসহায় ব্যক্তিও জীবন পায়, আর দৈব প্রতিকূল হইলে যত্নপালিত ব্যক্তিও গৃহ-মধ্যে বিনষ্ট হয়"।

এই ঘটনার পর একদিন পিঙ্গলকনামক এক সিংহ, পিপাসায় কাতর হইয়া, বহু মৃগসমভিব্যাহারে জলপানার্থ যমুনাতটে অবতীর্ণ হইল। সিংহ দূর হইতেই সঞ্জীবকের গভীর গর্জ্জন

শুনিল। তৎশ্রবণে তাহার হৃদয় অত্যন্ত আকুল হইল; কিন্তু সে নিজ শঙ্কাকুলভাব গোপন করিয়া তথাকার একটী বটবৃক্ষতলে বসিয়া পড়িল। তাহার সহচর মৃগগণ তাহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিল। তখন সিংহ এবং তাহার সহযাত্রীরা 'এটা কি উপস্থিত হইল, এ শব্দ কাহার?' ইহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল।

সিংহের অনুযাত্রী দুইটী শৃগাল ছিল। তাহারা সিংহের মন্ত্রীর পুত্র। তাহাদিগের এক জনের নাম করটক এবং অপর জনের নাম দমনক। এই শৃগালদ্বয় নিজ অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল। উহারা অদূরে থাকিয়া তৎকালে পরস্পর পরামর্শ করিতে লাগিল। দমনক বলিল,—ভাই করটক! আমাদিগের প্রভু পিঙ্গলক জলপানার্থ যমুনাতটে অবতরণ করিয়াছেন, ইনি কি নিমিত্ত পিপাসাকুল হইয়াও জলপানে বিরত হইলেন এবং কেনই বা উদ্বেগাক্রান্ত হইয়া ব্যূহরচনাপূর্ব্বক এই বট তরুতলে অবস্থান করিতেছেন? তখন করটক কহিল,—ভাই, এই ব্যাপারের আলোচনায় আমাদিগের কি হইবে? কেননা পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন,—"যে ব্যক্তি অব্যাপারে ব্যাপার অর্থাৎ অনধিকারচর্চ্চা করিতে ইচ্ছা করে, সে, কীলোৎপাটী বানরের ন্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে।" দমনক বলিল,—সে কি রকম? তখন করটক কহিতে লাগিল;—

(কথা। ১)

কোন একটী নগরের নিকট এক বণিক্‌পুত্র কতকগুলি তরুর মধ্যে একটী দেবমন্দির নির্ম্মাণ করাইতে আরম্ভ করেন। যে সকল কারুকর ঐ মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্যে নিযুক্ত ছিল, তাহারা একদিন মধ্যাহ্ন কালে আহারার্থ নগরে গমন করিল। এই সময়

কতকগুলি বানর ঘটনাক্রমে ঘুরিতে ঘুরিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। একজন শিল্পী একটা দারুময় স্তম্ভের অর্দ্ধ পর্য্যন্ত চিরিয়া তন্মধ্যে একটা খদির কাঠের খিল রাখিয়া দিয়াছিল, তখন বানরদল নিঃশঙ্কচিত্তে তরুশিখর, প্রাসাদশৃঙ্গ ও দারুস্তম্ভ প্রভৃতির উপর ইচ্ছামত ক্রীড়া করিতে লাগিল। উহাদিগের মধ্যে একটা আসন্নমৃত্যু বানর চাপল্য বশত তৎকালে সেই অর্দ্ধস্ফাটিত স্তম্ভের উপর বসিয়া দুই হাত দিয়া তাহার খিল ধরিয়া টানিয়া উঠাইতে লাগিল, বানরের অণ্ডকোষ সেই স্তম্ভের ফাটার মধ্যে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল; বানর যেমন সেই খিল টানিল, তৎক্ষণাৎ সেই খিলটা ফাটার মধ্য হইতে উঠিয়া যাওয়ায় অর্দ্ধস্ফাটিত স্তম্ভের বিষম চাপানে সেই বানরের ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা তোমাকে একপ্রকার পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই জন্যই আমি অব্যাপারে ব্যাপার অর্থাৎ অনাবশ্যক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করিতেছি। আমাদিগের ভক্ষিতাবশিষ্ট আহার রহিয়াছে, সুতরাং এই অনাবশ্যক বিষয়ের আলোচনায় আর ফল কি হইবে?

দমনক বলিল,—তুমি কি কেবল আহারের পক্ষপাতী? বস্তুত তাহা সঙ্গত নয়। কারণ পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন,—"শত্রুর অপকার এবং সুহৃদের উপকার করিবার জন্যই বুধগণ রাজসেবা ইচ্ছা করিয়া থাকেন, পরন্তু কেবল নিজের জঠর পূরণ কে না করিয়া থাকে?"

বিশেষতঃ—"যে বাঁচিয়া থাকিলে বহু ব্যক্তি জীবিত থাকিতে পারে, এ জগতে সেই ব্যক্তিই বাচিয়া থাকুক। দেখ, পক্ষীরা কি চঞ্চুপুট দ্বারা নিজ উদর পূরণ করে না?"

আর এক কথা—"যাহারা সুখ্যাতির সহিত ক্ষণকালও জীবিত

থাকে, তাহাদিগের বিজ্ঞান, শৌর্য্য ও আর্য্য-জনোচিত গুণসম্পন্ন জীবনকেই সাধুগণ জীবন বলিয়া থাকেন। কেবল দীর্ঘ দিন বাঁচিয়া থাকিলেই হয় না, কাকও বহুদিন বাঁচিয়া থাকে এবং তাহার উদরপূরণ করে। যে ব্যক্তি নিজে কিংবা অন্য দ্বারাও দীন, দুঃখী, দরিদ্র, আত্মীয় স্বজন বা অন্যান্য দুঃস্থ লোকের উপকার করে না বা করায় না, এ সংসারে তাহার জীবন ধারণে ফল কি? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কাকও বহুদিন বাঁচে এবং সেও নিজ উদর পূরণ করে।"

"ক্ষুদ্রতম নদী কিম্বা ক্ষুদ্র মূষিকাঞ্জলি সহজেই পূর্ণ হয়, এইরূপ সুসন্তুষ্ট কাপুরুষেরাও অল্পেতেই তুষ্ট হইয়া থাকে আর এ কথা, যে ব্যক্তি ধ্বজের ন্যায় নিজ বংশের উচ্চশিখরে আরোহণ করিতে পারে না, জননীর যৌবনধ্বংসী এহেন পুত্র জন্মিয়া ফল কি? এই পরিবর্ত্তনশীল সংসারে মরিয়া কে না জন্মে? কিন্তু এ সংসারে তাদৃশ জন্মা ব্যক্তিই প্রসংশার্হ,—যিনি সমধিক শ্রীসম্পন্ন হইয়া শোভিত হইয়া থাকেন।" অপিচ, "জলমগ্ন বিপন্ন ব্যক্তি যাহাকে অবলম্বন করিয়া জল হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে, নদীতীর-জাত তাদৃশ তৃণেরও জন্ম সফল। এ জগতে জলবৎ স্থিরোন্নত ভাবে সঞ্চরণশীল জনগণের সন্তাপহারী সাধুগণ অতি অল্পই জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। যে গর্ভধৃত পুরুষ মহৎ ব্যক্তিরও গুরুপদে অধিষ্ঠিত হইতে পারেন, পণ্ডিতগণ জননীর তাদৃশ গর্ভেরই সমধিক গৌরব করিয়া থাকেন। ক্ষমতা সত্ত্বেও লোক নিজ শক্তির পরিচয় না দিয়া নীরবে অন্যকৃত তিরস্কার সহ্য করে। দেখ, কাষ্ঠ মধ্যে বহ্নি আছে, কিন্তু সে বহ্নি অবজ্ঞাত হইয়াও জ্বলে না। যদি জ্বলিয়া উঠে, তাহা হইলে কিন্তু কেহই তাহাকে অভিভূত করিতে পারে না।" ১৯—৩২।

করটক কহিল,—আমরা অপ্রধান, আমাদিগের এই ব্যাপারে প্রয়োজন কি ?

কথিত আছে,—"এ সংসারে অপ্রধান অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি অপৃষ্ট হইয়া রাজার সম্মুখে কোন কথা কহিলে যে, তাহার কেবল সম্মান-হানি ঘটে তাহা নহে, তাহাকে বিলক্ষণ বিড়ম্বিতও হইতে হয়।" বস্তুতঃ,—"শুভ্র বসনে যেরূপ রঞ্জন রস অত্যন্ত স্থায়ী হয়, সেইরূপ যেখানে যেখানে বাক্য প্রয়োগ করিলে তাহা সম্যক্ রক্ষিত হইয়া থাকে, বাক্য প্রয়োগ করিতে হইলে সেইরূপ স্থানে করাই কর্ত্তব্য।"

দমনক বলিল,—ভাই, তুমি এমন কথা কখন কহিও না। কারণ, দেখ—"রাজসেবায় অপ্রধান ব্যক্তিও প্রধান হইয়া থাকে, আর যে প্রধান, রাজানুগ্রহ ব্যতীত তাহাকেও অপ্রধান হইতে হয়। যেহেতু পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন,—অবিদ্বান হউক, অকুলীন অথবা অপবিত্রই হউক, সতত যে মনুষ্য নিকটে বাস করে, নরপতি তাহাকেই অনুগৃহীত করিয়া থাকেন। প্রায়ই দেখা যায়—ভূমিপতি, প্রমদা ও লতা ইহারা যাহাকে নিকটে পায়, তাহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। যে সকল সেবকেরা রাজার কোপের বিষয় ও প্রসন্নতার বিষয় বুঝিয়া চলিতে পারে, রাজা বিরক্ত হইলেও তাহারা ক্রমে ধীরে ধীরে রাজপ্রসাদ লাভে সমর্থ হইয়া থাকে। যাঁহারা বিদ্বান্, উচ্চাশয়, যাঁহারা শিল্পী, যাঁহারা বিক্রমী এবং যাঁহারা সেবা কার্য্যে অভিজ্ঞ, রাজা ব্যতীত তাঁহাদিগের আশ্রয় নাই। অর্থাৎ বিদ্যা, উচ্চাশা, শিল্প, বীরত্ব ও সেবাচাতুর্য্য এ সকল রাজার আশ্রয়েই সাফল্য প্রাপ্ত হয়। যাহারা আভিজাত্য ও অভিমান বশতঃ রাজসেবা করে না, তাহাদিগের আজীবন ভিক্ষাবৃত্তিই তাহার প্রায়শ্চিত্ত

বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। যাহারা রাজাদিগকে দুরাশয় ও দুরারাধ্য বলিয়া অভিহিত করে। তাহারা নিজেরই প্রমাদ, আলস্য ও মূর্খতা খ্যাপন করিয়া থাকে। ধীসম্পন্ন অপ্রমাদী ব্যক্তিগণ সর্প, ব্যাঘ্র, গজ এবং সিংহদিগকে উপায়দ্বারা বশীভূত হইতে দেখিয়া রাজারাধনা দুষ্কর বলিয়া মনে করেন না। অর্থাৎ তাদৃশ পুরুষেরা অনায়াসেই রাজাকে বশ করিতে পারেন। বিদ্বান্ ব্যক্তি রাজাকে আশ্রয় করিয়াই চরম উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। দৃষ্টান্ত,—মলয় ব্যতীত চন্দনতরু আর কোথাও উদ্ভূত হয় না। ধবল আতপত্র, মনোরম অশ্ব এবং সদা মদস্রাবী মাতঙ্গ, এই সকল উপভোগ রাজা প্রসন্ন হইলেই হইয়া থাকে।"

করটক কহিল,—আচ্ছা, তুমি কি করিতে চাও? দমনক কহিল,—অদ্য আমাদিগের প্রভু পিঙ্গলক সহচর-অনুচরাদি সহ ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। অতএব আগে উঁহার কাছে যাই, গিয়া উঁহার ভয়ের কারণ কি, তাহা জানি; শেষে সন্ধি, বিগ্রহ, অভিযান, আসন, সংশ্রয় ও দ্বৈধীভাব, এই সকলের যে কোন একটা দ্বারা কার্য্য সাধন করি।

করটক কহিল,—তুমি কি করিয়া জানিলে যে, প্রভু আমাদিগের ভয়াবিষ্ট হইয়াছেন?

দমনক বলিল,—আমি জানিতে পারিয়াছি। এ সম্বন্ধে আর অধিক কি বলিব? পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন,—"কোন বিষয় স্পষ্ট বলা হইলে, তাহা পশুরাও বুঝিতে পারে। গজ অশ্ব প্রভৃতি পশুগণ চালকের ইঙ্গিত পাইয়াই চলিয়া থাকে, আর যাঁহারা পণ্ডিত, তাঁহারা অনুক্ত বিষয়ও বুঝিতে পারেন। কারণ অন্যের ইঙ্গিত বুঝিতে পারাই বুদ্ধির ফল।"

এ সম্বন্ধে মনুও বলেন,—"আকার ইঙ্গিত, গতি, চেষ্টা, বাক্য এবং নেত্র ও বক্ত্রের বিকার, এই সকল দ্বারাই মনোভাব লক্ষ্য করিতে হয়।"

যাহা হউক, আজ আমাদিগের প্রভুকে ভয়াকুল অবস্থায় পাইয়াছি। নিজ বুদ্ধিবলে এখন ইহাঁর ভয়দূর করিব, পরে ইহাঁকে বশীভূত করিয়া পুনরায় স্বীয় মন্ত্রিপদ লাভ করিব। করটক কহিল,—তুমি সেবা কার্য্যে অনভিজ্ঞ, সুতরাং কি করিয়া তুমি প্রভুকে বশীভূত করিবে? দমনক বলিল,—সে কি? আমি সেবা কার্য্যে অনভিজ্ঞ হইলাম কিরূপে? বাল্যকালে আমি যখন পিতার ক্রোড়ে থাকিয়া ক্রীড়া করিতাম, তখন অনেক সাধু ব্যক্তি আসিয়া নীতিশাস্ত্র পাঠ করিতেন। আমি সে সময়ে সেবাধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, তাহার সারাংশ আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল রহিয়াছে। এই আমি তাহা বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর।—"এ সংসারে শূর, কৃতবিদ্য এবং সেবাকার্য্যে অভিজ্ঞ, এই ত্রিবিধ লোকই এই সোণার পৃথিবী অন্বেষণ করে।" অর্থাৎ উহারাই পৃথিবীতে সম্পদ লাভে সমর্থ; যে সেবা প্রভুর হিতসাধন করে, তাহাই সেবা; ঐ সেবাও আবার প্রভুর বাক্যবিশেষ হইতেই অনুমেয়। অভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রভুর বাক্যবিশেষরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াই রাজাকে আশ্রয় করেন; অন্য প্রকারে নহে। যিনি সেব্য ব্যক্তির গুণ না জানেন, তিনি যদি পণ্ডিত হন, তথাপি সেই অজ্ঞাত প্রভুকে কখন সেবা করিবেন না। কারণ, সুকৃষ্ট ক্ষার ভূমি হইতে যেমন কোন ফল প্রাপ্তি হয় না, সেইরূপ তাদৃশ প্রভুর নিকট হইতেও কোন ফল পাইবার আশা নাই। যাঁহাকে সেবা করা যাইবে, তিনি যদি দয়া দাক্ষিণ্যাদি সমুদয়

সেবাগুণে ভূষিত হন,, তাহা হইলে তাঁহার ধন জন না থাকিলেও তিনি সেবার যোগ্য; কেননা তাদৃশ প্রভুর নিকট হইতে কালান্তরেও জীবনোপায় ফল লভ্য হইতে পারে।) যদি ক্ষুধায় কাতর হইয়া আহারাভাবে শুকাইয়া যাইতে হয় অথবা স্থাণুর ন্যায় জড়সড় হইয়া থাকিতে হয়; তথাপি প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কখন আত্মানাত্ম-বিবেকহীন প্রভুর নিকট হইতে জীবিকালাভে সচেষ্ট হইবেন না। (ভৃত্য ব্যক্তি রুক্ষভাষী কৃপণস্বভাব প্রভুকে কর্কশবাক্যে নিন্দা করে; কিন্তু কাহাকে সেবা করা উচিত, এবং কাহাকে অনুচিত, উহা যে ভৃত্য জানে না, সে তাহার আত্মাকেই কি নিন্দা করে না?) ভৃত্যগণ যে প্রভুকে আশ্রয় করিয়া ক্ষুধার্ত্ত হইয়াও বিশ্রাম লাভ করিতে পারে না, সেই প্রভু সতত ধনজনে সমৃদ্ধ হইলেও অর্কবৃক্ষের ন্যায় পরিত্যাজ্য। (রাজমাতা, রাজমহিষী, রাজপুত্র, প্রধানমন্ত্রী, পুরোহিত কিম্বা প্রতিহার এই সকলের উপর ভৃত্য ব্যক্তি সর্ব্বদা রাজবৎ ব্যবহার করিবে।) (কার্য্যাকার্য্যে অভিজ্ঞ যে ভৃত্য প্রভু কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া 'যে আজ্ঞা' বলিয়া নির্ব্বিকারচিত্তে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সেই ভৃত্যই রাজার প্রিয় হইতে পারে।) (যে ভৃত্য প্রভুর অনুগ্রহে লব্ধধনাদি 'প্রচুর হইয়াছে যথেষ্ট হইয়াছে' বলিয়া প্রকাশ করে, এবং প্রভুপ্রসাদলব্ধ বস্ত্রাদি নিজ অঙ্গে ধারণ করে, সে-ই রাজার প্রিয় হইতে পারে।) (যে ব্যক্তি প্রভুর অন্তঃপুরচর পরিজন কিম্বা তাঁহার ভার্য্যা প্রভৃতির সহিত গুপ্ত মন্ত্রণা না করে, সে রাজার প্রিয় হইয়া থাকে।) (যে ব্যক্তি দ্যূতক্রীড়া যমদূতবৎ, সুরা কালকূট বিষতুল্য এবং রমণীদিগকে কুৎসিতাকৃতি বলিয়া মনে করে, অর্থাৎ দ্যূত, মদ্য, কামিনী, এই সকলে যে আসক্ত না হয়, সেই ব্যক্তি রাজার প্রিয় হইয়া থাকে।) (যে ব্যক্তি যুদ্ধকালে অগ্রে অগ্রে থাকে, পুরীর

মধ্যে প্রভুর পৃষ্ঠগামী হয়, এবং প্রাসাদ মধ্যে বহিঃস্থিত হইয়া থাকে, সে রাজার প্রিয় হইতে পারে।) 'আমি রাজার সতত প্রিয়' এই মনে করিয়া যে ব্যক্তি কষ্ট পাইয়াও নিজ কর্ত্তব্য হইতে বিচলিত হয় না। সেই ভৃত্যই প্রভুর প্রিয় হয়। যে ব্যক্তি প্রভুর শত্রুকে শত্রু জ্ঞান করে এবং সর্ব্বদা প্রভুর প্রিয় জনগণের ইষ্ট কর্ম্ম সাধনে তৎপর হয়, সেই ব্যক্তিই রাজার প্রিয় হইয়া থাকে। (যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে আদিষ্ট হইয়া প্রভুর কথার বিরুদ্ধে প্রত্যুত্তর না দেয় এবং তাঁহার সমীপে উচ্চহাস্য না করে, সেই ব্যক্তিই রাজার প্রিয় হয়।) (যে ব্যক্তি নির্ভীক হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রকে গৃহবৎ নিরাপদ স্থান এবং বিদেশ-বাসকে স্বদেশ-বাসের ন্যায় মনে করে, সেই ব্যক্তিই রাজার প্রিয় হইয়া থাকে) যে ব্যক্তি প্রভুর ভার্য্যাদিগের সহিত সংসর্গ এবং কাহারও নিন্দা বা কাহারও সঙ্গে বিবাদ না করে, সে রাজার প্রিয় হয়।" ৩৩—৬৩

করটক কহিল,—আচ্ছা, তুমি প্রভুর নিকট গিয়া প্রথমে কি কহিবে? এখন তাহাই বল দেখি। দমনক বলিল,—সুবৃষ্টি বশতঃ সুসম্পন্ন বীজ হইতে যেমন অপর বীজ জন্মিয়া থাকে, তদ্রূপ পরপর কথা কহিতে কহিতেই ক্রমে লোকের সাধু বাক্য সকল নিঃসৃত হইতে থাকে। দুর্নয়ের ফলে দুর্লক্ষণ দর্শনে বিপত্তি বা সুনয়ের ফলে উপায় সন্দর্শনে সিদ্ধি, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা এই উভয়কেই অগ্রবর্ত্তী রূপে বর্ণন করিয়া থাকেন। কতকগুলি লোকের বাক্যে শুকপক্ষীর কথার ন্যায় মাধুর্য্য; কিন্তু তাহাদিগের হৃদয়ে কুটতা এবং অপর কতকগুলি লোকের সুবচনসমূহ হৃদয় ও বাক্য উভয়ত্রই সারবত্তা প্রকটন করে।

আমি সম্প্রতি অসময়োচিত কথা কহিব না; পূর্ব্বে আমি পিতার ক্রোড়ে থাকিয়া নীতিশাস্ত্রের সার কথা শ্রবণ করিয়াছি।—বৃহস্পতিও যদি অসময়োচিত কথা বলেন, তথাপি তাঁহাকেও বহু অবজ্ঞা ও অপমান প্রাপ্ত হইতে হয়।

করটক কহিল,—পর্ব্বত সকল যেমন হিংস্র জন্তুগণে আকীর্ণ, উন্নত ও অবনত এবং বিবিধ বিষধরে পরিপূর্ণ বলিয়া দুঃসেব্য হইয়া থাকে, সেইরূপ ভূপতিগণও ক্রূরপ্রকৃতি হিংস্রক জনে আবৃত, দারুণস্বভাব ও দুর্জ্জনগণে বেষ্টিত থাকেন বলিয়াই সর্ব্বদাই দুরারাধ্য। সর্পগণের ন্যায় নৃপতিরাও ভোগশালী, কঞ্চুকাবৃত, কুটিল, ক্রূরচেষ্টিত, সুদুষ্ট ও মন্ত্র-সাধ্য হইয়া থাকেন। ভূপতিরা ভুজগবৎ দ্বিজিহ্ব, ক্রূরকর্ম্মকারী ও ছিদ্রানুসারী হইয়া দূর হইতেই দর্শন করেন। অর্থাৎ রাজারা ক্ষণে ক্ষণে এক এক প্রকার বাক্য প্রয়োগ করেন, নিষ্ঠুর ব্যবহারে পরাঙ্মুখ হন না, কোন কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া প্রজামণ্ডলীকে নিরুদ্বেগ করেন না; সর্ব্বদা দোষানুসন্ধানে তৎপর থাকেন এবং চর দ্বারা দূর হইতে পররাষ্ট্রব্যাপার নির্ব্বাহ করেন। 'আমরা মহীপতির প্রিয়তম' এই মনে করিয়া যাহারা রাজার স্বল্পমাত্র অপকারও করে, সেই সকল পাপিষ্ঠেরা পাবকে পতঙ্গবৎ দগ্ধ হইয়া থাকে। যেমন অল্পমাত্র অনাচারেই পবিত্র ব্রাহ্মণ দূষিত হন, সেইরূপ সর্ব্বলোকমান্য দুর্লভ রাজপদও সামান্য ত্রুটিতেই দোষদুষ্ট হইয়া থাকে। শ্রী রাজাদিগের দুরারাধ্য, দুর্লভ এবং দুষ্পরিগ্রহ। পাত্রে যেরূপ জল থাকে, সেইরূপ শ্রীকে যদি যত্নপূর্ব্বক আত্মায় রক্ষা করা যায়, তাহা হইলেই তিনি দীর্ঘকাল অবস্থান করেন।"

দমনক বলিল,—তুমি সত্য কথাই কহিয়াছ, কিন্তু,—যে যে ব্যক্তির যেরূপ যেরূপ মনোভাব, তাহার সহিত সেই সেইরূপই

ব্যবহার করিতে হয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা প্রভুর অভিপ্রায় বুঝিয়া লইয়া শীঘ্রই তাহাকে নিজ বশে আনয়ন করিতে পারেন। ভৃত্য-দিগের সর্ব্বদা স্বামীর চিত্তানুবর্ত্তী ও সচ্চরিত্র হওয়া আবশ্যক। সতত যাহারা মন বুঝিয়া চলিতে পারে; মনুষ্যের কথা কি? তাহারা রাক্ষসদিগকেও বশীভূত করিতে সমর্থ। রাজা ক্রোধ করিলে তাঁহাকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করা, রাজার প্রিয় পাত্রে প্রণয় প্রকাশ, তাঁহার শত্রুর প্রতি শত্রুতাচরণ এবং তিনি যাহাই কেন দান করুন না, সে দানের প্রশংসা কীর্ত্তন, এই সকলই হইল,—রাজাদিগের মন্ত্রতন্ত্রহীন বশীকরণ। অর্থাৎ ভৃত্য উক্ত বিষয়গুলি যথাযথ অনুষ্ঠান করিতে পারিলেই প্রভুকে বশ করিতে পারে।”

করটক কহিল,—যদি এইরূপে রাজাকে বশীভূত করা তোমার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে তুমি যাও, পথ সকল তোমার মঙ্গলময় হউক। তোমার যাহা অভিলাষ তাহা তুমি কর। তখন সেই দমনকও প্রণাম করিয়া পশুরাজ পিঙ্গলকের অভিমুখে প্রস্থান করিল। এদিকে পিঙ্গলক দমনককে আসিতে দেখিয়া দৌবারিককে বলিল,—বেত্রলতা অপসারিত কর। এই আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিপুত্র দমনক আসিতেছেন। ইহাঁর এ স্থানে আসিবার কোনই বাধা নাই। ইহাকে এই স্থানে লইয়া আইস, ইনি অনুজীবিবর্গের নির্দ্দিষ্ট দ্বিতীয় শ্রেণীর আসন প্রাপ্ত হইবেন। দৌবারিক ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া দমনকের নিকট গমন করিল। অনন্তর দমনক তথায় উপস্থিত হইয়া পিঙ্গলককে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিল। পরে পিঙ্গলক তাহার খর-নখরাঙ্কিত দক্ষিণ পাণি উত্তোলন করিয়া সম্মানপূর্ব্বক দমনককে

কহিল,—তোমার মঙ্গল ত? এতদিন তোমায় দেখি নাই কেন? দমনক বলিল,—আমাদের দ্বারা মহারাজের ত কোনই প্রয়োজন নাই। তথাপি আপনার নিকট আমাদিগের সময়োচিত দুই এক কথা বলা কর্ত্তব্য। যেহেতু উত্তম, মধ্যম এবং অধম এই ত্রিবিধ লোক দ্বারাই রাজাদিগের প্রয়োজন হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণও বলিয়াছেন,—"দন্তকুট্টনে কিম্বা কর্ণকণ্ডুয়নে তৃণ দ্বারাও প্রভুদিগের কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে; সুতরাং যাহারা কথা কহিতে পারে বা যাহাদিগের হস্ত আছে, সেই সকল ব্যক্তির কথা আর কি বলিব?" তাহাতে আবার আমরা মহারাজের বংশানুক্রমিক ভৃত্য, আপৎকালেও আমাদিগের প্রভুর অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। যদিও আমরা নিজ অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়াছি, তথাপি আপনাদিগের এ কার্য্য সঙ্গত হয় নাই। কেন না, কথিত আছে,—"ভৃত্য এবং আভরণ এসকল যথা স্থানেই নিযুক্ত করিতে হয়। কিন্তু 'আমি প্রভু' এই বলিয়া কেহই কখন চূড়ামণিকে চরণে ধারণ করেন না। আরও এক কথা,—যিনি গুণের মর্য্যাদা বুঝেন না, তিনি ধনাঢ্য হউন, কুলীনই হউন এবং বংশানুক্রমিক নরপতিই হউন, ভৃত্যেরা তাঁহার অনুগত হয় না। কথিত আছে,—যে ভৃত্যকে অসমান ভৃত্যের সহিত তুলনা করা হয়, তুল্যমর্য্যাদা ভৃত্যের সঙ্গে যাহার সমান সৎকার না হয় অথবা যদি ভৃত্যের প্রতি উপযুক্ত কার্য্যভার না দেওয়া হয়, তাহা হইলে এই তিনটী দোষেই ভৃত্য প্রভুকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে।" ৭৪—৮০।

রাজা উচ্চপদ পাইবার যোগ্য ভৃত্যদিগকে অবিবেকবশতঃ যে নিম্নপদে নিযুক্ত করেন, ভৃত্যগণ অবশ্য সে পদে অবস্থান করিতে বাধ্য হয়; কিন্তু এ বিষয়ে দোষ রাজারই হইয়া থাকে। পণ্ডিত-

গণ বলিয়াছেন,—"যে মণি স্বর্ণালঙ্কারে গ্রথিত হইবার যোগ্য, তাহাকে যদি নিকৃষ্ট ধাতুর সহিত গাঁথিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে সেই মণি অবশ্য রোদন করে না; আর তাহার শোভাও সম্যক্ হয় না; কিন্তু এইরূপ অযোগ্য যোজনায় যোজনকর্ত্তারই নিন্দা হইয়া থাকে।" আর প্রভু যে 'অনেক দিন পরে দেখিলাম' এই কথাটী কহিলেন, এ সম্বন্ধেও বলিতেছি, শুনুন,—"যেখানে দক্ষিণ এবং বামহস্তের বিশেষত্ব বা পার্থক্য গণনা করা হয় না, উপায় থাকিতে কোন্ আর্য্য ব্যক্তি সে স্থানে ক্ষণকালও বাস করে? যাহাদিগের বুদ্ধি মণিকে কাচ এবং কাচকে মণি কল্পনা করে, সেই সকল প্রভুর নিকট ভৃত্যের কথা কি? তাহার নাম মাত্রও থাকে না। যে দেশে পরীক্ষক নাই, তথায় সমুদ্রজাত রত্ন মূল্যবান্ বলিয়া পারগণিত হয় না। প্রসিদ্ধি আছে,—আভীর দেশে গোপগণ তিনটী মাত্র বরাটক লইয়াই চন্দ্রকান্ত মণি বিক্রয় করিয়া থাকে। যেখানে লোহিতাখ্য মণি বা পদ্মরাগ মণির প্রভেদ বিচার নাই, তথায় কি প্রকারে রত্ন বিক্রয় হইবে? স্বামী যদি সমস্ত ভৃত্যকেই নির্ব্বিশেষরূপে দর্শন করেন, তাহা হইলে যাহারা কার্য্যক্ষম উৎসাহী ভৃত্য, তাহাদিগের উৎসাহ কমিয়া যাইতে থাকে। ভৃত্য ব্যতীত প্রভুর চলে না এবং প্রভু ব্যতীতও ভৃত্যের উপায় নাই। সুতরাং প্রভু ও ভৃত্যের ব্যবহার পরস্পর পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ। সূর্য্য তেজস্বী হইলেও লোকরক্ষী কিরণজাল ব্যতীত যেমন তিনি শোভিত হন না, সেইরূপ রাজা তেজীয়ান্ হইলেও রাজ্যরক্ষক ভৃত্যগণ ভিন্ন তাঁহার শোভা হয় না। যেমন চক্রের মধ্যগত কাষ্ঠখণ্ডগুলি চক্রের মধ্যস্থল অবলম্বন করে, আবার ঐ মধ্যস্থলও চক্রমধ্যস্থ কাষ্ঠগুলিকেই ধরিয়া থাকে, প্রভু এবং ভৃত্যের সম্বন্ধও

সেইরূপ। যে কেশরাশি নিয়ত মস্তকে বিধৃত ও স্নেহ পদার্থে পরিপালিত হইয়া থাকে, স্নেহ অর্থাৎ তৈলহীন হইলে তাহারাও বিকৃত হয়, তাহাতে নিঃস্নেহ ভৃত্যগণ যে বিরক্ত হইবে না, এ সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি? রাজা তুষ্ট হইয়া ভৃত্যদিগকে মাত্র অর্থ দান করেন; কিন্তু ভৃত্যগণ রাজকৃত যথাযোগ্য সৎকার পাইয়া প্রাণ দ্বারাও রাজার উপকার করিয়া থাকে। রাজা এই সকল বিবেচনা করিয়া সুদক্ষ ভৃত্য নিযুক্ত করিবেন। ঐ ভৃত্যগণ সদ্বংশজাত শৌর্য্যসম্পন্ন ক্ষমতাশালী, ভক্ত ও কুলক্রমাগত হওয়া আবশ্যক। যে ভৃত্য অন্যের দুঃসাধ্য রাজকীয় কোন উত্তম কার্য্য সুসম্পাদন করিয়া লজ্জাভরে রাজার নিকট তাহার কিছুই বলে না; রাজা তাদৃশ ভৃত্য দ্বারাই প্রকৃত সহায়বান্ হইয়া থাকেন। রাজা যে ভৃত্যের উপর কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে অবস্থান করিতে পারেন, সেই ভৃত্য রাজার কলত্রবৎ পরিপাল্য হয়। যে ভৃত্য অনাহূত হইয়াও ইঙ্গিতমাত্রেই কাছে আইসে, যে সর্ব্বদা প্রভুর নিকটে থাকে, এবং প্রভু কর্ত্তৃক কোন কথা পৃষ্ট হইয়া সত্য অথচ অল্প কথায় তাহার উত্তর দেয়, তাদৃশ ভৃত্যই রাজাদিগের উপযুক্ত। প্রভুর কোন অনিষ্ট হইতেছে, তদ্দর্শনে আদেশ না পাইয়াও যে ভৃত্য সেই অনিষ্ট নিবারণে যত্নবান্ হয়, সেই ভৃত্যই রাজাদিগের ভৃত্য হইবার যোগ্য। যে ভৃত্য তাড়নায় দুর্ব্বাক্যে কিম্বা দণ্ডিত হইলেও রাজার কোনরূপ অনিষ্ট চিন্তা করে না, সেই ভৃত্যই রাজাদিগের ভৃত্যপদের যোগ্য। যে ভৃত্য সম্মান লাভে গর্ব্বিত হয় না, অপমানেও খেদ অনুভব করে না, এবং মানে কিম্বা অপমানে সর্ব্বদাই স্বীয় মনোভাব গোপন করিয়া রাখে, সেই ভৃত্যই ভৃত্যপদের যোগ্য। যে ভৃত্য

ক্ষুধা কিম্বা নিদ্রায় কাতর হয় না, এবং শীত অথবা আতপেও ক্লেশ অনুভব করে না, সেই ভৃত্যই ভৃত্যপদের যোগ্য। নিজ প্রভুর সহিত কোন শত্রুদলের যুদ্ধ হইবে, এই কথা শুনিয়া প্রভুর সাহায্যার্থ যে ভৃত্যের মুখ প্রফুল্ল হয়, সেই ভৃত্যই রাজাদিগের ভৃত্যপদের যোগ্য। যে ভৃত্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে শুক্লপক্ষীয় শশিকলার ন্যায় প্রভুর অধিকার সীমা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, সেই ভৃত্যই ভৃত্যপদের যোগ্য। কিন্তু যে ভৃত্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে বহ্নি-নিক্ষিপ্ত চর্ম্মের ন্যায় প্রভুর অধিকার সীমা দিন দিন সঙ্কুচিত হইতে থাকে, রাজ্যবৃদ্ধিপ্রয়াসী রাজা সেই ভৃত্যকে পদচ্যুত করিবেন।" ৮১—১০২।

আর এক কথা,—যদি শৃগাল মনে করিয়া প্রভু আমার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন, তাহা অসঙ্গত। কারণ, কথিত আছে,—"পট্টবস্ত্র একপ্রকার ক্ষুদ্র কীট হইতে জন্মে, পর্ব্বতাদি খনি হইতে সুবর্ণের উৎপত্তি, গোরোম হইতে দূর্ব্বা, পঙ্ক হইতে পদ্ম, সমুদ্র হইতে সুধাকর, গোময় হইতে ইন্দীবর, কাষ্ঠ হইতে অগ্নি, সর্পফণা হইতে মণি এবং গোপিত্ত হইতে রোচনা উদ্ভূত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, যাঁহারা গুণী, তাঁহারা স্বীয় গুণের জন্যই প্রখ্যাত হইয়া থাকেন, জন্মের উৎকর্ষাপকর্ষে আসিয়া যায় কি? মূষিক গৃহে জন্মে, কিন্তু সে অপকার করে বলিয়া বধ্য হইয়া থাকে, পরন্তু হিতকারী বিড়ালকে লোকে স্থানান্তর হইতে আনিয়া ভক্ষ্যদানেও পোষণ করিতে ইচ্ছা করে। এরণ্ড, ভিণ্ড, অর্ক ও নল প্রভৃতি প্রভূত বৃক্ষ দ্বারা যেরূপ কাষ্ঠের কাজ হয় না, সেইরূপ কতকগুলি মূর্খেও কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। অনুরক্ত অথচ কার্য্যে অক্ষম এবং কার্য্যে সক্ষম কিন্তু অপকারী; এহেন ভৃত্য দ্বারা ফল কি? পরন্তু হে

রাজন্! আমি আপনার অনুরক্ত অথচ কার্য্যক্ষম, সুতরাং আমাকে আপনি অবজ্ঞা করিবেন না।"

পিঙ্গলক কহিল,—তোমার কথাই ঠিক। যা হউক, তুমি অসমর্থই হও আর সমর্থই হও, তুমি যখন আমাদিগের পূর্ব্বতন মন্ত্রিতনয়, তখন তুমি যাহা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তাহা নিঃশঙ্কচিত্তে বল।

দমনক বলিল,—দেব! আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। পিঙ্গলক কহিল,—তা'হলে তুমি তোমার অভিপ্রেত বিষয় ব্যক্ত কর। দমনক বলিল,—রাজার কার্য্যসংক্রান্ত অতি সামান্য কথাও সভামধ্যে ব্যক্ত করা অনুচিত, স্বয়ং বৃহস্পতি এই কথা বলিয়াছেন। অতএব কোন এক নির্জ্জন স্থানে থাকিয়া মহারাজ আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। যেহেতু,—"মন্ত্রণা যদি তিন ব্যক্তির কর্ণে প্রবেশ করে, তবে তাহা ভেদ হইয়া যায়। চারি কর্ণে অর্থাৎ দুই জনে পরস্পর শুনিলে তাহা স্থির থাকে। এই জন্য সুধী ব্যক্তি সর্ব্বপ্রযত্নে তিন জনের কর্ণে যাহাতে মন্ত্রণা প্রবেশ করিতে পারে, এরূপ ভাবে মন্ত্রণা করিবেন না।"

অনন্তর পিঙ্গলকের অভিপ্রায় বুঝিয়া, ব্যাঘ্র, দ্বীপী, বৃক প্রভৃতি সকলেই তাহার কথামত তৎক্ষণাৎ স্থানান্তরে গমন করিল। তখন দমনক বলিল,—মহারাজ জলপানার্থ প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তা আপনি কি নিমিত্ত সে কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া এ স্থানে অবস্থান করিতেছেন?

পিঙ্গলক একটু লজ্জার হাসি হাসিয়া বলিল,—না কিছুই নয়। তখন দমনক বলিল,—আচ্ছা, মহারাজ যদি অবক্তব্য মনে করেন, তবে তাহা থাক্। কেন না, পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন,—"দারা, পুত্র,

আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধব ইহাদিগের সকলের নিকটই কিছু কিছু গোপন রাখিতে হয়, কিন্তু পণ্ডিত লোক সঙ্গত অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া কার্য্যের গুরুত্ব অনুসারে গোপ্য বিষয় ব্যক্ত করিবেন।"

এই কথা শুনিয়া পিঙ্গলক ভাবিল, দেখিতেছি এই ব্যক্তি যোগ্য বটে, তা যাহউক, ইহার নিকট অগ্রে আমি নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করি। যেহেতু কথিত আছে,—"অভিন্ন-হৃদয় সুহৃৎ, গুণবান্ ভৃত্য, অনুরক্ত কলত্র এবং সৌহৃদ্যসম্পন্ন প্রভু, ইহাদিগের নিকট দুঃখবার্ত্তা প্রকাশ করিয়া লোক সুখী হইতে পারে।" যাহউক, দমনক! দূর হইতে ঐ যে মহাশব্দ আসিতেছে, তুমি উহা শুনিতেছ ত? দমনক বলিল, হাঁ প্রভো, শুনিতেছি; কিন্তু উহাতে কি হইয়াছে? পিঙ্গলক কহিল,—মহাশয়! আমি এই বন হইতে চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছি। দমনক বলিল,—কি জন্য? পিঙ্গলক কহিল,—যেহেতু অদ্য এই বনে একটা অদ্ভুত জন্তু প্রবেশ করিয়াছে। তাহার ঐ মহাশব্দ শুনা যাইতেছে। উহার যেরূপ শব্দ শুনিতেছি, তাহাতে উহার পরাক্রমও তদনুরূপ হইবে বলিয়া মনে হয়। দমনক বলিল,—মহারাজের ন্যায় ব্যক্তি যে একটা শব্দমাত্র হইতে ভীত হইতেছেন, ইহা অযুক্ত। উক্ত আছে,— "প্রবল জলবেগে সেতু ভাঙ্গিয়া যায়, অরক্ষিত মন্ত্র প্রকাশ পায়, স্নেহ দুঃশীলতাবশত নষ্ট হয় আর আতুর ব্যক্তি বাক্যমাত্রেই ভীত হইয়া থাকে।" অতএব মহাশয়ের ন্যায় ব্যক্তির পূর্ব্বোপার্জ্জিত বন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়া সঙ্গত হয় না, যেহেতু—"ভেরী, বেণু, বীণা, মৃদঙ্গ, পটহ শঙ্খ ও কাহলাদি ভেদে শব্দ অনেক প্রকার হইয়া থাকে। সুতরাং কেবল শব্দমাত্র হইতেই ভয়

করা কর্ত্তব্য হয় না। কথিত আছে,—"অতি দারুণ ভীষণ শত্রু উপস্থিত হইলেও যাহার ধৈর্য্য নষ্ট হয় না, সেই রাজাই কখনও পরাভূত হন না। বিধাতা ভয়প্রদর্শন করিলেও অর্থাৎ দৈব প্রতিকূল হইলেও ধীরচেতা ব্যক্তিদিগের ধৈর্য্য কখনও নষ্ট হয় না।" প্রসিদ্ধি আছে,—"নিদাঘতাপে সরোবর শুষ্ক হইলেও সিন্ধু সাতিশয় উন্নতভাবই ধারণ করিয়া থাকে।" অপিচ—"বিপদে যাহার বিষাদ নাই, সম্পদে হর্ষ নাই, রণে ভীরুত্ব নাই, জননী এহেন ভুবনত্রয়ের তিলকস্বরূপ পুত্র অতি অল্পই প্রসব করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি সামর্থ্যাভাবে দুর্ব্বল এবং দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত অত্যন্ত লঘু, তাদৃশ মানহীন মানুষ আর তৃণ উভয়েরই দশা সমান।" আর এক কথা—"যে ব্যক্তি অন্যের তেজে অভিভূত হইয়া নিজের দৃঢ়তা অবলম্বন না করে, জতুনির্ম্মিত অলঙ্কারের ন্যায় তাহার সৌন্দর্য্যে প্রয়োজন কি?" অতএব মহারাজ এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। কেবল শব্দ শুনিয়াই ভীত হইবেন না। এক শৃগাল বলিয়াছিল,—"ইহা যে মেদে পরিপূর্ণ,—তাহা আমি পূর্ব্বেই জানিয়াছি। পরে যখন বিশেষরূপ জানিলাম, তখন দেখিলাম, উহা কেবল চর্ম্ম এবং দারু ব্যতীত আর কিছুই নহে।" ১০৩—১১৭। পিঙ্গলক কহিল,—তোমার এ কথা কিপ্রকার? তখন দমনক বলিল,—

(কথা। ২)

এক সময় গোমায়ু নামক একটা শৃগাল ক্ষুধায় কাতর হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিতে ঘুরিতে বনমধ্যে এক যুদ্ধভূমি দর্শন করিল। তথায় একটা দুন্দুভি পড়িয়াছিল। বায়ুবশত তথাকার কয়েকটা বল্লীশাখায় আহত হওয়ায় তাহা হইতে ভয়ঙ্কর শব্দ উত্থিত হইতে

লাগিল। শৃগাল সেই শব্দ শুনিয়া ক্ষুব্ধহৃদয়ে ভাবিল,—হায়, এই বার বুঝি মরিলাম! যা হউক, আমি আর ঐ শব্দের নিকটে যাইব না। আমি অন্য দিকে চলিয়া যাই। অথবা সহসা এই পিতৃপিতামহ আমাদের বন পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া উচিত হয় না। কথিত আছে,—"যে ব্যক্তি ভয়ে বা হর্ষে বিবেচনার সহিত কাজ করে, কোনরূপ হঠকারিতার আশ্রয় করে না, সেই ব্যক্তি কখন সন্তপ্ত হয় না।" অতএব আমি অগ্রে জানি,—এই শব্দ কিসের? শৃগাল এইরূপ চিন্তা করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক যেমন ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিল, অমনি সম্মুখে সেই দুন্দুভি দেখিল এবং বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া তাহার নিকট গমনপূর্ব্বক নিজেই কুতূহলের সহিত তাহা বাজাইতে লাগিল। তখন সে মনে মনে ভাবিল,—অহো, বহু কালের পর আজ এই প্রচুর খাদ্য প্রাপ্ত হইলাম, ইহা নিশ্চয়ই প্রভূত মাংস, মেদ ও রুধিরে পরিপূর্ণ হইবে। শৃগাল এইরূপ স্থির করিয়া সেই কঠিন চর্ম্মাচ্ছাদিত দুন্দুভিটাকে অতিকষ্টে বিদারণ করিয়া তাহার একস্থানে একটা ছিদ্র করিল এবং অতি হৃষ্টচিত্তে তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু চর্ম্ম বিদারণ করিতে গিয়া তাহার দন্ত ভাঙ্গিয়া গেল; পরে তাহা শূন্যগর্ভ ও দারুময় দর্শনে নিরাশ হইয়া উপরি উক্ত শ্লোকটী পাঠ করিয়াছিল; যথা—"ইহা আমি পূর্ব্বেই জানিয়াছি" ইত্যাদি। অতএব শুদ্ধ শব্দ শুনিয়াই ভীত হইতে নাই। তখন পিঙ্গল কহিল,—ওহে এই দেখ, আমার সমভিব্যাহারী অনুচর-সহচরেরা সকলেই ভয়াকুল মনে এ স্থান হইতে পলায়ন করিতে ইচ্ছা করিতেছে। অতএব আমি একাকী কেমন করিয়া ধৈর্য্যবলম্বন করিয়া থাকিব? দমনক বলিল,—প্রভো! এবিষয়ে আপনার সমভিব্যাহারীদিগের

কোন দোষ নাই। কারণ, ভৃত্যবর্গ প্রভুরই তুল্য হইয়া থাকে। কথিত আছে—"অশ্ব, শস্ত্র, শাস্ত্র, বীণা, বাণী, নর এবং নারী, ইহারা পুরুষবিশেষের আশ্রয় পাইয়া যোগ্য এবং অযোগ্য উভয়ই হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রভু ইহাদিগকে যেরূপে ব্যবহার করেন, ইহারা সেইরূপেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।"

অতএব আপনি পরাক্রম অবলম্বন করিয়া এই স্থানে অপেক্ষা করুন, আমি গিয়া এই শব্দের কারণ সন্ধান করিয়া আইসি, পরে ইহার যথোচিত কার্য্য সম্পাদন করিব। পিঙ্গলক কহিল,—তুমি কি তথায় যাইতে সমুৎসুক হইয়াছ? দমনক বলিল,—প্রভুর আদেশ পাইলে সচ্চরিত্র ভৃত্যদিগের কার্য্যাকার্য্য বিচার করা উচিত কি? পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন,—"প্রভুর আদেশে সৎস্বভাব ভৃত্যদিগের কুত্রাপি ভয় হয় না। তাহারা সর্পের মুখে কিম্বা দুর্লঙ্ঘ্য মহার্ণবেও প্রবেশ করিতে পারে। প্রভুর আদেশ পাইয়া যে ভৃত্য উচিত অনুচিত বিবেচনা করে,ভূতিকামী ভূপতি তাদৃশ ভৃত্য রাখিবেন না।" পিঙ্গলক কহিল,—ভদ্র! যদি এরূপ মনে কর, তাহা হইলে তুমি যাও; পথ তোমার মঙ্গলময় হউক। দমনক পিঙ্গলককে প্রণাম পূর্ব্বক যেই বলীবর্দ্দ সঞ্জীবকের শব্দানুসরণ করিতে করিতে প্রস্থান করিল। দমনক চলিয়া গেলে পিঙ্গলক ভয়াকুলমনে ভাবিল, অহো! আমি এটা ভাল করি নাই যে, দমনকের কাছে বিশ্বস্তভাবে নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া ফেলিলাম। এই দমনক নিজ অধিকার হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে; সুতরাং এ যদি উভয়ের নিকট বেতনগ্রাহী হইয়া কদাচিৎ আমরই উপর ক্রূরবুদ্ধি প্রকাশ করে। পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন,—"যাহারা পূর্ব্বে রাজার কাছে সম্মানিত থাকিয়া পরে বিমানিত হয়, তাহারা সৎকুলজাত হইলেও রাজার বিনাশের জন্য

সর্ব্বদা চেষ্টা করিয়া থাকে।” অতএব আমি ইহার অভিপ্রায় জানিবার জন্য স্থানান্তরে গিয়া প্রতিপালন করি। জানি কি, যদি দমনক কখন তাহার সঙ্গে মিলিয়া আমাকেই বিনাশ করিতে ইচ্ছা করে। কথিত আছে,—“যদি অবিশ্বাস করিয়া চলে, তাহা হইলে বলবান্ ব্যক্তি দুর্ব্বল ব্যক্তিকেও নষ্ট করিতে পারে না, আর বিশ্বাস করিয়া চলিলে বলবান্ ব্যক্তিও দুর্ব্বলের হাতে নিহত হইয়া থাকে। যে প্রাজ্ঞ নর নিজের আয়ু, সুখ ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন, তিনি বৃহস্পতির বাক্যেও বিশ্বাস স্থাপন করিয়া চলিবেন না। শত্রু শপথে আবদ্ধ হইলেও তাহাকে বিশ্বাস করিয়া চলিতে নাই। বৃত্রাসুর রাজ্যলাভে উদ্যত হইয়া শেষে শপথ করিয়া ইন্দ্রের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছিল। বিশ্বাস ব্যতীত দেবগণেরও শত্রু জয় হয় না, অর্থাৎ তাঁহারাও বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া শত্রু সংহার করেন পূর্ব্বকালে দেবেন্দ্র বিশ্বাস উৎপাদন করিয়াই দিতির গর্ভ বিদারণ করিয়াছিলেন।”

সিংহ পিঙ্গলক মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া একাকী স্থানান্তর আশ্রয় করিল এবং শৃগাল দমনকের পথের দিকে তাকাইয়া রহিল। এদিকে দমনক সেই গর্জ্জনকারী সঞ্জীবকের নিকট যাইয়া তাহাকে বৃষভ বলিয়া জানিতে পারিয়া হৃষ্ট মনে চিন্তা করিতে লাগিল,—অহো! ভালই হইয়াছে! ইহার সহিত সন্ধি বিগ্রহ দ্বারা পিঙ্গলক আমার বশীভূত হইবে। কথিত আছে,—“রাজা মন্ত্রীদিগের কৌলীন্য বা সৌহার্দ্দ বশে উহাদিগের অধীন হন না, যদি কোন বিপদ বা শোক উপস্থিত হয়, তাহা হইলেই তাহাদিগের কথায় চলিয়া থাকেন, রাজা বিপন্ন হইলেই মন্ত্রীরা তাঁহার উপর অধিকার বিস্তার করিতে পারে। এই জন্যই রাজা

যাহাতে বিপদ্‌গ্রস্ত থাকেন, মন্ত্রিগণ তাহাই কামনা করে। যেমন নীরোগ ব্যক্তি কখন সুচিকিৎসকে চায় না, সেইরূপ বিপন্মুক্ত রাজাও মন্ত্রীর আদর করেন না।" দমনক এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে পিঙ্গলকাভিমুখে প্রস্থান করিল। পিঙ্গলক তাহাকে আসিতে দেখিয়া স্বীয় উদ্বেগ ভাব গোপনপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ অবস্থান করিতে লাগিল। তখন দমনকও পিঙ্গলকের নিকট গিয়া তাহাকে প্রণামপূর্ব্বক উপবেশন করিল। পিঙ্গলক বলিল,—তুমি কি সেই জন্তুকে দেখিয়া আসিয়াছ? দমনক বলিল,—আপনার প্রসাদে আমি তাহাকে দেখিয়াছি। পিঙ্গলক কহিল,—সত্যই কি দেখিয়াছ? দমনক বলিল,—প্রভুর সম্মুখে কি মিথ্যা কথা কহিব? পণ্ডিতেরা বলেন,—"রাজা ও দেবতার অগ্রে যে ব্যক্তি অল্পমাত্রও মিথ্যা কথা ব্যবহার করে, সে মহীয়ান্ হইলেও অচিরেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অপিচ মনু বলিয়াছেন—রাজা সর্ব্বদেবময়; সুতরাং তাঁহাকে সর্ব্বদা দেবতার ন্যায় দেখিবে, কদাচ উহার বিপরীত করিবে না। রাজা সর্ব্বদেবময় হইলেও বিশেষত্ব এই যে, শুভ বা অশুভ ফল রাজার নিকট সদ্য সদ্য ঘটে আর দেবতার নিকট হইতে তাহা জন্মান্তরে লব্ধ হইয়া থাকে।" ২৮—৩২

পিঙ্গলক বলিল,—তাহা হইলে সত্য সত্যই তুমি দেখিয়া থাকিবে। দুর্ব্বলের উপর মহতেরা কখন কোপ প্রকাশ করেন না, তাই তুমি বাঁচিয়া আসিয়াছ। যেহেতু,—"প্রবল বায়ু কখন তৃণগুচ্ছ উন্মূলন করে না, সমস্ত মৃদু বস্তুই সর্ব্ব রকমে অতিশয় প্রণত হইয়া থাকে। এই জন্য উহাদিগের উৎপাটন বা উচ্ছেদ সাধন না করাই উন্নতচেতা মহৎ ব্যক্তিগণের স্বভাব। যাঁহারা মহৎ, তাঁহারা মহৎ ব্যক্তিদিগের উপরই বিক্রম প্রকাশ করিয়া থাকেন।

অপিচ,অনুরাগ বশত ভ্রমরেরা হস্তির মদজলস্রাবি গণ্ডস্থলে আসিয়া নিপতিত হয়, ঐ সকল ভ্রমরের পাদতলে আহত হইয়াও অতি-বলসম্পন্ন হস্তী তাহাদিগের প্রতি কোপ প্রকাশ করে না, কেন না, যাহারা বলবান্, তাহারা তুল্যবলসম্পন্ন ব্যক্তিতেই কোপ প্রকাশ করে।"

দমনক বলিল,—ঠিক বটে, সে মহাপ্রাণ, আমরা দুর্ব্বল। তথাপি আপনি যদি আদেশ করেন, তাহা হইলে তাহাকে ভৃত্যত্বেও নিযুক্ত করিতে পারি। পিঙ্গলক নিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর করিল,—কি, তুমি তাহাকে ঐরূপ করিতে পার? দমনক বলিল,—বুদ্ধির অসাধ্য কি আছে? পণ্ডিতেরা বলেন,—"বুদ্ধি দ্বারা কার্য্য যেরূপ সুসিদ্ধ হইয়া থাকে, শস্ত্র, গজ, অশ্ব, কিম্বা পদাতি দ্বারাও তাহা হয় না।"

পিঙ্গলক কহিল,—যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে তোমাকে আমি অমাত্যপদে বরণ করিলাম। অদ্য হইতে অনুজীবিগণের প্রতি অনুগ্রহ বা নিগ্রহাদি সমস্তই তোমার কার্য্য, ইহা নিশ্চয়।

অনন্তর দমনক দ্রুতপদে সেই বৃষের নিকট গিয়া কিঞ্চিৎ ভর্ৎসনার সহিত তাহাকে বলিল,—রে দুষ্ট বৃষভ! তুই নিঃশঙ্ক হইয়া কেন আর বৃথা বার বার গর্জ্জন করিতেছিস্! তুই আয়, আমাদিগের স্বামী পিঙ্গলক তোকে ডাকিতেছেন। তচ্ছ্রবণে সঞ্জীবক উত্তর করিল,—ভদ্র! পিঙ্গলক কে? দমনক বলিল,—কি, তুই এখন পর্য্যন্ত স্বামী পিঙ্গলক কে জানিস্ না? আচ্ছা, তুই ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, ফল দ্বারাই জানিতে পারিবি। এই আমাদিগের স্বামী সিংহ পিঙ্গলক সমস্ত মৃগে পরিবৃত হইয়া ঐ বটবৃক্ষতলে অবস্থান করিতেছেন! সঞ্জীবক তচ্ছ্রবণে আত্মাকে মৃতবৎ মনে করিয়া অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হইল এবং বলিল,—

মহাশয়, আপনাকে সদাচারসম্পন্ন এবং বিলক্ষণ বক্তা দেখা যাইতেছে। অতএব আপনি যদি আমাকে অবশ্যই তথায় লইয়া যান, তাহাহইলে আমাকে অভয়দান করুন এবং আমি যাহাতে স্বামীর নিকট প্রসন্নতা লাভ করিতে পারি, তাহাও আপনি করিয়া দিবেন। দমনক বলিল,—ওহে, তুমি সত্যই বলিয়াছ, নীতি এই-রূপই আছে। যেহেতু—"ভূমি, সমুদ্র বা পর্ব্বত ইহাদিগের বরং শেষ সীমা পাওয়া যায়; কিন্তু নৃপতিদিগের মনের অন্ত কেহই কখন কোনরূপে পাইতে পারে না।" অতএব তুমি এইখানেই থাক, যাবৎ আমি প্রভুকে দেখিয়া আসিয়া পশ্চাৎ তোমাকে লইয়া যাইতেছি। এইরূপ স্থির হইলে তখন দমনক পিঙ্গলকের নিকট গমন করিয়া বলিল,—স্বামিন্ সেই জন্তু সাধারণ জন্তু নহে। আমি জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল,—আমি ভগবান্ মহেশ্বরের বাহনভূত বৃষভ। মহেশ্বর পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে কালিন্দী-তীরে শষ্পাগ্র সকল ভক্ষণ করিতে আদেশ করিয়াছেন। অধিক কি, ভগবান আমাকে এই বন ক্রীড়া করিবার জন্য দিয়াছেন। তখন পিঙ্গলক সভয়ে উত্তর করিল,—সম্প্রতি আমি প্রকৃতই বুঝিতে পারিয়াছি যে, দেবতার প্রসন্নতা ব্যতীত ঈদৃশ হিংস্র জন্তুপূর্ণ বনে শষ্পভোজী পশুকুল নির্ভয়ে গর্জ্জনপূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে পারে না। যাহা হউক, তুমি পরে তাহাকে কি উত্তর করিলা? দমনক বলিল,—স্বামিন্! আমি তাহাকে এই কথা বলিলাম যে, এই বন চণ্ডিকার বাহনভূত, আমাদিগের প্রভু সিংহ পিঙ্গলকের অধিকারভুক্ত রহিয়াছে। অতএব তুমি আমাদিগের অভ্যাগত প্রিয় অতিথি। তাই বলি, তুমি তাঁহার নিকট যাইয়া ভ্রাতৃস্নেহে একত্র পান ভোজন ও বিহার ক্রিয়াদি দ্বারা এক স্থানে থাকিয়া

কালাতিপাত কর। অনন্তর সেই বৃষও মৎকথিত সকল বিষয়ই স্বীকার করিল এবং আমাকে সহর্ষে বলিল,—আপনি প্রভুর নিকট হইতে আমাকে অভয় দক্ষিণা দান করাইবেন। এই কথার পর আমি চলিয়া আসিয়াছি, এখন এবিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য হয়, আপনি করুন। তৎশ্রবণে পিঙ্গলক দমনককে বলিল,—"ওহে সুবোধ মন্ত্রণাকুশল সাধু সাধু! ! তুমি আমার হৃদয়ের সহিত মন্ত্রণা করিয়াই এ কথা বলিয়াছ। সুতরাং আমি তাহাকে অভয় দক্ষিণা দান করিলাম; পরন্তু তাহার নিকটে আমার জন্যও অভয়-দক্ষিণা চাহিয়া শীঘ্র শীঘ্র তাহাকে এই স্থানে লইয়া আইস। পক্ষান্তরে লোকে এ কথা ঠিকই বলিয়া থাকে যে,— "সুদৃঢ় স্তম্ভ যেমন গৃহ রক্ষা করে, সেইরূপ সারবান্ অকুটিল নির্দ্দোষ মন্ত্রিগণই রাজ্য রক্ষা করিয়া থাকেন। অযুক্ত-যোজন কর্ম্মে মন্ত্রিদিগের এবং সান্নিপাতিক চিকিৎসাব্যাপারে চিকিৎসকদিগের প্রজ্ঞা প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু সুস্থ অবস্থায় কে না প্রাজ্ঞ হইতে পারে?"

দমনক পিঙ্গলককে প্রণাম করিয়া সঞ্জীবকের নিকট গমন করিল এবং হৃষ্টান্তঃকরণে নিজে নিজে চিন্তা করিতে লাগিল,— অহো! প্রভু আমার প্রতি প্রসন্ন ও আমার কথার বশ হইয়াছেন; সুতরাং আমার ন্যায় ভাগ্যবান্ কে আছে? শিশিরে বহ্নি অমৃত, প্রিয়দর্শন অমৃত, রাজসম্মান অমৃত এবং ক্ষীরভোজন অমৃত হইয়া থাকে। দমনক মনে মনে এইরূপ বলিয়া অবশেষে সঞ্জীবক-সমীপে আগমনপূর্ব্বক অবিলম্বে সবিনয়ে বলিল,—ওহে মিত্র! আমি তোমার জন্য প্রভুর নিকট অভয়দান প্রার্থনা করিয়াছিলাম। তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে গমন কর। পরন্তু তুমি রাজপ্রসাদ পাইয়া

আমার সহিত নিয়মক্রমে বাস করিবে। দেখিও, যেন গর্ব্বিত হইয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করিও না। আমিও মন্ত্রিপদ পাইয়া তোমার সঙ্কেত মত যাবতীয় রাজ্যভার বহন করিব। এইরূপ করিলে আমাদিগের উভয়েরই রাজ্যলক্ষ্মী ভোগ্যা হইয়া থাকিবেন। "সম্পদ সকল মৃগয়া-ধর্ম্মানুসারে মানুষের বশীভূত হইয়া থাকে। একজন নররূপে প্রজা সকল প্রেরণ করিতেছে, অন্য ব্যক্তি এ সংসারে মৃগের ন্যায় তাহাদিগকে বিনাশ করিতেছে। অপিচ যে ব্যক্তি গর্ব্ববশত উত্তম মধ্যম ও অধমদিগকে যথাযোগ্য সৎকার করে না, সে রাজসম্মানে সম্মানিত হইলেও দন্তিলের ন্যায় নিজ অধিকার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে।" সঞ্জীবক কহিল, ইহা কি প্রকার ? তখন দমনক উত্তর করিল,—

(কথা। ৩)

এই ভূমণ্ডলে বর্দ্ধমান নামে একটী নগর আছে। তথায় দন্তিল নামক এক ব্যক্তি বাস করিত। দন্তিল বহুবিধ ধনের অধিপতি এবং সকল পুরের নায়ক ছিল। দন্তিল পুরকার্য্য ও রাজকার্য্য উভয়ই সম্পাদন করিত, তাহার কার্য্যে পৌরবর্গ এবং রাজা উভয়েই পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। অধিক কি, তাহার ন্যায় চতুর লোক কেহই কখন দেখে নাই বা শুনেও নাই। অথবা এ কথা সঙ্গতই বলা হইয়াছে যে,—"যে ব্যক্তি রাজার হিতসাধনে রত, সাধারণ লোক তাহাকে দ্বেষ করে আর যে ব্যক্তি সাধারণের হিতসাধনে তৎপর, রাজার নিকট তাহার আদর নাই। সুতরাং এই প্রবল বিরোধক্ষেত্রে রাজা এবং জনসাধারণ উভয়েরই কার্য্য করে, এরূপ লোক দুর্লভ।" অনন্তর কিয়ৎকাল পরে দন্তিলের বিবাহ হইল। বিবাহোপলক্ষে দন্তিল যাবতীয় পুরবাসী

এবং সমগ্র রাজপুরুষদিগকে পরিতোষরূপে আহার ও বস্ত্রাদি দ্বারা সৎকার করাইল। বিবাহের পর রাজাকে ও তাঁহার পরিবারবর্গকে নিজ গৃহে আনিয়া যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিল। রাজার সঙ্গে গোরম্ভ নামক একজন ভৃত্য আসিয়াছিল, সে রাজার গৃহ পরিষ্কার করিয়া দিত। গোরম্ভ গৃহাগত হইলেও সে অনুচিত স্থানে বসিয়াছিল বলিয়া দন্তিল তাহাকে অবজ্ঞার সহিত গলাধাক্কা দিয়া তাড়াইয়া দিল। এই ব্যাপারে অপমানিত হইয়া সেই ভৃত্য ও তদবধি নিঃশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক রাত্রিতেও নিদ্রা যাইতে লাগিল না। গোরম্ভ চিন্তা করিল,—রাজার নিকট দন্তিলের যে প্রতিপত্তি আছে, আমি তাহার সে প্রতিপত্তি কেমন করিয়া নষ্ট করিব, অথবা এই বৃথা চিন্তায় শরীর শোষণ করিয়া কি হইবে? আমি তাহার কিছুই করিতে পারিব না। অথবা পণ্ডিতেরা এই একটী উত্তম কথাই বলিয়াছেন যে,—“যে মানব অপকার করিতে অক্ষম হইয়াও কুপিত হয়, সে কি নির্লজ্জ! ভাজিবার সময় ছোলা ঊর্দ্ধে উঠে, কিন্তু সে কি ভর্জ্জনপাত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে?” গোরম্ভ এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল, অনন্তর রাজা এক দিন প্রত্যূষে কপটনিদ্রায় আছেন, এই সময় গোরম্ভ তাঁহার শয্যার নিকটে থাকিয়া গৃহ পরিষ্কার করিতেছে অথচ মুখে বলিতেছে—অহো! দন্তিলের বড়ই দর্প হইয়াছে! সে কি না রাজ-মহিষীকে আলিঙ্গন করে! রাজা তৎশ্রবণে সসম্ভ্রমে উঠিয়া বলি-লেন,—ওরে গোরম্ভ! তুই যে বলিলি—দন্তিল আমার মহিষীকে আলিঙ্গন করিয়াছে, এ কথা সত্য কি? গোরম্ভ বলিল,—দেব! আমি রাত্রি জাগিয়া দ্যূতক্রীড়া করিয়াছি, হঠাৎ আমার নিদ্রা

আসিয়াছিল; তাই জানি না, আমি কি বলিয়া ফেলিয়াছি। তখন রাজা ঈর্ষার সহিত মনে মনে ভাবিলেন,—আমার গৃহে এই ব্যক্তির গতিবিধি আছে এবং দন্তিলও এখানে অবাধে গমনাগমন করে। তবে কি গোরম্ভ কখন দেখিয়া থাকিবে যে, দন্তিল আমার মহিষীকে আলিঙ্গন করিতেছে! সেই জন্যই কি এব্যক্তি এই কথা বলিয়া ফেলিল? কথিত আছে,—"মর্ত্য-বাসীরা দিবসে যাহা অভিলাষ করে, দর্শন করে বা অনুষ্ঠান করে, অভ্যাসবশে স্বপ্নযোগেও তাহাই বলে এবং করিয়া থাকে। অপিচ মানুষের হৃদয়ে শুভ বা অশুভ যাহা থাকে, তাহা সাতিশয় গোপনীয় হইলেও স্বপ্নবাক্যে এবং মদমত্ততায় প্রকাশ হইয়া পড়ে।" অথবা স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আর সন্দেহের বিষয় কি? "তাহারা এক জনের সহিত কথা কয়, সবিলাসে আর এক জনের দিকে দৃষ্টি দেয়, এবং অপর কাহাকেও হৃদয়ে রাখিয়া চিন্তা করে; সুতরাং কেই বা স্ত্রীজাতির প্রিয় হয়?" অপিচ "বিম্বাধরশোভিনী স্মেরাননা কামিনীকুল এক পুরুষের সহিত নানা কথায় ব্যাপৃত থাকে, আবার প্রফুল্ল কুমুদিনীর ন্যায় বিকশিত নয়নে অন্যের দিকে দৃষ্টিপাত করে। এইরূপে আবার অন্য কোন উদারচরিত্র ব্যক্তিকে মনে মনে ধ্যান করিতে থাকে। অতএব কি করিয়া বলিব, কোন্ পুরুষের সহিত বাম-নয়নাদিগের প্রকৃত প্রণয় আছে?" অপিচ "যত কাষ্ঠ হউক, অগ্নির কিছুতেই তৃপ্তি হয় না; জল যতই হউক, জলধির তাহাতে তৃপ্তি নাই, জীব যতই হউক, তাহার সংহারে যমের তৃপ্তি হয় না; এইরূপে পুরুষ যতই হউক, বামনয়নাদিগের তাহাতে তৃপ্তি নাই।" শ্রীকৃষ্ণ নারদের প্রতি বলিয়াছিলেন,—"নারদ! নির্জ্জন

স্থান, সময় এবং প্রার্থয়িতা নর, এই তিনের একত্র সমাবেশ হয় না, তাই নারীগণের সতীত্ব রক্ষা হইয়া থাকে। যে মূঢ় মানব মোহবশে মনে করে যে, এই কামিনী আমার প্রতিই অনুরক্ত রহিয়াছে, হায়! ক্রীড়াপক্ষীর ন্যায় নিয়ত সে তাহার বশীভূত হইয়া থাকে। যে কৃতী পুরুষ স্বল্পই হউক, গুরুতরই হউক, নারীর বাক্য বা কার্য্য সম্পাদন করে, সে সংসারে সর্ব্বত্রই লঘু হইয়া থাকে। যে নর স্ত্রী কামনা করে, তাহার নিকটে যায় এবং তাহাকে অল্প স্বল্প সেবা করে, স্ত্রীলোকেরা তাহাকেই কামনা করিয়া থাকে। প্রার্থিত জনের অভাব, পরিজনের ভয় এই সকল কারণেই মর্য্যাদা অতিক্রমকারিণী রমণীরাও সর্ব্বদা নিজ পাতিব্রত্যেই অবস্থান করিতে থাকে। স্ত্রীজাতির অগম্য কেহই নাই। বয়সের প্রতি তাহারা লক্ষ্য রাখে না। পুরুষ সুরূপই হউক, আর কুরূপই হউক, তাহার দিকেও বড় একটা দৃষ্টি দেয় না, মাত্র পুরুষ হইলেই তাহাদিগের ভোগসাধন হইয়া থাকে। অনুরক্ত পুরুষ বর্ণরঞ্জিত বস্ত্রের ন্যায় রমণীদিগের ভোগ্য হয়। ঐ ব্যক্তি উৎকৃষ্ট অবস্থায় প্রান্তবিলম্বী দশার ন্যায় নারীর নিতম্বাবলম্বী হইয়া ঘর্ষিত হইয়া থাকে। অবলাগণ অলক্তকের ন্যায় অনুরক্ত পুরুষকে নিষ্পীড়িত করিয়া পাদমূলে নিপাতিত করিয়া থাকে।” ১৩৩—১৫৬

রাজা এইরূপে বহুবিধ বিলাপ করিয়া তদবধি দন্তিলের প্রতি পূর্ব্ববৎ প্রসন্নতা প্রকাশে পরাঙ্মুখ হইলেন। অধিক কি, তাহার রাজদ্বারে প্রবেশও নিষিদ্ধ হইল। দন্তিল সহসা রাজাকে প্রসাদ-পরাঙ্মুখ দেখিয়া চিন্তা করিল,— অহো, পণ্ডিতেরা এ কথা ঠিকই বলিয়াছেন যে,—“অর্থ পাইয়া কে না গর্ব্বিত হয়? কোন্ বিষয়ী

ব্যক্তিরই বা আপদ দূরীভূত হইয়াছে? সংসারে স্ত্রীলোকেরা কাহার মন না খণ্ডন করিয়াছে? কেই বা রাজাদিগের প্রিয় হইয়াছে? আর কোন্ ব্যক্তিই বা কালগ্রাসে পতিত না হয়? যাচ্ঞা করিয়া কোন্ পুরুষই বা গৌরব লাভের অধিকারী হইতে পারে? দুর্জ্জনের কৌটিল্যে কাহাকে না পতিত হইতে হয়? আর কোন্ পুরুষই বা চিরদিন কুশলে কাটাইতে পারে? অপিচ, কাকে শৌচ, দ্যূতকারে সত্য, সর্পে ক্ষমা, রমণীগণের কামপ্রবৃত্তির উপশম, ক্লীবে ধৈর্য্য, মদ্যপায়ী পুরুষের তত্ত্বচিন্তা এবং রাজার সহিত মিত্রতা, এ সংসারে এ সকল কে দেখিয়াছে এবং কেই বা শুনিয়াছে?" আর এক কথা, আমি এই রাজার অথবা অন্য কোন রাজপুরুষের স্বপ্নে কখনও কোন অনিষ্ট করি নাই, তবে রাজা কিজন্য আমার প্রতি বিমুখ হইলেন? দন্তিলকে রাজদ্বারে এক সময়ে এইরূপ আলোচনা করিতে দেখিয়া গৃহমার্জ্জক ভৃত্য গোরম্ভ হাসিয়া অন্যান্য দ্বারপালদিগকে বলিল,—ওহে দ্বারপালগণ! এই দন্তিল রাজার অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিল এবং এ ব্যক্তি সকলের নিগ্রহ এবং অনুগ্রহের কর্ত্তা ছিল। তা আমি ইহার নিকট যেরূপে নিরাকৃত হইয়াছিলাম, তোমরাও অতঃপর উহার নিকট সেইরূপ গলাধাক্কা লাভ করিবে। দন্তিল এই কথা শুনিয়া চিন্তা করিল,—নিশ্চয়ই ইহা গোরম্ভের কার্য্য। অথবা পণ্ডিতেরা এ কথা ঠিকই বলিয়াছিলেন,"যে মানুষ রাজসেবা করে, সে অকুলীনই হোক, মূর্খ ই হোক কিংবা অসজ্জনই হউক, তাহার আদর সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে। রাজসেবী মানুষ কাপুরুষই হউক, বা ভীরুই হউক, তথাপি সে কাহারও নিকট পরাভূত হয় না।" দন্তিল এইরূপ বহুবিধ বিলাপ করিয়া বড়ই লজ্জিত হইল। রাজদ্বারে

তাহার যে কিছু প্রতিপত্তি ছিল, তাহা নষ্ট হইয়া গেল। তখন দন্তিল উদ্বিগ্নমনে স্বগৃহে গমনপূর্ব্বক রাত্রিকালে গোরম্ভকে ডাকিয়া আনিয়া দুইখানি বস্ত্রদানে তাহাকে সম্মানিত করিয়া বলিল,—ওহে, আমি তোমাকে সেদিন ক্রুদ্ধ হইয়া তাড়াইয়া দিই নাই। আমি দেখিলাম, তুমি ব্রাহ্মণদিগের সম্মুখে অনুচিত স্থানে বসিয়া আছ, সেই জন্যই তোমাকে কিঞ্চিৎ অপমান করিয়াছিলাম। যাহা হউক, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। ভৃত্য গোরম্ভ তৎকালে স্বর্গ-রাজ্যের ন্যায় সেই বস্ত্রযুগল পাইয়া অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইল এবং বলিল,—ওহে শ্রেষ্ঠিন! আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। তুমি যে আমার সম্মান করিলে, এই সম্মানের ফলে তুমি দেখ,—আমার বুদ্ধিপ্রভাব এবং রাজপ্রাসাদ কিরূপ আছে। ভৃত্য এই কথা বলিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বস্তুত পণ্ডিতগণ এই কথাটিঠিকই বলিয়াছেন যে,—"অহো! তুলাদণ্ড এবং খল ব্যক্তি ইহাদিগের উভয়ের চেষ্টা তুল্য। কারণ উহারা উভয়েই অল্পতেই উন্নত হয় আবার অল্পতেই অধোগামী হইয়া থাকে।"

অনন্তর গোরম্ভ অন্য একদিন রাজভবনে গমন করিয়া কপট-নিদ্রিত রাজার সম্মুখে গৃহ-মার্জ্জন করিতে করিতে বলিল;—অহো আমাদিগের রাজার কি অবিবেচনা? ইনি মলত্যাগ করিতে করিতে কাঁকুড় ফল খাইতে থাকেন। রাজা তচ্ছ্রবণে সবিস্ময়ে বলিলেন—ওরে গোরম্ভ! তুই কি অসঙ্গত কথা বলিতেছিস্? আমার গৃহকর্ম্মে লিপ্ত আছিস্ বলিয়া তোকে আমি নিহত করিলাম না। তুই কি কখনও আমাকে এরূপ কার্য্য করিতে দেখিয়াছিস? গোরম্ভ বলিল,—মহারাজ! আমি রাত্রি জাগিয়া দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত ছিলাম তাই গৃহমার্জ্জন করিতে করিতে হঠাৎ

আমার নিদ্রা আসিয়াছিল, সে অবস্থায় আমি কি যে বলিয়াছি, তাহা আমার স্মরণ নাই; অতএব মহারাজ! আমাকে নিদ্রাতুর জানিয়া ক্ষমা করুন। রাজা তচ্ছ্রবণে চিন্তা করিলেন,—আমি জন্মান্তরেও মলত্যাগ করিবার সময় কখনও ফল ভক্ষণ করি নাই। তথাপি এই মূর্খ ভৃত্য আমার সম্বন্ধে এই যে অসম্ভব কথা কহিল,—ইহাতে বোধ হয়, ঐ মূর্খ দন্তিলসম্বন্ধেও এইরূপ কথাই কহিয়াছে। ইহা নিশ্চয়। অতএব আমি যে সেই সাধু ব্যক্তিকে অসম্মানিত করিয়াছি, তাহা আমার সঙ্গত হয় নাই। তাদৃশ পুরুষের পক্ষে এরূপ কাজ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাহার অভাবে আমার রাজকার্য্য এবং পৌরকার্য্য সকলই শিথিল হইয়া যাই-তেছে। রাজা এইরূপ চিন্তা করিয়া পরে দন্তিলকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং তাহাকে নিজ অঙ্গের বস্ত্রাভরণ দ্বারা সম্মানিত করিয়া পুনরায় স্বাধিকারে নিযুক্ত করিলেন। এই জন্যই আমি বলিয়াছি যে,—"যে ব্যক্তি গর্ব্ব বশত রাজপূজা করে না," ইত্যাদি।

সঞ্জীবক কহিল,—মহাশয়! আপনার কথা সত্য; অতএব আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহা করিব। সঞ্জীবক এই কথা কহিলে দমনক তাহাকে লইয়া সিংহ পিঙ্গলকের নিকট আগমন করিল এবং বলিল,—দেব! এই আমি সঞ্জীবককে লইয়া আসিয়াছি, সম্প্রতি যাহা কর্ত্তব্য হয়, আপনি করুন। তখন সঞ্জীবকও সিংহকে প্রণাম করিয়া সবিনয়ে তাহার নিকট দাঁড়াইল। পিঙ্গলক সঞ্জীবকের পীনায়ত ককুদোপরি নিজ নখরকুলিশ-মণ্ডিত দক্ষিণ পাণি স্থাপন করিয়া সসম্মানে বলিল,—ওহে! তোমার মঙ্গল ত? তুমি কোথা হইতে এই বিজন বনে আগমন করিয়াছ?

তখন সঞ্জীবকও আত্মবৃত্তান্ত বিবৃত করিল এবং বণিক্‌তনয় বর্দ্ধমানের সহিত তাহার যে প্রকারে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, তাহাও কহিল। পিঙ্গলক তচ্ছ্রবণে তাহাকে সাদরে বলিল,—বয়স্য! তোমার ভয় নাই। আমার ভুজপঞ্জরে পরিরক্ষিত হইয়া তুমি এক্ষণে যথেচ্ছ বিচরণ কর। আর এক কথা, তুমি নিয়ত আমার নিকটেই থাকিও, কারণ এই বন ভয়ঙ্কর হিংস্রজন্তু-সঙ্কুল, এইস্থান প্রবল প্রাণীদিগেরও দুর্গম। এ অবস্থায় যাহারা তৃণাদি খাইয়া জীবন ধারণ করে, তাহাদের কথা আর কি বলিব? পিঙ্গলক এই কথা কহিয়া মৃগগণসহ যমুনাকচ্ছে অবতরণ করিল এবং তথা হইতে জল পান করিয়া পুনরায় সেই বনে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর সিংহ, করটক ও দমনক এই দুই শৃগালের উপর, রাজ্য ভার ন্যস্ত করিয়া স্বয়ং সঞ্জীবকের সহিত সভা সমিতিতে যোগদানপূর্ব্বক সুখে অবস্থান করিতে লাগিল। অথবা একথা ঠিকই উক্ত হইয়াছে যে—"হঠাৎ সাধুজনের সহিত একবারও যদি মিলন হয়, তবে তাহা অক্ষয় ফলপ্রদ হইয়া থাকে। সে মিলন পুনঃপুনঃ অভ্যাসক্রম অপেক্ষা করে না।" বহু শাস্ত্র আলোচনার ফলে উৎপন্নবুদ্ধি সঞ্জীবকও কয়েক দিনের মধ্যেই মূঢ়মতি পিঙ্গলককে এরূপ পণ্ডিত করিয়া তুলিল যে, সে তখন আরণ্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গ্রাম্যধর্ম্মে নিযুক্ত হইল। অধিক কি, প্রত্যহ পিঙ্গলক এবং সঞ্জীবকই কেবল নির্জ্জনে থাকিয়া পরামর্শ করিত। অবশিষ্ট সমস্ত পশুপালকেই দূরে অবস্থান করিতে হইত। করটক এবং দমনক ইহারাও তথায় প্রবেশ লাভ করিতে পারিত না। এদিকে সিংহের পরাক্রমপ্রকাশে শৈথিল্য ঘটায় সমুদায় পশুপাল এবং সেই শৃগালদ্বয়, ইহারা সকলেই

ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িল এবং বনভূমির এক প্রান্ত আশ্রয় করিয়া রহিল। কথিত হইয়াছে,—"পক্ষিগণ যেমন ফলহীন শুষ্ক বৃক্ষ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, সেইরূপ প্রভু কুলীনই হউন, আর উন্নতই হউন, তিনি ফলহীন হইলে ভৃত্যেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিয়া থাকে।" আর এক কথা,—"সেবকেরা সম্মানযুক্ত, কুলীন ও ভক্তিতৎপর হইলেও যদি বৃত্তি উচ্ছেদ হয়, তাহা হইলে তাহারা প্রভুকে পরিত্যাগ করে। যে প্রভু বৃত্তি প্রদানে কালবিলম্ব না করেন, সেবকেরা তিরস্কৃত হইলেও সে প্রভুকে কখন ত্যাগ করে না।" কেবল যে সেবকেরাই এইরূপ, তাহা নহে। দেখিতে গেলে এই সমস্ত জগৎই পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করিবার জন্য সামদানাদি উপায় অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। দেখ,—"সাম, দান, ভেদ, ও দণ্ড এই চতুর্ব্বিধ সুসজ্জিত পাশ লইয়া নৃপতিরা দেশসমূহের, চিকিৎসকেরা রোগীদিগের, ব্যবসায়ীরা গ্রাহকদিগের, পণ্ডিতেরা মূর্খদিগের, চোরগণ অসতর্ক ব্যক্তিগণের, ভিক্ষুকেরা গৃহস্থদিগের, বেশ্যারা কামিগণের এবং শিল্পিগণ সমস্ত লোকের প্রতীক্ষা করিতেছে। বস্তুতঃ ধান্যাদি যেমন মেঘের আশ্রয়ে বাঁচে, সেইরূপ সকলেই সমর্থ ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব জীবন রক্ষা করে।" অথবা এ অতি উত্তম কথাই অভিহিত হইয়াছে যে,—"সর্প, খল এবং চোর ইহাদিগের অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় না, তাই এই জগৎ রহিয়াছে। শিবের সর্প ক্ষুধার্ত্ত হইয়া গণেশের মূষিকটী খাইতে চায়, কার্ত্তিকেয়ের ময়ূর ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সেই সর্পকে গিলিতে চায়, আবার পার্ব্বতীর সিংহও সেই নাগভোজী ময়ূরকে ভক্ষণ করিতে চায়; সুতরাং শম্ভুর গৃহেও যখন এইরূপ পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণের সম্ভাবনা,

তখন অন্যের তাহা কেননা হইবে? অর্থাৎ সকলেরই গৃহে ঐরূপ ঘটনা সম্ভব হইতে পারে। কারণ জগতের ভাবই এই প্রকার।”

এদিকে করটক এবং দমনক প্রভুর প্রসাদে বঞ্চিত হইয়া ক্ষুধাতুরকণ্ঠে পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিল। তখন দমনক বলিল,—করটক! আমাদিগের প্রাধান্য গিয়াছে। এই পিঙ্গলক সঞ্জীবকের অনুরক্ত হইয়া নিজ কার্য্যে উদাসীন হইয়াছেন। সমস্ত পরিজনই চলিয়া গিয়াছে। অতএব এখন কি করা যায়! করটক কহিল,—প্রভু যদিও তোমার কথা গ্রাহ্য না করেন, তথাপি নিজ দোষ ক্ষালনের জন্য প্রভুকে একবার বলা উচিত। কেননা কথিত আছে,—“রাজা না শুনিলেও নিজে দোষ হইতে মুক্ত থাকিবার জন্য মন্ত্রীদিগের রাজাকে বুঝান উচিত। দৃষ্টান্ত,—যেমন বিদুর স্বদোষক্ষালনের জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে হিতকথা শুনাইয়া ছিলেন। আর এক কথা, রাজা মদনোন্মত্ত হইলে, এবং হস্তী উন্মার্গগামী হইলে, সমীপস্থ মহাপাত্রেরাই দোষের ভাগী হইয়া থাকে। অর্থাৎ ঐ দুই ব্যাপারে মন্ত্রী এবং হস্তিচালককেই নিন্দার ভাজন হইতে হয়।” যাহা হউক, তুমি এই শষ্পভোজীটাকে প্রভুর কাছে লইয়া আসিয়াছ, ইহাতে একরূপ নিজ হস্তেই জ্বলন্ত অঙ্গার গ্রহণ করা হইয়াছে। দমনক বলিল,—ইহা সত্য; এ দোষ প্রভুর নহে। এ দোষ আমারই। কথিত আছে—“হুড়ু-যুদ্ধে শৃগাল নষ্ট, আষাঢ়ভূতি দ্বারা আমরা নষ্ট এবং পরকার্য্যে দূতিকা নষ্ট। হায়! উক্ত ত্রিবিধ দোষই আমি স্বয়ং করিয়াছি।” ১৫৭—১৫৩। করটক কহিল,—ইহা কি প্রকার? দমনক বলিল,—

(কথা। ৪)

কোন এক বিজন প্রদেশে একটী মন্দির আছে। তথায় দেবশর্ম্মা নামক একজন পরিব্রাজক বাস করিতেন। সাধু পুরুষগণ তাঁহাকে যে সকল সূক্ষ্ম বস্ত্র দান করিতেন, তিনি সেই সকল বস্ত্র বিক্রয় করিয়া এককালে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না। দিবারাত্র তাঁহার অর্থ-পূর্ণ স্থলীটী নিজ কক্ষেই রাখিতেন। অথবা এ অতি উত্তম কথা যে, "অর্থের অর্জ্জনে দুঃখ, অর্জ্জিত অর্থের রক্ষণে দুঃখ, অর্থ আয় করিতে দুঃখ এবং অর্থ ব্যয় করিতেও দুঃখ; সুতরাং সেই সদা ক্লেশকর অর্থে ধিক্!" অনন্তর আষাঢ়ভূতি নামে একজন ধূর্ত্ত চোর সেই অর্থপূর্ণ স্থলী পরিব্রাজকের কক্ষে দেখিয়া ভাবিল,—আমি কেমন করিয়া ইহার এই অর্থস্থলী হরণ করিব! এই মন্দির যেরূপ দৃঢ় শিলাখণ্ডে গ্রথিত, তাহাতে ইহার ভিত্তি খনন করা অসম্ভব এদিকে মন্দিরটী এত উচ্চ যে,উহার দ্বার দিয়া প্রবেশ করাও কঠিন; সুতরাং আমি কপটবাক্যে বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া ইহার ছাত্রত্ব স্বীকার করি; তাহা হইলে এ এক সময় না এক সময় আমাকে বিশ্বাস করিবে। কথিত আছে—"যাহার আশা নাই, সে কোন অধিকারে নিযুক্ত হয় না। যে কামী নয়, সে ভূষণপ্রিয় হয় না, অচতুর ব্যক্তি প্রিয় বাক্য বলিতে পারে না, এইরূপ স্পষ্টবাদী ব্যক্তিও বঞ্চক হয় না।" এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সেই ধূর্ত্ত, পরিব্রাজকের নিকট উপস্থিত হইল এবং "ওঁ নমঃ শিবায়" এইশব্দ উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক সবিনয়ে বলিল,—ভগবন! এই সংসার অসার। যৌবন গিরিনদীবেগের ন্যায়

অস্থির। জীবন তৃণাগ্নির ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। ভোগ সকল শারদীয় ঘনচ্ছায়ার ন্যায়। মিত্র পুত্র কলত্র ও ভৃত্যবর্গের সম্বন্ধ স্বপ্ন-সদৃশ। সে সকল আমি বিশেষরূপে বুঝিয়াছি। অতএব, কি করিলে আমার উদ্ধার হইতে পারে? এই কথা শুনিয়া দেবশর্ম্মা সাদরে বলিল,—বৎস! নবীন বয়সে তোমার এইরূপ বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে। তুমি ধন্য! উক্ত আছে,—"নবীন বয়সে যিনি শমপর হন, তিনিই শান্ত, ইহাই আমার মত। পরন্তু রস রক্ত প্রভৃতি যখন ক্ষয় পাইয়া আইসে, তখন সংসার বৈরাগ্য কাহার না হয়? জরা অগ্রে সাধুদিগের চিত্তে উৎপন্ন হয়, পরে শরীরে উপস্থিত হয়। যাহারা অসৎ, তাহাদিগের কেবল শরীরেই জরা হয়; চিত্তে কখন হয় না।" যাহাহউক, তুমি যে আমার নিকট সংসার-তরণের উপায় জিজ্ঞাসা করিয়াছ, আমি তাহা বলিতেছি, শুন,—"শূদ্র হউক, অন্যকোন ব্যক্তি হউক, অথবা কোন চণ্ডালই হউক, যদি জটাধারণপূর্ব্বক শিবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভস্ম মাখিয়া থাকে, তবে সেও শিব ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে ব্যক্তি, শিবের ষড়ক্ষর মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক স্বয়ং শিবলিঙ্গোপরি একটী মাত্র পুষ্পও অর্পণ করে, তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।"

আষাঢ়ভূতি এই কথা শুনিয়া পরিব্রাজকের পাদদ্বয় গ্রহণ-পূর্ব্বক সবিনয়ে বলিল,—ভগবন্! তাহা হইলে দীক্ষা দানে আমাকে অনুগৃহীত করুন। দেবশর্ম্মা বলিল,—বৎস! আমি তোমাকে অনুগ্রহ করিব বটে, কিন্তু তুমি রাত্রিকালে এ মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। কারণ, নিঃসঙ্গভাবে থাকাই যতিগণের পক্ষে প্রশস্ত, সুতরাং তোমার এবং আমার উভয়েরই এই ভাবে থাকা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রকারেরা বলেন,—"রাজা

দুর্ম্মন্ত্রণায় নষ্ট হন, যতিগণ সঙ্গবশত, পুত্র অত্যধিক আদরে, ব্রাহ্মণ অনধ্যায়ে, কুল কুপুত্রে এবং চরিত্র খলের সংসর্গে নষ্ট হইয়া থাকে। মৈত্রী অপ্রণয়ে, সমৃদ্ধি দুর্নয়ে, স্নেহ প্রবাসবাসে, শ্রী গর্ব্ববশে, কৃষি পর্য্যবেক্ষণ অভাবে এবং ধন ত্যাগে ও অনবধানতায় নষ্ট হইয়া যায়।" অতএব তুমি ব্রতগ্রহণপূর্ব্বক এই মন্দিরদ্বারস্থ তৃণময় কুটীরে শয়ন করিবে। আষাঢ়ভূতি কহিল,—ভগবন্! আপনার আদেশেই শিরোধার্য্য। পরলোকে মঙ্গল হয়, ইহাই আমার প্রয়োজন। অনন্তর শয়ন স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। দেবশর্ম্মা অনুগ্রহ প্রকাশে শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে তাহাকে শিষ্য করিয়া লইলেন। শিষ্য প্রত্যহ হস্ত পদ মর্দ্দনাদি পরিচর্য্যা দ্বারা গুরুকে পরিতুষ্ট করিতে লাগিল। কিন্তু পরিব্রাজক দেবশর্ম্মা তাহাতেও নিজ হস্ত হইতে সেই অর্থস্থলী পরিত্যাগ করিল না। অনন্তর এই ভাবে কিয়দ্দিন অতীত হইলে আষাঢ়ভূতি ভাবিল,—অহো, এ ব্যক্তি কিছুতেই আমাকে বিশ্বাস করিতেছে না। তবে কি দিবাভাগেই ইহাকে শস্ত্রপ্রহারে মারিয়া ফেলিব। কিম্বা বিষ প্রয়োগ করিব, অথবা হস্ত পদাদি বান্ধিয়া ইহাকে পশুবৎ বিনষ্ট করিব? আষাঢ়ভূতি এইরূপ চিন্তা করিতেছে। ইত্যবসরে পরিব্রাজক দেবশর্ম্মার জনৈক শিষ্যপুত্র তাহাকে আমন্ত্রণ করিবার জন্য গ্রামান্তর হইতে তথায় আসিয়া বলিল,—ভগবন্! যজ্ঞোপবীত দিবার জন্য আপনি আমাদের গৃহে আগমন করুন। দেবশর্ম্মা তৎশ্রবণে আষাঢ়ভূতিকে লইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তথায় প্রস্থান করিল। অনন্তর কিয়দ্দূর যাইতে যাইতে তাহার সম্মুখে একটী নদী পড়িল। নদী দেখিয়া দেবশর্ম্মা নিজ অর্থস্থলীটী কক্ষান্তর হইতে নামাইয়া একখানি কাঁথার ভিতর লুকাইয়া রাখিল এবং নদী জলে স্নান ও

দেবার্চ্চন করিয়া পরে আষাঢ়ভূতিকে কহিল,—ওহে আষাঢ়ভূতি! যাবৎ আমি মলত্যাগ করিয়া ফিরিয়া আইসি, ততকাল তুমি এই যোগিজন-সম্বল কন্থা সাবধানে রক্ষা কর। দেবশর্ম্মা এই কথা কহিয়া প্রস্থান করিল। দেবশর্ম্মা চক্ষুর অগোচর হইবা মাত্র আষাঢ়ভূতিও তৎক্ষণাৎ সেই অর্থ লইয়া চম্পট দিল। এদিকে শিষ্য অষাঢ়ভূতির গুণে দেবশর্ম্মার মন অনুরঞ্জিত হইয়াছিল; তাই সুবিশ্বস্তভাবে যেমন সে তথায় কিছুকাল উপবেশন করিল, অমনি সেখানে স্বর্ণবর্ণরোমধারী একদল জন্তুর মধ্যে হুড় নামক তুইটা জীবের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাহারা রোষ বশে পশ্চাৎ হটিয়া গিয়া গিয়া পুনরায় আসিয়া উভয়ে উভয়ের ললাটপটে প্রহার করিল। এইরূপ প্রহার করিতে করিতে তাহাদিগের কপাল ফাটিয়া অনেক রক্ত পড়িতে লাগিল। এই সময় এক শৃগাল নিজ রসনার চাপল্য বশতঃ সেই যুদ্ধ স্থলে প্রবেশ করিয়া রুধির পানে প্রবৃত্ত হইল। তখন দেবশর্ম্মা ভাবিল,—হায়, এই মন্দমতি শৃগাল যদি কোনরূপে এই যুধ্যমান জন্তুদ্বয়ের সংঘর্ষে পড়ে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইহাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে, ইহাই আমি ভাবিতেছি। এদিকে কিঞ্চিৎ পরে তাহাই ঘটিল। শৃগাল রক্ত-পানার্থ চঞ্চল হইয়া তাহাদিগের মধ্যে প্রবেশ কারল এবং সেই জন্তুদ্বয়ের মস্তক সঙ্ঘট্টে পড়িল ও তদ্দণ্ডেই মরিয়া গেল। দেব-শর্ম্মা তদ্দর্শনে শোক প্রকাশ করিতে করিতে তাহার অর্থস্থলীর উদ্দেশে ধীরে ধীরে যাইয়া দেখিল তথায় আষাঢ়ভূতি নাই, তখন সে উৎকণ্ঠা বশতঃ শীঘ্র শীঘ্র শৌচ ক্রিয়া করিয়া যেমন তাহার কন্থা অবলোকন করিল, অমনি দেখিতে পাইল যে, তন্মধ্যে তাহার সেই অর্থস্থলীও নাই। তখন হায় হায়! আমার সর্ব্বস্ব চোরে

লইয়া গিয়াছে, এইরূপ বলিতে বলিতে সে ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইল। অনন্তর ক্ষণকাল মধ্যে চৈতন্ত পাইয়া পুনরায় ডাকিতে লাগিল,—ওহে আষাঢ়ভূতে! তুমি আমাকে বঞ্চনা করিয়া কোথায় গিয়াছ! প্রত্যুত্তর দাও। এইরূপে বহু বিলাপ করিয়া আষাঢ়ভূতির পদচিহ্ন অনুসরণ করিতে করিতে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। এই অবস্থায় যাইতে যাইতে সায়ংকালে এক গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইল। এই গ্রাম হইতে একজন কৌলিক সস্ত্রীক মদ্যপানার্থ নিকটবর্ত্তী এক নগরে যাইতে ছিল। দেবশর্ম্মা তাহাকে দেখিয়া বলিল,—ওহে মহাশয়! আমি সায়ংকাল-প্রাপ্ত অতিথি, আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। এই গ্রামে অন্ত কাহারও সঙ্গে আমার পরিচয় নাই। অতএব অতিথিধর্ম্ম রক্ষা করুন। শাস্ত্রকারেরা বলেন,—"যে অতিথি সায়ংকালে গৃহস্থগণের গৃহে আগমন করেন, তাঁহাকে "সূর্য্যোঢ়" অতিথি বলে। গৃহস্থগণ এই অতিথির সৎকার করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।" আর এক কথা,—(অতিথিকে সেবা করিবার অন্য দ্রব্য না থাকিলেও) আসনযোগ্য তৃণ, জল, এবং সত্য ও মিষ্ট বাক্য, এই কয়েকটী কখন সৎলোকের গৃহে অভাব হয় না।" "অতিথিকে স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় অগ্নিগণ, আসন দান করিলে ইন্দ্র, পাদোদক দানে পিতৃগণ এবং অর্ঘ্যদানে দেব-দেব শম্ভু পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন।"

কৌলিক এই কথা শুনিয়া তাহার পত্নীকে বলিল,—প্রিয়ে! তুমি অতিথিকে লইয়া গৃহে যাও। পাদোদক, ভোজন ও শয়নাদি দানে তুমি অতিথি-সৎকার করিয়া গৃ অবস্থান করিতে থাক, আমি তোমার জন্ত প্রভূত মদ্য লইয়া আসিতেছি। এই কথা

কহিয়া কৌলিক প্রস্থান করিল। এদিকে ব্যভিচারিণী কৌলিকপত্নীও হাসিতে হাসিতে মনে মনে দেবদত্ত নামক অপর এক জন উপপতিকে চিন্তা করিতে করিতে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। অথবা এ কথা ঠিকই বলা হইয়াছে,—"মেঘাচ্ছন্ন দিনে, গাঢ় অন্ধকারে, দুর্গম নগরপথে এবং স্বামীর বিদেশ যাত্রায় সুরতোৎকণ্ঠিতা রমণীর পরম সুখই উপস্থিত হয়। "গোপনে যাহারা সুরতপ্রার্থিনী হয়, এহেন কামিনীরা আস্তরণাবৃত পর্য্যঙ্ক, অনুকূলপতি বা মনোহর শয্যা, এ সকল তৃণের ন্যায় মনে করে। অর্থাৎ ঐ সকল তাহারা কিছুই চায় না; সকল ত্যাগ করিয়া অস্থানে থাকিয়াও উপপতিসহ রমণ করে। "কুলটা কামিনীর লজ্জা পতির কেলিব্যাপারে বাধা দেয়; অর্থাৎ তখন তাহারা অত্যধিক লজ্জাকুল হইয়া প্রকৃত ব্যাপার পণ্ড করে। নিজ পতিসহ শৃঙ্গারক্রিয়ায় তাহারা তুষ্ট হয় না। পতির প্রিয় সম্ভাষণ তাহাদিগের নিকট কর্কশ বোধ হয়। ফলে, পতিবিষয়ে কুলটা কামিনীর কিছুতেই পরিতোষ বা কিছুই প্রিয় হয় না। "পরপুরুষরতা কামিনীরা কুলের কলঙ্ক, লোকনিন্দা, বন্ধন বা মরণ, এ সকলই অঙ্গীকার করে, অর্থাৎ এ সকল দিকে দৃক্‌পাত করে না।"

অনন্তর কৌলিকপত্নী গৃহে গিয়া পরিব্রাজক দেবশর্ম্মাকে এক আস্তরণহীন ভগ্ন খট্টা সমর্পণপূর্ব্বক বলিল,—ভগবন্! ভিন্ন গ্রাম হইতে আমার এক সখী আসিয়াছে, আমি তাহাকে অভিনন্দন করিয়া যাবৎ ফিরিয়া না আইসি, আপনি ততক্ষণ আমার গৃহে সাবধানে থাকুন। কৌলিকপত্নী এই কথা কহিয়া শৃঙ্গারোচিত অনুষ্ঠানান্তে যেমন তাহার উপপতি দেবদত্তের উদ্দেশে যাইতে

লাগিল, অমনি মদবিহ্বলাঙ্গ মুক্তকেশ তদীয় ভর্ত্তা চলিতে চলিতে মদ্যভাণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক সম্মুখবর্ত্তী হইল। পত্নী স্বামীকে আসিতে দেখিয়া অতি শীঘ্র স্বগৃহে ফিরিয়া গিয়া শৃঙ্গারবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ অবস্থান করিতে লাগিল।

কৌলিক পূর্ব্ব হইতেই তাহার স্ত্রীর কার্য্যপরম্পরায় এবং লোকাপবাদ শ্রবণে সন্দিগ্ধহৃদয় হইয়া সর্ব্বদাই নিজ আকার গোপন করিয়া চলিত, এক্ষণে স্ত্রীকে ঐরূপ শৃঙ্গারবেশ ধরিয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া এবং তাহার অভিপ্রায় প্রত্যক্ষত লক্ষ্য করিয়া তাহার দুশ্চরিত্রতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিল এবং ক্রোধোন্মত্ত হইয়া গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক তাহাকে গিয়া বলিল,—ওরে পাপীয়সী পুংশ্চলি! কোথায় গিয়াছিলি? স্ত্রী কহিল,—আমি তোমার নিকট হইতে আসিয়া অবধি কোথাও যাই নাই। অতএব মদ্য পান বশতঃ কেন তুমি এরূপ অসঙ্গত কহিতেছ? অথবা ঠিকই উক্ত হইয়াছে,— "বিকলতা, ভূতলে পতন, ও অসম্বদ্ধ প্রলাপ, সন্নিপাতের এই সমস্ত চিহ্নই মদ্যে লক্ষিত হইয়া থাকে। "করকম্পন, অম্বরস্খলন, তেজোহানি ও রক্তবর্ণতা, বারুণীসঙ্গ জন্য এই সকল অবস্থা সূর্য্যও অনুভব করিয়া থাকেন।"

কৌলিক ঐরূপ প্রতিকূল বচন শ্রবণ করিয়া এবং তাহার বেশ বিপর্য্যয় দেখিয়া তাহাকে বলিল,—পুংশ্চলি! অনেক দিন হইতে আমি তোর অপবাদ শুনিয়া আসিতেছি। আজ তাহাতে আমার নিজের সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিয়াছে; সুতরাং তোর এ কর্ম্মের উপযুক্ত শাস্তি দিতেছি। এই বলিয়া কৌলিক তাহার স্ত্রীকে লগুড় প্রহারে জর্জ্জরিত করিল এবং অবশেষে গৃহমধ্যস্থ এক দারুখণ্ডে তাহাকে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখিয়া মদবিহ্বল-অবস্থায় স্বয়ং নিদ্রিত

হইয়া পড়িল। এই অবকাশে কৌলিকপত্নীর সখী এক নাপিতপত্নী আসিয়া কৌলিককে নিদ্রিত অবস্থায় দেখিয়া বলিল,—সখি! তোমার প্রণয়ী দেবদত্ত যথাস্থানেই তোমার জন্ম অপেক্ষা করিতেছে, অতএব তুমি শীঘ্র চলিয়া আইস। কৌলিকপত্নী কহিল,—সখি! আমার এই দশা দেখিতেছ, এ অবস্থায় আমি কেমন করিয়া যাই? সুতরাং তুমি গিয়া সেই কামুককে বল, এই রাত্রে তাহার সহিত আমার মিলন হওয়া অসম্ভব। নাপিতপত্নী বলিল,—সখি! তুমি এরূপ কথা কহিও না। কুলটার ধর্ম্ম এরূপ নহে। কথিত আছে,—

—"সঙ্কটসঙ্কুল-স্থানস্থিত উত্তম ফল গ্রহণের চেষ্টায় উষ্ট্রের ন্যায় যাহাদিগের একাগ্রতা থাকে, আমি মনে করি, সংসারে তাহাদিগের জন্মই প্রশংসার্হ আর এক কথা—"জগতে পরলোক সন্দেহাস্পদ, জনাপবাদও আশ্চর্য্যময়, সুতরাং স্বাধীন পরপুরুষ সংসর্গে পুণ্য-বানেরাই যৌবনফল ভোগ করিয়া থাকে।" অপিচ "যদি ঘটনা-ক্রমে বন্ধকী স্ত্রীর সহিত নির্জ্জনে কোন কদাকার পুরুষেরও মিলন হয়, তাহা হইলে ঐ বন্ধকী নিজ কান্ত সুন্দর হইলেও তাহাকে কোনক্রমেই ভজনা করিতে চাহে না" তখন কৌলিকপত্নী কহিল,—যদি এইরূপই হয়, তবে বল, কেমন করিয়া এই প্রকার দৃঢ় বন্ধনাবস্থায় সে স্থানে যাই? বিশেষতঃ এই পাপাত্মা আমার পতিও নিকটে রহিয়াছে। নাপিতপত্নী বলিল,—সখি! এ ব্যক্তি মদ্যপানে অচৈতন্ম হইয়া পড়িয়াছে। সূর্য্যোদয়ে ইহার সংজ্ঞা-লাভ ঘটিবে। অতএব আমি তোমার বন্ধন খুলিয়া দিতেছি, তোমার স্থানে আমাকে বান্ধিয়া রাখিয়া তুমি দেবদত্তের সহিত সঙ্গত হইয়া পুনরায় ফিরিয়া আইস কৌলিকপত্নী তাহাতে সম্মত হইল। তৎপরে নাপিতপত্নী সখীকে বন্ধন হইতে মুক্ত

করিল এবং নিজে তাহার স্থানে পূর্ব্ববৎ বন্ধনাবস্থায় রহিয়া তাহাকে দেবদত্তের কাছে পাঠাইয়া দিল।

এই ঘটনার পর কৌলিক গাত্রোত্থান করিল। তাহার ক্রোধ ও মদমত্ততা কিঞ্চিৎ কমিয়া আসিল, তখন সে বলিল—ওরে কর্কশভাষিণি! তুই যদি অদ্য হইতে আর কখন গৃহ হইতে বহির্গত না হইস্, বা কর্কশ কথা না বলিস্, তাহা হইলে তোকে আমি বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেই। পাছে কৌলিকপত্নীর স্বরের মত না হয়, এই ভয়ে নাপিত-পত্নী কোন কথাই কহিল না। তখন কৌলিকও বারবার তাহাকে ঐ কথা বলিতে লাগিল; কিন্তু তখনও সে কোন প্রত্যুত্তর দিল না। ইহাতে কৌলিক অত্যন্ত কুপিত হইল এবং তীক্ষ্ণধার অস্ত্র দ্বারা তাহার নাসিকা ছেদন করিয়া দিয়া বলিল,—ওরে পুংশ্চলি! তুই থাক্ এখন, আর আমি তোকে আদর করিতেছি না, এই কথা বলিতে বলিতে কৌলিক আবার নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

এদিকে পরিব্রাজক দেবশর্ম্মা ধননাশে ও ক্ষুধাবৈকল্যে অনিদ্রায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া জাগিয়া ঐ সকল স্ত্রীচরিত্র প্রত্যক্ষ করিলেন। কৌলিকপত্নীও নিজ ইচ্ছামত দেবদত্ত সহ সুরত-সুখ অনুভব করিয়া কিঞ্চিৎ পরে গৃহে আসিয়া নাপিতপত্নীকে বলিল,—সখি! তোমার মঙ্গল ত? আমি চলিয়া গেলে এই পাপাত্মা পুনরায় গাত্রোত্থান করে নাই ত? নাপিতী কহিল,—নাসিকা ব্যতীত আমার অন্য সমস্ত অঙ্গেরই মঙ্গল। যাহা হউক, তুমি আমাকে শীঘ্র বন্ধন হইতে মোচন করিয়া দাও, যেন এ ব্যক্তি আমাকে দেখিতে না পায় এবং আমি যেন নিজগৃহে যাইতে পারি।

কৌলিকপত্নী তাহাই করিল এবং নিজে পূর্ব্ববৎ বন্ধনাবস্থায় রহিল। তখন কৌলিক আবার জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে বলিল,— পুংশ্চলি! এখনও কি তুই কথা কহিবি না! তবে কি পুনর্ব্বার ইহা অপেক্ষাও কঠোর শাস্তি—তোর কর্ণচ্ছেদ করিয়া দিব? তখন কৌলিক পত্নী সকোপে বলিল,—ধিক্ মহামূর্খ! আমি মহাসতী, কে আমাকে ধর্ষিত বা বিকলাঙ্গ করিতে পারে? যাহা হউক, লোকপালগণ! আপনারা শুনুন, "সূর্য্য, চন্দ্র, অনল, অনিল, আকাশ, ভূমি, জল, হৃদয় যম, দিবা, রাত্রি, সন্ধ্যাদ্বয় এবং ধর্ম্ম, ইহাঁরাই মনুষ্য চরিত্রের সাক্ষী" অতএব আমার যদি সতীত্ব থাকে, আমি মনে মনে যদি পরপুরুষ চিন্তা না করিয়া থাকি, তাহা হইলে দেবগণ পুনরায় আমার নাসিকা পূর্ব্ববৎ অক্ষত করিয়া দিউন। অথবা আমার চিত্তে যদি কখন পরপুরুষ ভ্রমও জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলেও আমাকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলুন; এই কথা কহিয়া আবার পতিকে কহিল,—ওরে দুরাত্মা, এই দেখ্, আমার সতীত্ব প্রভাবে আমার নাসিকা পূর্ব্ববৎ হইয়াছে। অনন্তর কৌলিক দীপ লইয়া যেমন তাহাকে দেখিল, অমনি ভূতলে আর একটী সেইরূপ নাসিকা ও রক্তধারা দেখিতে পাইল। এই ব্যাপারে সে বিস্মিত হইয়া তাহার বন্ধন মোচনপূর্ব্বক তাহাকে শয্যার উপর শয়ন করাইল এবং বিবিধ প্রিয় বাক্যে তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল।

তখন পরিব্রাজক দেবশর্ম্মা সেই সকল ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন,—"শম্বর, নমুচি, বলি ও কুম্ভীনসি প্রভৃতি অসুরেরা যে যে মায়া জানে, আমার বিশ্বাস, স্ত্রীলোকেরাও তাহা সমস্তই বিদিত। পুরুষ হাস্য করিতে থাকিলে, স্ত্রীলোকেরা হাসে, পুরুষ কান্দিলে তাহারা কান্দে এবং সময়

বশতঃ অননুরক্ত পুরুষকেও প্রিয়বাক্যে বশ করিয়া লয়। শুক্রাচার্য্য যে শাস্ত্র জানেন এবং যে শাস্ত্র বৃহস্পতি বিদিত আছেন, একমাত্র স্ত্রীবুদ্ধির কাছে তাহার কিছুই বিশেষত্ব নাই, অর্থাৎ স্ত্রীবুদ্ধি তাহা সমস্তই জানে; সুতরাং তাহারা কেমন করিয়া রক্ষণীয় হইবে? যাহারা মিথ্যাকে সত্য এবং সত্যকে মিথ্যা করিয়া বলে, পুরুষেরা বিচক্ষণ হইলেও তাহাদিগকে কেমন করিয়া রক্ষা করিবে?"—অন্য আর একস্থানে কথিত হইয়াছে "পুরুষ স্ত্রী জাতিতে অত্যন্ত আসক্ত হইবে না, বা তাহাদিগের দৈহিক বলবৃদ্ধি কামনা করিবে না; কারণ পুরুষ স্ত্রীজাতিতে অত্যধিক আসক্ত হইলে, ছিন্নপক্ষ কাকের ন্যায় তাহাদিগকে লইয়া স্ত্রীলোকেরা ক্রীড়া করিয়া থাকে। ইহারা প্রফুল্ল মুখে মধুর বাক্য বলে, কিন্তু সুতীক্ষ্ণ মন দ্বারা প্রহার করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকের বাক্যে মধুবর্ষণ হয় এবং হৃদয়ে তীব্রবিষ হলাহল থাকে; তাই সুখলেশবঞ্চিত পুরুষেরা মধুলুব্ধ মধুকরবৎ তাহাদিগের অধরকমল পান করে আর হৃদয় মুষ্টিদ্বারা তাড়িত করিয়া থাকে।" অপিচ, "সন্দেহসমূহের আবর্ত্ত, অবিনয়ের আশ্রয়, সাহসের ভিত্তি, দোষরাশির আলয়, শত শত চাতুরীর নিকেতন, অবিশ্বাসের ক্ষেত্র, মহাজনেরাও যাহা যাহা বশ করিতে অক্ষম, সেই সকল মায়ার পাত্রবিশেষ, এই অমৃতযুক্ত বিষবৎ স্ত্রীযন্ত্র কোন্ ব্যক্তি ধর্ম্মনাশের জন্য সংসারে সৃষ্টি করিল? যে স্ত্রীজাতির স্তনদ্বয়ের কাঠিন্য, নেত্রদ্বয়ের তারল্য, মুখে অসত্য, কেশকলাপে কৌটিল্য, আলাপে মাধুর্য্য, নিতম্বে স্থূলতা, হৃদয়ে ভীরুতা, প্রিয়জনে মায়াপ্রয়োগ ইত্যাদি দোষসমূহ লোকে গুণ বলিয়া গৃহীত হয়, তাহারা কি মানুষের প্রকৃতই প্রিয়? কখনই না। নারীগণ নিজের কাজ

হাসিল করিবার জন্য কখন হাসে, কখন কাঁদে, কখন বা পুরুষকে বিশ্বাস জন্মায়; কিন্তু নিজে কখন বিশ্বস্ত হয় না। অতএব কুল-শীলসম্পন্ন নর এই নারীদিগকে শ্মশানস্থ বট-পাদপের ন্যায় ত্যাগ করিবেন। বিলুলিতকেশর ভীষণমুখ সিংহ, মদধারা-মণ্ডিত গজেন্দ্র, কিম্বা সংগ্রামবীর বুদ্ধিমান্ পুরুষ, স্ত্রীর কাছে সকলকেই একেবারে কাপুরুষ হইতে হয়। স্ত্রীলোকেরা যতক্ষণ পুরুষকে একান্ত অনুরক্ত বলিয়া না বুঝে, ততক্ষণ তাহারা যথেষ্ট প্রিয় ব্যবহার করে; কিন্তু যেই বুঝিল,—পুরুষ মন্মথপাশে আবদ্ধ হইয়াছে, অমনি তাহারা আমিষসক্ত মীনের ন্যায় তাহাকে মারিবার চেষ্টা করে। স্ত্রীলোকের স্বভাব সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় চঞ্চল, এবং সন্ধ্যা কালের মেঘরেখার ন্যায় মুহূর্ত্তের জন্য রাগ-রঞ্জিত। তাই ইহারা নিজের কার্য্য সমাধা হইলেই নিষ্পীড়িত অলক্তকের ন্যায় অর্থহীন পুরুষকে দূরে ফেলিয়া দেয়। অসত্য, সাহস, মায়া, মুর্খতা, অতিলোভ, অশুচিতা, নির্দ্দয়তা, এই কয়টী দোষ স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক। স্ত্রীলোকেরা পুরুষের সরল হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া কি না করে? ইহারা মুগ্ধ করে, প্রমত্ত করিয়া তুলে, বিড়ম্বিত করে, ভৎসনা করে, রমণে প্রীতি জন্মায় এবং বিষাদসাগরে ভাসাইয়া দেয়। এই সকল স্ত্রীলোকের অন্তরটী বিষময়, বাহির ভাগ মনোরম, সুতরাং বলিতে হয়, গুঞ্জাফলতুল্য এই স্ত্রীজাতি কে সৃষ্টি করিল?

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে পরিব্রাজকের সে রাত্রি অতি কষ্টে কাটিয়া গেল। এদিকে সেই ছিন্ননাসিকা নাপিতী নিজ গৃহে গিয়া ভাবিল,—আমার এখন কর্ত্তব্য কি? এই মহাকলঙ্ক আমি কেমন করিয়া ঢাকিব? দূতিকা প্রত্যূষে এইরূপ ভাবিতেছে,

নাপিতীর ভর্ত্তা কার্য্যবশত গত রাত্রে রাজভবনে ছিল, সে এই সময় নিজ ঘরের দ্বারদেশে আসিয়া নিজের নানা কার্য্যে ব্যস্ততা প্রযুক্ত নাপিতীকে বলিল,—প্রিয়ে! শীঘ্র আমার ক্ষুরভাণ্ড আনিয়া দাও। এখনই আমাকে ক্ষৌর কর্ম্ম করিতে যাইতে হইবে। সেই ছিন্ন-নাসিকা নাপিতী গৃহমধ্যে থাকিয়াই কোন একটা কাজের ছলে ক্ষুরভাণ্ড হইতে একখানা ক্ষুর তুলিয়া নাপিতের দিকে ফেলিয়া দিল। নাপিত কাজের ব্যস্ততাবশতঃ সেই একখানি মাত্র ক্ষুর দেখিয়া ক্রোধের সহিত তাহা সেই নাপিতীর দিকেই ছুরিয়া ফেলিল। তখন সেই দুষ্টা নাপিতী ঊর্দ্ধবাহু হইয়া চিৎকার করিতে করিতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া বলিল,—আহা আমি কোন অপরাধ করি নাই, তবু এই পাপাত্মা আমার নাসিকা ছেদন করিল! অতএব আমাকে পরিত্রাণ কর, পরিত্রাণ কর।

এই কথা বলিবামাত্র রাজপুরুষেরা আসিয়া সেই নাপিতকে লগুড় প্রহারে জর্জ্জরিত করিল এবং তাহাকে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া সেই ছিন্ননাসা নাপিতীর সহিত বিচারালয়ে লইয়া গিয়া বিচারকদিগকে বলিল,—সভাসদ্‌গণ! আপনারা শুনুন,—এই নাপিত বিনা অপরাধে ইহার স্ত্রীকে অঙ্গহীন করিয়াছে। অতএব ইহার সম্বন্ধে যেরূপ করা কর্ত্তব্য হয়, করুন। তৎশ্রবণে বিচারকেরা জিজ্ঞাসা করিলেন,—নাপিত, কি জন্য তুমি তোমার ভার্য্যাকে অঙ্গহীন করিয়াছ? তোমার স্ত্রী কি কোন পর-পুরুষকে কামনা করিয়াছে? কিম্বা তোমার প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছে? অথবা কোন চৌর্য্যকর্ম্ম করিয়াছে? যাহা হউক, এ, কি অপরাধ করিয়াছিল, তাহা বল। নাপিতের সর্ব্ব শরীর প্রহারে প্রপীড়িত; সুতরাং সে তখন কিছুই বলিতে পারি-

তেছে না। নাপিতকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া পুনরায় সভাস্থ বিচারকেরা বলিলেন,—অহো, রাজপুরুষেরা যাহা বলিয়াছে, তাহাই সত্য, এ ব্যক্তি অপরাধীই বটে, এ বেটা নিশ্চয়ই এই নিরপরাধ স্ত্রীলোকটার উপর এই অত্যাচার করিয়াছে। কথিত আছে,—"যে পুরুষ পাপ কার্য্য করিয়া স্বকৃত কর্ম্মে সন্ত্রাসিত হয়, তাহার স্বর ও মুখবর্ণের বিকৃতি, দৃষ্টি শঙ্কাকুল এবং তেজে হ্রাস ঘটে। বিশেষ যাহারা অপরাধী ব্যক্তি, তাহাদিগের গমন কালে পদস্খলন হয়, মুখ বিবর্ণভাব ধারণ করে, ললাটে স্বেদোদ্গম হয় এবং গদ্গদ বাক্যে বহু প্রলাপ বকিয়া থাকে। মানুষ পাপ করিয়া বিচারালয়ে আসিয়া অধোদৃষ্টি হইয়া রহে ; সুতরাং বিচক্ষণেরা উল্লিখিত লক্ষণসমূহ দ্বারা যত্নের সহিত অপরাধী স্থির করিবেন।" অন্যদিকে, "যাহারা নিরপরাধ, তাহারা বিচারসভায় আসিয়া প্রসন্নমুখ, হৃষ্ট, স্পষ্টবাদী ও সরোষদৃষ্টি হয় এবং ধৈর্য্য সহকারে সক্রোধে কথা কহিয়া থাকে।" অতএব এই নাপিতের প্রকৃতই দুশ্চরিত্র-লক্ষণ দেখা যাইতেছে। স্ত্রীর প্রতি এরূপ অত্যাচার করায় ইহার বধদণ্ড হওয়াই উচিত। সুতরাং ইহাকে শূলে নিক্ষেপ কর।

বিচারপতির হুকুম হইবামাত্র রাজপুরুষেরা তাহাকে বধ্যভূমিতে লইয়া গেল, ইত্যবসরে পরিব্রাজক দেবশর্ম্মা তথায় উপস্থিত হইয়া সেই সকল বিচারকদিগকে বলিলেন,—ওহে বিচারকগণ! এই বেচারিকে অন্যায় বিচারে বধ করা হইতেছে, এই নাপিতের কোন অপরাধ নাই। তোমরা আমার কথা শুন; এই কথা কহিয়া পরিব্রাজক "জম্বুকো হুড়ু যুদ্ধেন" ইত্যাদি শ্লোকটী বলিলেন। তখন বিচারক সভ্যগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি প্রকার? পরে দেবশর্ম্মা ক্রমে ক্রমে তিনজনেরই বৃত্তান্ত সবি-

স্তারে বর্ণন করিলেন। তৎশ্রবণে বিচারকদিগের মনে অত্যন্ত বিস্ময় হইল। তাঁহারা নাপিতকে মুক্ত করিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন,—অহো! "ব্রাহ্মণ, বালক, স্ত্রী, তপস্বী, এবং যোগী, ইহারা বধযোগ্য নহে, ইহাদিগের অঙ্গহানি করাই ব্যবস্থা; অতএব স্বকৃত কর্ম্ম দ্বারাই এই নাপিতীর নাসাচ্ছেদ সঙ্ঘটিত হইয়াছে। এখন ইহার কর্ণচ্ছেদ করিয়া দিলেই রাজদণ্ড হয়। কথামাত্র নাপিতীর কর্ণচ্ছেদ হইল। তখন দেবশর্ম্মাও বিত্তনাশ-জন্ম শোক পরিহারপূর্ব্বক পুনরায় নিজমঠে প্রস্থান করিলেন; এইজন্যই আমি বলিয়াছি,—'জম্বুকো হুড়ু যুদ্ধেন" ইত্যাদি।

দমনকের কথাবসানে করটক কহিল,—এইরূপ অবস্থায় আমা-দিগের এখন কি করা কর্ত্তব্য? দমনক বলিল,—উপস্থিত বিষয়ে আমার এরূপ বুদ্ধিস্ফুরণ হইবে, যাহা দ্বারা আমি সঞ্জীবকটাকে প্রভুর নিকট হইতে পৃথক্ করিয়া দিব। যেহেতু কথিত আছে,—"ধন্বী বাণত্যাগ করিলে সে বাণ কাহাকে বিনষ্ট করে এবং কখন বা কাহাকেও বিনষ্ট করিতে পারে না; কিন্তু বুদ্ধিমান্‌গণের উদ্ভাবিত বুদ্ধি নায়ক সহ সমগ্র রাষ্ট্র ধ্বংস করিতে সমর্থ।" অত-এব আমি মায়াজাল বিস্তার করিয়া গোপনে তাহার বিয়োগ ঘটা-ইয়া দিব। করটক কহিল,—ভাই! যদি পিঙ্গলক বা সঞ্জীবক কোন রূপে তোমার মায়া বুঝিতে পারে, তাহা হইলে ত নিশ্চয়ই একার্য্যে ব্যাঘাত ঘটিবে। দমনক বলিল,—তুমি এমন কথা বলিও না, দৈব দুর্ব্বল থাকিলেও গূঢ়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা আপৎকালে বুদ্ধি প্রয়োগ করিবে, কখন উদ্যম ত্যাগ করিবে না। এইরূপ করিতে করিতে হঠাৎ এক সময় ঘুণাক্ষর স্থায়ে বুদ্ধির প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কথিত আছে,—"দৈব প্রতিকূল হইলেও ধৈর্য্য ত্যাগ

করিবে না। সেই হতদৈব ব্যক্তি ধৈর্য্যবলেই কোন না কোন সময়ে স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারিবেই। দৃষ্টান্ত,—সমুদ্রবক্ষে বাণিজ্য-পোত ভগ্ন হইয়া গেলেও পোত-বণিক্ পুনর্ব্বার নিজ বাণিজ্য ব্যবসাই কামনা করে।" আর এককথা—"লক্ষ্মী সর্ব্বদা উদ্‌যোগী পুরুষকেই আশ্রয় করেন। যাহারা কাপুরুষ, তাহারাই কেবল "দৈব দৈব" বলে। সুতরাং দৈব দূর করিয়া নিজশক্তি দ্বারা পুরুষকার অবলম্বন কর। যত্ন করিলে যদি কার্য্য সিদ্ধি না হয়, তবে তাহাতে আর দোষ কি?" অতএব ইহা জানিয়া সুগূঢ়বুদ্ধি প্রভাবে যাহাতে তাহাদিগের উভয়ের মধ্যে কেহই না জানিতে পারে, এরূপভাবে পরস্পরকে বিযুক্ত করিব। কথিত আছে, "মায়া অতি গোপনে প্রযুক্ত হইলে ব্রহ্মাও তাহার অন্ত পান না। দৃষ্টান্ত—একজন কৌলিক মায়া বিস্তারপূর্ব্বক বিষ্ণু বলিয়া পরিচয় দিয়া এক রাজকন্যাকে ভোগ করিতেছে।" ২১৮

করটক কহিল,—ইহা কি প্রকার? তখন দমনক বলিল,—

কথা (৫)

কোন একটী স্থানে কৌলিক ও রথকার এই দুই মিত্র বাস করিত। বাল্যকাল অবধি তাহারা উভয়েই একত্র ভ্রমণ ও একত্র বসবাস হেতু পরস্পরের প্রতি পরস্পর অত্যধিক স্নেহসম্পন্ন হইয়া কালাতিপাত করে। অনন্তর এক সময় তথাকার কোন এক দেবালয়ে একটী যাত্রা মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইল। এই মহোৎসবে নানা স্থান হইতে বহু লোক আসিয়া যোগদান করিল। বহুসংখ্যক নট, নর্ত্তক ও চারণগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সময়ে সেই সহচরদ্বয় ভ্রমণ করিতে করিতে একস্থানে একটী সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতা

সুন্দরী রাজকন্যা দেখিতে পাইল। রাজকন্যা করেণুকায় আরূঢ়া এবং বহুসংখ্যক কঞ্চুকি ও বর্ষবর কর্ত্তৃক পরিবৃত। ইনি দেব-দর্শনার্থ তথায় আগমন করিয়াছিলেন। তখন কৌলিক রাজ-কন্যাকে দেখিবামাত্র বিষপান-পীড়িতের ন্যায়, ভূতাবিষ্টের ন্যায়, কামশরে আহত হইয়া সহসা ভূতলে পড়িয়া গেল।

রথকার তাহাকে তদবস্থ দেখিয়াও তাহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া অন্যান্য আত্মীয় জনের সাহায্যে তাহাকে লইয়া স্বগৃহে গমন করিল। গৃহে আনিয়া চিকিৎসকগণের ব্যবস্থামত তাহাকে নানা-বিধ শীতল চিকিৎসা করাইল। অনেক মন্ত্র তন্ত্রেও চিকিৎসা চলিল। শেষে অনেক কাল পরে তাহার কিঞ্চিৎ চৈতন্য হইল। তখন রথকার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—বন্ধু! কি জন্য সহসা তুমি এরূপ অচৈতন্য হইয়া পড়িলে? তোমার আত্মবৃত্তান্ত ব্যক্ত কর। কৌলিক কহিল,—বয়স্য! যদি তুমি শুনিতে চাও, তাহা হইলে সমস্ত রহস্যই তোমাকে বলিতেছি। আমার মনোবেদনার বিষয় শুন। প্রকৃত পক্ষে তুমি যদি আমাকে সুহৃৎ বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে চিতা বিরচন করিয়া আমার প্রতি প্রসন্নতা প্রকাশ কর এবং আমি যদি প্রণয়াধিক্য বশত কখন কোন অসঙ্গত করিয়া থাকি, তবে তাহা ক্ষমা করিও। রথকার এই কথা শুনিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে গদগদ বাক্যে বলিল,—বয়স্য! তোমার দুঃখের কারণ যাহা কিছু হইয়া থাকে, বল, যদি ক্ষমতা-সাধ্য হয়, তবে তাহার প্রতীকার করিতেছি। কথিত আছে,—"এ সংসারে এমন কিছুই নাই, যাহা—ঔষধ, অর্থ, সুমন্ত্র এবং মহাত্মা-দিগের বুদ্ধির অসাধ্য।" অতএব যদি উক্ত চতুর্ব্বিধ উপায়ের

হয়, তবে তাহা আমি সম্পাদন করিতে পারিব।

কৌলিক কহিল,—বয়স্য ! এই সকল উপায়ে বা অন্য সহস্র উপায়েও আমার সে দুঃখ দূর হইবার নহে। সুতরাং আমার মরণে আর কালক্ষেপ করাইও না। রথকার বলিল,—বন্ধু ! যদিও তোমার অভীষ্ট অসাধ্য হয়, তথাপি তাহা একবার বল। আমি চেষ্টা করিয়া দেখি, যদি অসাধ্যই হয়, তবে আমিও, তোমার সহিত একত্র বহ্নিপ্রবেশ করিব, তোমার বিচ্ছেদ আমি ক্ষণকালও সহ্য করিতে পারিব না, ইহাই আমার ধারণা। কৌলিক কহিল,—বয়স্য ! ঐ যে সেই করেণুকারূঢ় রাজকন্যা, যাহাকে সেই উৎসবক্ষেত্রে দেখিয়াছিলাম, তাহার দর্শনাবধি মন্মথ আমাকে এইরূপ দশায় উপনীত করিয়াছে ; সুতরাং আমি আর কোন ক্রমেই সে বেদনা সহিতে পারিতেছি না। কেহ বলিয়াছিলেন,—"আমি কবে তাহার সঙ্গ পাইব—রতিখেদে খিন্ন হইয়া তাহার ভুজপঞ্জরের অন্তরালে থাকিয়া এবং তাহার কুঙ্কুমলিপ্ত, মত্তগজকুম্ভবৎ বিশাল পয়োধরযুগলে আমার বক্ষ রাখিয়া কবে ক্ষণকালের জন্য নিদ্রা লাভ করিব ? অপিচ "সেই রক্তবর্ণ বিম্বাধর, যৌবনোদ্গমে গর্ব্বিত স্তনকলশদ্বয়, আবর্ত্তযুতা নাভি, কুটিল চূর্ণকুন্তল, এবং ক্ষীণতম কটিদেশ, এই সকল চিন্তা করিলে সহসা অন্তরে খেদ আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু তাহার বিমল কপোল দুইটী যে আমার খেদ জন্মাইতেছে, ইহা নিতান্তই অযৌক্তিক।" ২১৯—২২১।

রথকার তখন তাহার এই কামযুক্ত কথা শুনিয়া সাহাস্যে বলিল,—বয়স্য ! যদি এইরূপই ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে ভাগ্যে আমাদিগের প্রয়োজন অবশ্য সিদ্ধ হইবে। অতএব সেই রাজকন্যার সহিত অদ্যই সম্মিলিত হও। কৌলিক কহিল,—বয়স্য ! যে

অন্তঃপুরে বায়ু ব্যতীত আর কাহারও প্রবেশাধিকার নাই, সেই রক্ষি-পুরুষ রক্ষিত অন্তঃপুরে কেমন করিয়া তাহার সহিত আমার মিলন ঘটিবে? সুতরাং কেন আর আমায় অসত্য বাক্যে বিড়াম্বিত করিতেছ? রথকার কহিল,—আচ্ছা, তুমি আমার বুদ্ধিবল দেখ।

রথাকার এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ কাষ্ঠ খণ্ড দ্বারা একটী যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া এক গরুড়মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিল। শঙ্খ, চক্র, গদা পদ্ম প্রভৃতি সমস্তই তাহাতে যোজিত হইল। তখন রথকার কৌলিককে তাহাতে আরোহণ করাইয়া সমুদায় বিষ্ণুচিহ্নে চিহ্নিত করিয়া দিল এবং সেই যন্ত্রটীর পরিচালনপ্রণালী শিখাইয়া দিয়া বলিল,—বয়স্য! তুমি এই বিষ্ণুরূপ ধরিয়া নিশীথকালে অন্তঃপুরে গমন কর। রাজকন্যা একটা সাততলা প্রাসাদের উপরিতন গৃহে একাকিনী অবস্থান করিতেছেন। তিনি অতি সরলপ্রকৃতির লোক। তোমাকে দেখিবামাত্র তিনি বিষ্ণু বলিয়া মনে করিবেন। তুমিও মিথ্যা ও বক্রোক্তি প্রভৃতি দ্বারা তাঁহাকে প্রতারিত করিয়া কামশাস্ত্র অনুসারে তাঁহার সহিত সঙ্গত হইবে। কৌলিক তৎশ্রবণে সেইরূপ ভাবেই তথায় গমন করিয়া রাজকন্যাকে বলিল—রাজপুত্রি! তুমি নিদ্রায় আছ, কি জাগিয়া রহিয়াছ? আমি তোমারই প্রতি অনুরাগী হইয়া লক্ষ্মীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদ্র হইতে উঠিয়া আসিয়াছি; অতএব তুমি আমার সহিত সঙ্গত হও। রাজকন্যাও আগন্তুক ব্যক্তিকে গরুড়ারূঢ় চতুর্ভুজ আয়ুধযুক্ত ও কৌস্তুভধারী দেখিয়া সবিস্ময়ে শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বলিলেন,—ভগবন্! আমি কীটতুল্য অপবিত্র মানুষী, আপনি ত্রৈলোক্যপালক ও জগদ্বন্দ্য; সুতরাং এরূপ বিষদৃশ মিলন কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে?

কৌলিক কহিল,—সুন্দরি! তুমি সত্যই বলিয়াছ; কিন্তু পূর্ব্বে রাধা নামে এক গোপতনয়া আমার ভার্য্যা হইয়াছিল। তুমিই সেই রাধা হইয়া এক্ষণে অবতীর্ণ হইয়াছ এবং সেই জন্যই আমিও এখানে আগমন করিয়াছি। রাজকন্যা তৎশ্রবণে বলিলেন,—ভগবন্! যদি প্রকৃতই এইরূপ হইয়া থাকে তাহা হইলে আপনি আমার পিতার নিকট আমাকে প্রার্থনা করুন। তিনি ইহা শুনিয়া নিশ্চয়ই আমাকে আপনার করে সমর্পণ করিবেন। কৌলিক কহিল,—সুন্দরি! আমি মনুষ্যদিগের সহিত সম্ভাষণের কথা কি, আমি তাহাদিগের দৃষ্টিগোচরও হইব না; সুতরাং তুমি গান্ধর্ব্ব বিবাহ-বিধি অনুসারে আমাকে আত্মসমর্পণ কর। যদি তাহা না কর, তাহা হইলে অভিসম্পাত করিয়া তোমার পিতাকে সবংশে ভস্মসাৎ করিব।

কৌলিক এই কথা কহিয়াই গরুড় হইতে অবতীর্ণ হইল। রাজকন্যা ভীত, লজ্জিত ও কম্পিত। কৌলিক তদবস্থায় তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক শয্যায় আনায়ন করিল এবং শেষে রাত্রি অবসান পর্য্যন্ত কামশাস্ত্র অনুসারে রাজকন্যাকে উপভোগ করিয়া অন্যের অজ্ঞাতসারে প্রভাত হইবামাত্র স্বগৃহে ফিরিয়া আসিল। এইরূপ প্রতিরাত্র রাজকন্যার সংসর্গে কৌলিক কাল কাটাইতে লাগিল। অনন্তর একদিন অন্তঃপুরচর কঞ্চুকিগণ রাজকন্যার অধরোষ্ঠপ্রান্তে দংশন চিহ্ন দেখিয়া পরস্পর বলিতে লাগিল—অহো! এই রাজ-কন্যার সর্ব্বাঙ্গ পুরুষোপভুক্তের ন্যায় দেখা যাইতেছে। তা এরূপ সুরক্ষিত অন্তঃপুর তথাপি এরূপ ব্যাপার কেমন করিয়া হইল! যা হউক, আমরা ইহা রাজাকে জানাই। কঞ্চুকিদল এইরূপ স্থির করিয়া রাজার নিকট গিয়া বলিল,—দেব! এই অন্তঃপুর অত্যন্ত

সুরক্ষিত হইলেও এক জন পুরুষ এখানে প্রবেশ করে, অতএব এ ক্ষণ যে কর্ত্তব্য হয় করুন।

রাজা তৎশ্রবণে অতীব ব্যাকুলভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"কন্যা জন্মিবামাত্রেই মহা চিন্তা উপস্থিত হয়। পরে কন্যা কাহাকে দিব, এইরূপ ভাবনা, তৎপরে সে স্বামিগৃহে গিয়া সুখ পাইবে, কি দুঃখ পাইবে, এইরূপ চিন্তা; সুতরাং দেখা যায়, কন্যার পিতা হওয়ায় কষ্ট ব্যতীত কখন সুখ নাই। নদী এবং নারী ইহারা উভয়েই তুল্য। ইহাদিগের কুল এবং কূল দুই সমান নদী সকল জলপ্রবাহে কূল ধ্বংস করে এবং নারীরও দোষ সমূহে কুল নষ্ট করিয়া থাকে। কন্যা জন্মিয়া জননীর মন হরণ করে। এদিকে সুহৃদ্গণের শোক বৃদ্ধির সহিত কন্যা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। কন্যা পরের হাতে অর্পিত হইলেও কষ্ট উৎপাদন করে। সুতরাং কন্যারূপ বিপদ্ মনুষ্যের দুষ্পরিহার্য্য।"

রাজা এইরূপ বহু চিন্তা করিয়া নির্জ্জনস্থিতা মহিষীকে বলিলেন,—দেবি! এই কঞ্চুকীরা কি বলিতেছে, একবার শোনো। ফলে,যাহা দ্বারা এইরূপ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার কাল নিকটবর্ত্তী। রাজমহিষীও তৎশ্রবণে ব্যাকুল হইয়া কন্যান্তঃপুরে গমন করিলেন এবং কন্যার অধরে দংশনচিহ্ন, এবং অঙ্গে নখক্ষত দেখিয়া বলিলেন,—ওরে কুলকলঙ্কিনি! তুই কেন এভাবে তোর চরিত্রনাশ করিলি? কোন্ আসন্নমৃত্যু ব্যক্তি তোর কাছে আগমন করে? তাহা আমার নিকট সত্য করিয়া বল্। রাণী এইরূপে কোপভরে নিষ্ঠুরভাবে বলিলে রাজপুত্রী ভয়ে লজ্জায় আনন অবনত করিয়া বলিলেন,—মা, সাক্ষাৎ নারায়ণ প্রত্যহ গরুড়ারোহণে রাত্রিকালে আগমন করিয়া থাকেন। যদি আমার কথা অসত্য বলিয়া মনে

করিতে পারে। এইজন্য নীতিশাস্ত্রবিদেরা দুর্গেরই প্রশংসা করিয়াছেন। পূর্ব্বকালে ইন্দ্র হিরণ্যকশিপুর ভয়ে গুরুর আদেশে বিশ্বকর্ম্মাদ্বারা দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন। সেই ইন্দ্রই বর দিয়াছিলেন যে যে ভূপতির দুর্গ আছে, তিনিই বিজয়ী হইয়া থাকেন; সুতরাং সেই বরপ্রভাবেই ভূতলে সহস্র সহস্র দুর্গ নির্ম্মাণ হইয়া আসিতেছে। দংষ্ট্রাহীন সর্প এবং মদবিহীন গজের ন্যায় দুর্গহীন রাজা সকলের বশ্য হইয়া থাকেন।”

শশকের কথা শুনিয়া ভাসুরক কহিল—ভদ্র, তুমি সেই চোর সিংহকে দুর্গস্থ অবস্থায়ই আমাকে দেখাইয়া দাও, আমি তাহাকে বিনাশ করিব। পণ্ডিতেরা বলেন,—“যে ব্যক্তি শত্রু দেখিবামাত্র এবং রোগ উৎপন্ন হইবামাত্র তাহার প্রশমন না করেন, তিনি মহাবলসম্পন্ন হইলেও ঐ উভয় বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহাকে বিনাশ করিতে পারে। অপিচ শত্রুর উত্থান হইলে আত্মহিতৈষী ব্যক্তি কদাচ তাঁহাকে উপেক্ষা করিবেন না। কারণ উত্তরোত্তর বর্দ্ধনশীল শত্রু এবং রোগ উভয়কেই দূরদর্শিগণ তুল্য বলিয়া ব্যখ্যা করিয়াছেন গর্ব্বান্ধ পুরুষ কর্ত্তৃক অনবধানতাদোষে উপেক্ষিত ক্ষীণবল শত্রু প্রথমে অনায়াসদম্য হইলেও শেষে সেই শত্রুই ব্যাধির ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া অসাধ্য হইয়া উঠে। আর এক কথা—যিনি নিজ শক্তি সামর্থ্য আলোচনা করিয়া মানরক্ষার্থ উদ্যমশীল হন, তিনি অন্য কাহার সাহায্য ব্যতীতও ভার্গবের ন্যায় বহু শত্রু বিনাশ করিতে পারেন।” শশক কহিল,—একথা সত্য; তথাপি সেই সিংহকে বলবান্ বলিয়াই দেখিয়া আসিয়াছি; সুতরাং তাহার সামর্থ্য না জানিয়া হঠাৎ তাহার নিকট যাওয়া আপনার সঙ্গত হয়

না। নীতিশাস্ত্র বলেন,—"আত্মশক্তি এবং পরশক্তি বিশেষরূপ না জানিয়া যে ব্যক্তি ব্যস্ত হইয়া শত্রু অভিমুখে যায়, বহ্নিতে পতঙ্গবৎ তাহাকে বিনষ্ট হইতে হয়। যে ব্যক্তি সবল হইয়াও অভ্যুন্নত শত্রুকে বিনাশ করিতে যায়, শীর্ণদন্ত গজের ন্যায় কখন কখন তাহাকেও গর্ব্বহীন হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়।" ভাসুরক কহিল—ওহে, তোমার এ সকল কথায় প্রয়োজন কি? তুমি সেই সিংহটাকে আমায় দেখাইয়া দাও। শশক বলিল,—প্রভো! যদি এরূপ হয়, তবে আসুন।

এই কথা কহিয়া শশক আগে আগে চলিল। অনন্তর সে আসিবার সময় পথে যে একটা কূপ দেখিয়া আসিয়াছিল, তাহারই কাছে গিয়া ভাসুরককে বলিল,—আপনার পরাক্রম কে সহ্য করিতে পারে? আপনাকে দেখিয়া সেই চোর সিংহটা দূর হইতেই নিজ দুর্গে আশ্রয় লইয়াছে; অতএব আসুন, আমি তাহাকে দেখাইয়া দিতেছি। ভাসুরক কহিল,—আমাকে সেই দুর্গ দেখাইয়া দাও। তখন শশক ভাসুরককে সেই কূপ দেখাইয়া দিল। অনন্তর সেই মূর্খ সিংহ কূপমধ্যস্থ জলে নিজ প্রতিবিম্ব দেখিয়া এক সিংহনাদ করিল। তখন তথা হইতে সেই সিংহনাদের দ্বিগুণতর এক প্রতিনাদ উত্থিত হইল। অনন্তর সিংহ শত্রু মনে করিয়া নিজে তন্মধ্যে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব পাইল। তখন শশকও হৃষ্টমনে ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত মৃগদগকে সেই সংবাদে আনন্দিত করিল। মৃগগণ তাহাকে প্রশংসা করিতে লাগিল। তদবধি তাহারা যথাসুখে তথায় বাস করিতে থাকিল।

দমনক বলিল,—এই জন্যই আমি বলিয়াছি;—"যস্য বুদ্ধির্বলং তস্য" ইতি। যাহা হউক, তুমি যদি বল, তাহা হইলে আমি সেখানে

গিয়া বুদ্ধিবলে তাহাদিগের উভয়ের সৌহৃদ্য বিচ্ছিন্ন করিয়া দিই। করটক কহিল,—ভাই যদি এরূপ পার, তবে যাও। পথে তোমার মঙ্গল হউক। তোমার যাহা অভিপ্রায়, তাহাই করিয়া আইস।

অনন্তর দমনক এক সময় পিঙ্গলককে সঞ্জীবক হইতে বিযুক্ত দেখিয়া সেই অবসরে তাহাকে প্রণামপূর্ব্বক তৎসমীপে উপবেশন করিল। পিঙ্গলকও তাহাকে বলিল,—ভদ্র! অনেক দিন তোমায় দেখি না কেন? দমনক কহিল,—আমাদিগের দ্বারা আপনার কোন প্রয়োজন নাই বলিয়াই আর এখানে আইসি না, তথাপি রাজার কর্ত্তব্য নষ্ট হইতেছে দেখিয়া দুঃখিতমনে ব্যাকুলভাবে নিজেই একবার তাহা বলিতে আসিলাম। কথিত আছে,— "যাহার মঙ্গল কামনা করিতে হইবে, তিনি প্রশ্ন না করিলেও তাঁহার হিত প্রিয়, দ্বেষ্য শুভ বা অশুভ যাহাই হউক, সমস্তই তাঁহাকে বলা কর্ত্তব্য"। ২৪১—২৬২।

সিংহ পিঙ্গলক দমনকের অভিপ্রায় বুঝিয়া বলিল—দমনক! তুমি কি বলিতে ইচ্ছা করিতেছ? যদি তোমার কিছু বক্তব্য থাকে, তবে তাহা আমার নিকট ব্যক্ত কর। পিঙ্গলক বলিল—, দেব! আপনার উপর সঞ্জীবকের দ্রোহবুদ্ধি জন্মিয়াছে। সে আমাকে বিশ্বাস করিয়া নির্জ্জনে এই কথা বলিল,—'ওহে দমনক! আমি এই পিঙ্গলকের বলাবল সমস্তই বুঝিয়াছি। যাহা হউক, আমি তাহাকে বিনষ্ট করিয়া তোমারই মন্ত্রিত্বে সমস্ত মৃগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিব। পিঙ্গলক এই বজ্র প্রহারসদৃশ দারুণ কথা শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইল, সে মুখ দিয়া কিছুই বলিতে পারিল না। দমনক পিঙ্গলকের অবস্থা দেখিয়া ভাবিল,—ইনি সঞ্জীবকের উপর অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়াছেন; সুতরাং ঈদৃশ মন্ত্রী দ্বারা রাজার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

কথিত আছে,—"রাজা যখন একমাত্র সচিবের উপর রাজ্যের সর্ব্বময় প্রভুত্ব দান করেন, তখন সেই সচিবকে একটু গর্ব্ব আসিয়া আশ্রয় করে। এই গর্ব্বের জন্য শেষে সে দাসত্ব ভাবিয়া আত্মাকে অবমানিত জ্ঞান করে। এই অবমাননা বোধের ফলে ক্রমে হৃদয়ে স্বাধীনতা স্পৃহা জাগিয়া উঠে। সেই স্বাধীনতার জন্যই শেষে রাজার জীবনের উপরও দ্রোহ আচরণ করিতে থাকে।" অতএব এখন কি করা সঙ্গত? এই সময় পিঙ্গলকও চেতনা প্রাপ্ত হইয়া অতিকষ্টে দমনককে বলিল,—দমনক! সঞ্জীবক আমার প্রাণতুল্য, সে কেমন করিয়া আমার উপর দ্রোহবুদ্ধি করিবে? দমনক বলিল,—দেব! ভৃত্য কথাটা অব্যাপ্যবৃত্তি, অর্থাৎ যে ভৃত্য, সে চিরকালই ভৃত্য হইয়া থাকিতে চায় না, কখনা কখন সে তাহার ভৃত্যত্ব হইতে আত্মাকে মোচন করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে কথিতও আছে,—"এমন পুরুষ নাই, যে রাজশ্রী কামনা করে না, তবে তাহারা অসমর্থ বলিয়াই রাজার উপাসনা করিয়া থাকে। ইহাই সর্ব্বত্র নিয়ম।" ২৩৩—২৬৪। পিঙ্গলক বলিল,—ভদ্র! তথাপি তাহার উপর আমার চিত্তবিরাগ জন্মিতেছে না। অথবা একথা ঠিকই বলিয়াছেন;—"দেহ অনেক দোষে দুষ্ট হইলেও সে দেহ কাহার না প্রিয়? এইরূপ ক্রুর কার্য্য করিলেও যে প্রিয়, সে প্রিয়ই রহিয়া থাকে।" দমনক বলিল,— অতএব এই দোষ ঘটিয়া থাকে। কথিত আছে,—"রাজা যাহার উপর বিশেষরূপে দৃষ্টিপাত করেন, সে ব্যক্তি কুলীনই হউক, আর অকুলীনই হউক, সে শ্রীলাভের অধিকারী হইয়া থাকে।" পরন্তু কোন্ বিশেষ গুণ দেখিয়া আপনি নির্গুণ সঞ্জীবককে নিকটে রাখিয়াছেন? অথবা হে প্রভো! যদি এইরূপ মনে

করেন যে, এ ব্যক্তি মহাকায়, ইহা দ্বারা শত্রু নাশ করিতে পারিব, তাহা হইলে বলি, আপনার সে সঙ্কল্পও ইহা দ্বারা সিদ্ধ হইবার নহে। কারণ, এটা শষ্পভোজী জীব! আপনারা বা আপনার শত্রুস্থানীয়েরা মাংসভোজী, শষ্পভোজীরা আপনাদিগের শত্রু ; সুতরাং ইহার সাহায্যে কখন শত্রু জয় হইবে না। অতএব ইহাকে অপরাধী বিবেচনায় বধ করিয়া ফেলুন। পিঙ্গলক বলিল,— যাহাকে পূর্ব্বে সভাসমক্ষে গুণবান্ বলিয়া বলা হইয়াছে ; প্রতিজ্ঞা ভঙ্গভয়ে তাহাকে এক্ষণে দোষী বলা কর্ত্তব্য নহে। ২৬৫—২৬৭।

আর এককথা—আমি তোমারই কথায় সঞ্জীবককে অভয় দান করিয়াছি, সুতরাং আমি নিজে কেমন করিয়া তাহাকে বিনষ্ট করি। বিশেষতঃ এই সঞ্জীবক আমাদিগের প্রকৃতই সুহৃৎ। উহার প্রতি কোনরূপ ক্রোধ করা কোনক্রমেই উচিত হয় না। কথিত আছে— "তারকাসুরের উপদ্রবে উত্ত্যক্ত হইয়া দেবগণ যখন উহার বধ কামনায় ব্রহ্মার নিকট গিয়াছিলেন, তখন ব্রহ্মা তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন—সেই দৈত্য আমারই নিকট বর লইয়া ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, সুতরাং আমারই হস্তে তাহার প্রাণনাশ সঙ্গত নহে। লোকে বলে—বৃষবৃক্ষও নিজহস্তে বর্দ্ধিত করিয়া তাহা স্বয়ং ছেদন করা উচিত হয় না।" প্রথমে হয় প্রণয় করিবে না, না হয় একবার করিয়া ফেলিলে তাহা কখন ত্যাগ করিবে না। দেখ, একবার উন্নত করিয়া পরে তাহাকে অবনমন করা লজ্জাকর হইয়া থাকে, পরন্তু ভূতলে থাকিয়া যে পড়ে, তাহার সে পতনে ভয়ও হয় না। ফলে কাহারও উন্নতি করিয়া দিয়া শেষে তাহাকে অবনত করা অপেক্ষা বরং উন্নতি না করিয়া দেওয়াই শ্রেয়ঃ। উপকারী ব্যক্তিতে যে সাধুতাচরণ করে, তাহার সাধুতায় গুণ কি? অপকারী ব্যক্তিতে

যে সাধু ব্যবহার করে, পণ্ডিতেরা তাহাকেই সাধু বলিয়া থাকেন।” অতএব এ ব্যক্তি আমার প্রতি দ্রোহবুদ্ধি করিলেও আমি ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিব না। দমনক বলিল,—প্রভো! বিদ্রোহী ব্যক্তির উপর ক্ষমা প্রদর্শন করা রাজধর্ম্ম নহে। কথিত আছে,—“যে ভৃত্যের প্রয়োজন ও সামর্থ্য তুল্য, যে ভৃত্য রাজার ছিদ্রাভিজ্ঞ উদ্‌যোগী, সুতরাং অর্দ্ধরাজ্য-হরণে প্রয়াসী, রাজা তাদৃশ ভৃত্যকে বিনাশ না করিলে, তিনি নিজেই বিনষ্ট হইয়া থাকেন। পরন্তু আপনি সঞ্জীবকের সহিত সৌহৃদ্য স্থাপন করিয়া সমস্ত রাজধর্ম্মই পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং রাজধর্ম্মের অনুষ্ঠান অভাবে সমগ্র পরিজনেরা বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ সঞ্জীবক শষ্পভোজী আর আপনি এবং আপনার পরিজনবর্গ সকলেই মাংসভোজী। আপনি প্রাণিবধ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছেন; সুতরাং আপনার পরিজনবর্গের মাংসভোজন কেমন করিয়া নিষ্পন্ন হইবে? তাহারা এক্ষণে আহার অভাবে আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে। তাহাতে আপনারই ক্ষতি হইবে। সঞ্জীবকের সংসর্গে পড়িয়া কস্মিন্ কালেও মৃগয়া ব্যাপারে আপনার প্রবৃত্তি হইবে না। কথিত আছে,—পুরুষ যেরূপ প্রকৃতির লোকের নিকট সেবা পায় এবং যাদৃশ লোকের সহিত সংসর্গ করে, তাদৃশ গুণসম্পন্নই হয়, এ পক্ষে সন্দেহ নাই। সন্তপ্ত লৌহের উপর যদি জলবিন্দু পড়ে, তবে তাহা তৎক্ষণেই শুকাইয়া যায়, উহাই আবার পদ্মপত্রে থাকিয়া মুক্তাফলবৎ প্রতীত হয় এবং কখন বা স্বাতিনক্ষত্রে সাগরস্থ শুক্তিকুক্ষিতে পড়িয়া মৌক্তিকরূপে পরিণত হয়। অতএব দেখা যায়, সংসর্গবশেই প্রায় সকলে উত্তম, মধ্যম ও অধমগুণ-সম্পন্ন হইয়া থাকে।” আর এক কথা—“অসাধু-

লোকের দোষে সাধুগণও বিকৃত হইয়া থাকেন। তাহার দৃষ্টান্ত,—দুর্য্যোধন প্রসঙ্গে ভীষ্ম গোহরণে লিপ্ত হইয়া ছিলেন।" এই জন্যই সাধুগণ নীচসঙ্গ ত্যাগ করিবেন। কথিত আছে—"যাহার স্বভাব অবিজ্ঞাত, তাহাকে আশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য নহে দৃষ্টান্ত,—মৎকুণের দোষে মন্দবিসর্পিণী মরিয়াছিল।" পিঙ্গলক বলিল—ইহা কি রকম? দমনক কহিল,—

কথা (৯)

কোন রাজার একটী মনোরম শয়ন স্থান আছে। তথায় এক জোড়া অতি শুভ্র বস্ত্রের মধ্যে মন্দবিসর্পিণী নামে এক শ্বেত-বর্ণ যূকা বাস করিত ঐ যূকারাজ রক্ত পান করিয়া সুখে কাল-যাপন করিতেছিল। অন্য একদিন অগ্নিমুখ নামক একটা মৎকুণ ঘুরিতে ঘুরিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। অনন্তর তাহাকে দেখিয়া সেই মন্দবিসর্পিণী, বিষন্নমুখে বলিল,—ওহে অগ্নিমুখ! তুমি কোথা হইতে এই অনুচিত স্থানে আগমন করিলে? যাহা হউক, যাবৎ অন্য কেহ না জানিতে পারে, তাবৎ সত্বর তুমি এস্থান হইতে চলিয়া যাও। অগ্নিমুখ কহিল,—ভগবতি! গৃহাগত অসদ্ব্যক্তিকেও এরূপ কথা বলা উচিত নয়। কথিত আছে,—এস, এস, সমাশ্বস্ত হও, এই আসনে উপবেশন কর, বহুদিন পরে কেন দেখিতেছি? তোমার সংবাদ কি? তুমি শুকাইয়া গিয়াছ, তোমার কুশল ত? তোমাকে দেখিয়া প্রীত হইলাম, ইত্যাদি সম্ভাষণ গৃহপ্রাপ্ত নীচ ব্যক্তির প্রতিও সঙ্গত। সাধুগণ সর্ব্বদা ঐরূপ ব্যবহারই করিয়া থাকেন। পণ্ডিতগণ গৃহস্থগণের ইহাই স্বর্গপ্রদ সামান্য ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন।" আর এক কথা—আমি অনেক মানুষের অনেক প্রকার রুধির পান করিয়াছি; কিন্তু তাহাদিগের আহার-

দোষে ঐ রুধিরের স্বাদ কটু, তিক্ত, কষায় ও অম্লরস বলিয়া বোধ হইয়াছে। এই রাজা বিবিধ ব্যঞ্জন অন্ন পান চোষ্য প্রভৃতি উৎকৃষ্ট আহার করেন, এই জন্য ইঁহার শরীরে মিষ্ট রক্ত জন্মিয়াছে। সুতরাং আপনি যদি আমার প্রতি কিঞ্চিৎ প্রসন্ন হন, তাহা হইলে আমি এই রাজরক্ত আস্বাদনে কিঞ্চিৎ সুখানুভব করিতে পারি। কথিত আছে,—"দরিদ্র এবং নৃপতি উভয়েরই রসনাসুখ সমান। তবে লোক যাহার জন্য যত্ন করে, সেই বস্তুই সার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। যদি জগতে জিহ্বাপ্রীতিকর কোন কর্ম্ম না থাকিত, তাহা হইলে, কেহই কাহারও ভৃত্য বা প্রভু হইত না। লোকে যে অসত্য কথা বলে, সেবার অযোগ্য ব্যক্তিকে সেবা করে, এবং দূর দেশে যায়, সে সমস্তই উদরের জন্য।" অতএব আমি গৃহাগত হইয়াছি, বুভুক্ষায় আমার দেহ পীড়িত হইতেছে। তাই তোমার নিকট ভোজন প্রার্থনা করিতেছি ; সুতরাং তুমি একাকিনী এই রাজার রক্ত পান করিলে তাহা সঙ্গত হইবে না। এই কথা শুনিয়া মন্দ-বিসর্পিণী বলিল,—ওহে মৎকুণ! এই নৃপতি নিদ্রিত হইলে আমি ইহার রক্ত পান করিয়া থাকি। তুমি অগ্নিমুখ এবং চপল। কিন্তু তুমি যদি রক্ত পান করিতে চাও, তাহা হইলে এইখানে থাক। স্বেচ্ছামত রক্ত পান করিতে পারিবে। মৎকুণ বলিল,—ভগবতি! তুমি যা বলিলে আমি তাহাই করিব। রাজার রক্ত যতক্ষণ না তুমি খাইতেছ, আমার দেবগুরুর শপথ করিতেছি, এত কালের মধ্যে আমি উহা খাইব না। যূকা এবং মৎকুণ উভয়ে পরস্পর এইরূপ বলাবলি করিতেছে, ইতিমধ্যে রাজা শয্যায় শয়ন করিলেন। কিন্তু মৎকুণ নিজ জিহ্বালৌল্যে ও মহা উৎ-

কণ্ঠায় জাগ্রৎ অবস্থায়ই সেই রাজাকে দংশন করিল। অথবা পণ্ডিতেরা একথা ঠিকই বলিয়াছেন—"যাহার যে স্বভাব, উপদেশ দিয়া তাহার সে স্বভাব অন্যথা করা যায় না। দৃষ্টান্ত,—পানীয় সুতপ্ত হইলেও আবার তাহা ঠাণ্ডা হইয়া যায়। যদি চন্দ্র দহনাত্মক বা অগ্নি শীতল হন, তথাপি যাহার যে স্বভাব থাকে, তাহার সে স্বভাব অন্যথা করা অসম্ভব।"

অনন্তর শয়িত মহীপতি সূচ্যগ্রবেধের ন্যায় অনুভব করিয়া তৎক্ষণাৎ শয্যা হইতে উঠিলেন। তিনি বলিলেন,—ওহে কে আছ দেখ, আমার বিছানায় নিশ্চয়ই ছারপোকা পড়িয়াছে। আমাকে কামড়াইয়াছে। অনন্তর তথায় যে কয়েক জন পরিচারক ছিল, তাহারা ব্যস্ত হইয়া আসিয়া সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সেই প্রচ্ছাদনপট নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তখন চপলস্বভাব মৎকুণ দ্রুতগমনে খট্টার মধ্যে গিয়া লুকাইল। মন্দবিসর্পিণী স্বধর্মে ছিল, সে ধরা পড়িল, এবং রাজভৃত্যেরা তাহাকেই মারিয়া ফেলিল।

দমনক বলিল,—আমি এই জন্যই বলিতেছি যে, "নহ্যবিজ্ঞাতশীলস্য" ইত্যাদি। যাহা হউক, ইহা বুঝিয়া আপনার এক্ষণে ঐ সঞ্জীবককে বধ করাই উচিত। নচেৎ আপনাকেই বিনাশ করিয়া ফেলিবে। কথিত আছে,—যে ব্যক্তি আত্মীয় স্বজনকে ত্যাগ করে এবং অনাত্মীয়কে আত্মীয় বলিয়া বরণ করে, সে রাজা ককুদ্রুমের ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ২৬৬—২৮২

কথা (১০)

পিঙ্গলক বলিল,—ইহা কি রকম? দমনক বলিল,—কোন বনে চণ্ডরব নামে এক শৃগাল বাস করিত। সে এক দিন ক্ষুধাতুর হইয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করিল। অনন্তর নগরমধ্যস্থ কুক্কুরেরা

তাহাকে দেখিয়া চারিদিক্ হইতে শব্দ করিতে করিতে আসিল এবং তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রা দ্বারা তাহাকে দংশন করিতে লাগিল। তখন শৃগাল প্রাণভয়ে দৌড়িয়া গিয়া এক নিকটবর্ত্তী রজকগৃহে প্রবেশ করিল। রজকের গৃহে নীলরসপূর্ণ এক প্রকাণ্ড ভাণ্ড সুসজ্জিত ছিল। শৃগাল কুকুরদিগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া হঠাৎ সেই ভাণ্ড মধ্যে পড়িয়া গেল। পরে যেমন সে সেই ভাণ্ডমধ্য হইতে বাহির হইল, অমনি তাহার সর্ব্বশরীর নীলবর্ণ হইল, তখন অন্যান্য সারমেয়গণ তাহাকে শৃগাল বলিয়া বুঝিতে পারিল না। তাহারা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। শৃগাল চণ্ডরবও দূরতর প্রদেশে গিয়া ক্রমে কাননাভিমুখে প্রস্থান করিল। তাহার গাত্রের নীলবর্ণতা বিলুপ্ত হইল না। কথিত আছে—"বজ্রলেপ, মূর্খ, নারী, কর্কট এবং মৎস্য ইহাদিগের গ্রহ ও আগ্রহ নীলবর্ণ ও মদ্যপায়ীর গ্রহ বা আগ্রহবৎ অটল।" অনন্তর হরকণ্ঠলগ্ন গরলের ও তমালের তুল্যবর্ণ শৃগালকে সেই অরণ্যবাসী সিংহ ব্যাঘ্র, দ্বীপী ও বৃক প্রভৃতি জন্তুগণ এক অভূতপূর্ব্ব জন্তু মনে করিয়া ভয়ব্যাকুল-চিত্তে চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল,—এই জন্তুর কার্য্য এবং পৌরুষ আমরা জানি না, অতএব আমরা দূরতর প্রদেশেই চলিয়া যাই। কথিত আছে,—"যাহার কার্য্য, কুল এবং পরাক্রম অবিদিত, নিজ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তাহাকে কখন বিশ্বাস করিবে না।" ২৮৩—২৮৮

শৃগাল চণ্ডরবও তাহাদিগকে ভয়ব্যাকুলিত মনে করিয়া এই কথা কহিল,—ওহে শ্বাপদগণ! তোমরা আমাকে দেখিয়া কি নিমিত্ত সন্ত্রস্তভাবে পলায়ন করিতেছ? তোমরা ভয় করিও না। অদ্য স্বয়ং ব্রহ্মা আমাকে সৃষ্টি করিয়া এই কথা বলিলেন যে, বর্ত্তমান

কালে শ্বাপদগণের মধ্যে কোন রাজা নাই, অতএব তোমাকেই অদ্য সমগ্র শ্বাপদদিগের প্রভুত্বে অভিষিক্ত করিলাম। তুমি ককুদ্রুম নামে অভিহিত হইবে। অতএব তুমি এক্ষণে ভূতলে গিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন কর। আমি ব্রহ্মার এই আদেশ পাইয়াই এইখানে আসিয়াছি; সুতরাং আমার অধিরাজ্যে সমস্ত শ্বাপদদিগকেই থাকিতে হইবে। এই সমগ্র ত্রৈলোক্যে আমি ককুদ্রুম নামক রাজা।

এই কথা শুনিবামাত্র সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি শ্বাপদগণ "স্বামিন্, প্রভো! বলুন কি করিব" এই কথা বলিয়া তাহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া বসিল। তখন ককুদ্রুম সিংহকে অমাত্যপদ, ব্যাঘ্রকে শয্যারক্ষকের পদ, দ্বীপিকে তাম্বূলাধিকার এবং বৃককে দ্বাররক্ষকের পদ দান করিল। তাহার আত্মীয় স্বজন যে সকল শৃগাল ছিল, তাহাদিগের সহিত আলাপ পর্য্যন্তও করিল না। তাহাদিগকে গলা ধাক্কা দিয়া তাড়াইয়া দিল। এই প্রকারে ককুদ্রুম রাজত্ব করিতে লাগিল। সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতিরা বন্য মৃগ মারিয়া তাহার সম্মুখে দিত। ককুদ্রুমও প্রভুধর্ম্ম অনুসারে তাহাদিগকে তৎসমস্ত বিভাগ করিয়া দিত। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইল। এক দিন ককুদ্রুম সভা করিয়া বসিয়া আছে, এই সময় একদল শৃগাল দূরবনে, কোলাহল করিয়া উঠিল, ককুদ্রুম এই কোলাহল শুনিল, তৎশ্রবণে তাহার অঙ্গ পুলকিত হইল। নয়ন আনন্দাশ্রুজলে পূর্ণ হইয়া গেল। তখন সে, সে স্থান হইতে উঠিয়া উচ্চস্বরে শব্দ করিতে লাগিল। অনন্তর সিংহ প্রভৃতি শ্বাপদগণ সেই উচ্চ শব্দ শুনিয়া তাহাকে শৃগাল বলিয়া বুঝিল এবং লজ্জায় কিছু কাল অধোবদন হইয়া পরে পরস্পর বলিল,—ওহে আমরা এই ক্ষুদ্র শৃগালের ভৃত্য-

কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলাম, অতএব ইহাকে বধ কর। ককুদ্রুম তৎ-শ্রবণে পলাইতে ইচ্ছা করিল; কিন্তু সিংহ প্রভৃতি শ্বাপদগণ তাহাকে সেইখানেই খণ্ড খণ্ড করিয়া মারিয়া ফেলিল।

এইজন্যই আমি বলিয়াছি, "ত্যক্তাশ্চাভ্যন্তরা যে " ইত্যাদি। তৎশ্রবণে পিঙ্গলক কহিল,—ওহে দমনক! সঞ্জীবক যে আমার প্রতি বিদ্রোহবুদ্ধি করিয়াছে, এবিষয়ে প্রত্যয় কি?

দমনক কহিল,—সঞ্জীবক অদ্য আমার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, আমি প্রভাতেই পিঙ্গলককে বিনাশ করিব; সুতরাং এ সম্বন্ধে ইহাই প্রত্যয়। যাহা হউক, সঞ্জীবক প্রভাত হইবামাত্রই অবসর মত তাহার চক্ষু মুখ রক্তবর্ণ করিয়া ক্রোধে অধরোষ্ঠ কাঁপাইতে থাকিবে এবং কোন অনুচিত স্থানে বসিয়া ক্রূর দৃষ্টিতে আপনার দিকে তাকাইতে থাকিবে। তখন তাহার সেই ভাব বুঝিয়া আপনার যাহা কর্ত্তব্য হয় করিবেন। দমনক এই কথা কহিয়া সঞ্জীবকের নিকট গেল এবং তাহাকে প্রণাম করিয়া বসিয়া পড়িল। সঞ্জীবক তাহাকে মন্দ মন্দ পাদক্ষেপে উদ্বিগ্নের ন্যায় আসিতে দেখিয়া অাগ্রহের সহিত বলিল,—ওহে মিত্র! তোমার শুভাগমন ত? অনেকদিন পরে তোমায় দেখিলাম। তোমার মঙ্গল ত? তুমি গৃহাগত হইয়াছ। অতএব বল, তোমাকে আমার অদেয় বস্তুও দান করিতেছি। কথিত আছে,—এ জগতে তাহারাই ধন্য, তাহারাই সভ্য, এবং তাহারাই বিবেকদর্শী,—যাহাদিগের গৃহে সুহৃদ্গণ কার্য্যার্থ আগমন করিয়া থাকেন।

দমনক বলিল,—ভাই, সেবক জনের আবার মঙ্গল কোথায়? যাহারা রাজার সেবায় রত, তাহাদিগের সম্পত্তি পরাধীন, চিত্ত সর্ব্বদা অশান্তিময়, অধিক কি নিজের জীবনেও তাহাদিগের সদা

অবিশ্বাস। অপিচ সেবা করিয়া যাহারা ধন উপার্জ্জন করিতে চাহে, তাহারা কি করে, তাহা দেখ—হায়, সেই সকল মূর্খেরা নিজ দেহের উপরও একটু স্বাধীনতা পায় না। জন্ম ব্যাপার বড়ই দুঃখের, তৎপরে দারিদ্র্য, তাহাতে আবার সেবা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ, অহো কি দুঃখপরম্পরা! মহাভারতে শুনিতে পাই,—দরিদ্র, রোগগ্রস্ত, মূর্খ প্রবাসী এবং নিত্যসেবক, এই পাঁচ ব্যক্তি জীবদ্দশায়ও মৃত। সেবক উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় ইচ্ছামত আহার করিতে পারে না, নিদ্রার আবেশ হইলেও প্রভুর ভয়ে জাগিয়া থাকে এবং নিঃশঙ্ক ভাবে কখন কথাটী কহিতে পারে না। হায়, এইরূপই সেবকের জীবন! যাঁহারা সেবাকার্য্যকে শ্ব-বৃত্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের সে উক্তি মিথ্যা; কারণ, কুকুরও নিজ ইচ্ছায় চলিতে ফিরিতে পারে, কিন্তু সেবকের সে সুযোগও নাই। তাহাকে পরের শাসনে চলিতে হয়। যতি ব্যক্তির যেমন ভূশয্যা, ব্রহ্মচর্য্য, কৃশতা ও লঘু ভোজন দেখা যায়, সেবকের পক্ষেও তাহাই; তবে তাহাদিগের বিশেষের মধ্যে এই যে, তাহারা সেবাধর্ম্মে পাপী হইয়া থাকে, আর যিনি যত, তিনি পুণ্যবান্। সেবকেরা ধনের জন্য শীত-আতপাদি কত কষ্ট ভোগ করে, যদি ধর্ম্মচ্যুত না হয়, তবে সে কষ্ট তাহাদিগের কম হইয়া থাকে। যে মোদক দাসবৃত্তি দ্বারা লাভ করিতে হয়, তাহা মৃদু, কোমল, সুগোল, সুমিষ্ট বা মনঃপ্রীণন হইলেই বা ফল কি? বস্তুত শাকাদি খাইয়া যে কোনরূপে জীবন যাপন বরং শ্রেয়, তথাপি সেবা করিয়া মিষ্টান্ন ভোজনও কিছুই নহে। ২১৪।

সঞ্জীবক কহিল,—দমনক! তুমি কি বলিতে চাহিতেছ? সে বলিল,—সচিবদিগের মন্ত্রভেদ করা উচিত নহে। কথিত আছে,—

"সাচিব্যপদে অধিরূঢ় হইয়া যে ব্যক্তি রাজকীয় মন্ত্রণা ভেদ করে, সে সেই মূলকার্য্য নষ্ট করিয়া অন্তিমে নিজেও নরকগামী হয়। নারদ বলিয়াছেন, "যে সচিব রাজার মন্ত্রণা ভেদ করে, তাহা দ্বারা যে শুধু রাজার কার্য্য নষ্ট হয় তাহা নহে; সচিবের ঐ ব্যবহারে রাজার পক্ষে শস্ত্রহীন বধ-বিধানই হইয়া থাকে।" ২৯৬।

যাহা হউক, তথাপি আমি তোমার স্নেহপাশে আবদ্ধ আছি বলিয়াই সে মন্ত্রণা ভেদ করিয়া দিব। কারণ, তুমি আমারই কথায় এই রাজসংসারে বিশ্বস্ত এবং প্রবিষ্ট হইয়াছিলে। কথিত আছে যে, যাহার বিশ্বাসে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এই মৃত্যু বা হত্যা সেই বিশ্বাসী লোকের কথায় বিশ্বাসস্থাপনের ফলেই ঘটে; মনু এই কথা বলিয়াছেন।" যাহা হউক, আমি বুঝিয়াছি,—এই পিঙ্গলক তোমার প্রতি দুষ্টবুদ্ধি হইয়াছে। সে অদ্য আমার সম্মুখে স্পষ্টই বলিয়াছে যে, প্রভাত হইবামাত্রই আমি সঞ্জীবককে হত্যা করিয়া সমস্ত মৃগ পরিবারবর্গের চিরতৃপ্তি সাধন করিব। পরে আমি তাহাকে বলিলাম,—প্রভো! এ কার্য্য সঙ্গত হয় না যে, আপনি মিত্রদ্রোহ করিয়া জীবন যাপন করিবেন। কথিত আছে— "ব্রহ্মহত্যা করিয়াও বিহিত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধ হওয়া যায়, পরন্তু মিত্রদ্রোহী ব্যক্তি কদাচ নিষ্কৃতি পায় না।"

আমার কথায় পিঙ্গলক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—ওরে দুষ্টবুদ্ধি! সঞ্জীবক শষ্পভোজী, আমরা মাংসভোজী, সুতরাং সে আমাদিগের স্বাভাবিক বৈরী। রিপুকে কেমন করিয়া উপেক্ষা করা যায়? অতএব সামাদি উপায়ে তাহাকে হত্যা করিলে তাহাতে দোষ হইবে না। কথিত আছে—"যাহাকে অন্য কোন উপায়ে বধ করা যায় না, সেরূপ বৈরীর করে কন্যা দান করিয়াও বিদ্বান্ ব্যক্তি

ভাইকে হত্যা করিতে পারেন, তাহাতে দোষ নাই। ক্ষত্রিয় যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া ন্যায্যান্যায্য জ্ঞান করিবেন না, ইহার দৃষ্টান্ত—পূর্ব্বকালে দ্রোণ-পুত্রও ধৃষ্টদ্যুম্নকে প্রসুপ্তাবস্থায় হত্যা করিয়াছিলেন। সুতরাং আমি পিঙ্গলকের অভিপ্রায় বুঝিয়া তোমার কাছে আসিয়াছি। সম্প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা দোষ আর আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। আমি অতি গুপ্ত মন্ত্রণা তোমার নিকট প্রকাশ করিয়া দিলাম। অনন্তর তোমার যাহা কর্ত্তব্য হয় কর।

তখন সঞ্জীবক দমনকের সেই বজ্রাঘাতোপম বাক্য শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইল, পরে চেতনা পাইয়া ধীরে ধীরে বৈরাগ্যের সহিত বলিল,—অহো একথা ঠিকই উক্ত হইয়াছে,—"নারীগণ দুর্জ্জনগম্যা হয়, রাজা প্রায়ই স্নেহহীন হইয়া থাকে, ধন কৃপণ ব্যক্তিরই অনুসরণ করে, এবং মেঘ প্রায়ই গিরিদুর্গে বারি বর্ষণ করিয়া থাকে। রাজা আমাকেই ভাল বাসেন, যে দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তি এইরূপ মনে করে, তাহাকে শৃঙ্গহীন বলীবর্দ্দ বলিয়াই অভিহিত করিতে হয়। বনবাস, ভিক্ষাবৃত্তি, ভার বহিয়া জীবন ধারণ কিংবা রোগভোগ এ সকলও বরং ভাল, তথাপি সেবা করিয়া সম্পদ্‌ভোগ কিছুই নহে।" সুতরাং আমি এই পিঙ্গলকের সহিত যে মৈত্রী করিয়াছি, ইহা আমার পক্ষে ভাল কাজ হয় নাই। কথিত আছে—"যাহাদিগের সমান চিত্ত এবং সমান কুল, তাহাদিগেরই পরস্পর মৈত্রী এবং বিবাহসম্বন্ধ হওয়া উচিত; পরন্তু সবল এবং অবলের পরস্পর মৈত্রী বা বিবাহ বন্ধন কদাচ সঙ্গত নহে। অপিচ—মৃগ মৃগের, গাভী গাভীর, অশ্ব অশ্বের, মূর্খ মূর্খের এবং পণ্ডিত পণ্ডিতেরই অনুগমন করে। ফলে, তুল্যচরিত্র ও তুল্যদুঃখ ব্যক্তিতেই সৌহৃদ্য সুসঙ্গত হয়।" সুতরাং

যদি এখন গিয়া পিঙ্গলককে প্রসাদিত করি, তথাপি সে কখন প্রসন্ন হইবে না। কথিত আছে,—যে ব্যক্তি কোন কারণ বশে ক্রোধ প্রকাশ করে, তাহার সে ক্রোধ সেই কারণের অভাব হইলেই প্রশমিত হইতে পারে; কিন্তু যে ব্যক্তি অকারণে বিদ্বেষান্বিত হয়, মানুষ কি প্রকারে তাহাকে পরিতুষ্ট করিবে? এ কথা ঠিকই বলা হইয়াছে যে,—অনুরক্ত উপকারী, পরহিত-রত, সেবাকার্য্যে সুনিপুণ এবং দ্রোহবুদ্ধিহীন লোকদিগের ও অব্যবস্থিতচিত্ত প্রভুদিগের নিকট হইতে বিপদ সুনিশ্চিত। ঈদৃশ প্রভুর কাছে নিজ প্রয়োজন সিদ্ধি কখন হয়, কখন নাও হয়; সুতরাং জলধি সেবার ন্যায় রাজসেবাও সতত শঙ্কাদায়িনী। স্নেহান্বিত লোকেরা উপকার করিলেও সংসারে তাহা অপ্রিয় হইয়া উঠে, আবার কখন কখন অন্যে অপকার করিলেও তাহা প্রীতির বিষয় হইয়া থাকে।

সুতরাং প্রভুদিগের মনের ভাব দুর্ব্বুদ্ধ বলিয়া সেবাব্যাপার যোগীদিগেরও অত্যন্ত দুরধিগম্য হইয়া পড়ে। অতএব আমি বুঝিয়াছি, প্রভুর পার্শ্বচরেরা আমার প্রতি প্রভুর যে প্রসন্নতা জন্মিয়াছে, তাহা সহ্য করিতে অক্ষম হইয়াছে। এই জন্য তাহারা পিঙ্গলকের ক্রোধ জন্মাইয়া দিয়াছে; সুতরাং আমি নির্দ্দোষ হইলেও প্রভু আমার প্রতি এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। কথিত আছে,—“প্রভু ব্যক্তি যদি একজন সেবকের উপর প্রসন্ন হন, অপরাপর সেবকেরা তাহা সহ্য করিতে পারে না।—যেরূপ সদ্ব্যবহার করিলেও সপত্নীরা সপত্নীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে।” আর এরূপ ঘটিয়াই থাকে যে, গুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণ কাছে থাকিলে গুণহীনদিগের চিত্তপ্রসাদ হয় না। কথিত আছে,—“অধিক গুণশালী ব্যক্তিরা গুণীর গুণ ঢাকিয়া ফেলে। দৃষ্টান্ত,—দীপশিখার কান্তি রাত্রি

কালেই শোভা পায় ; কিন্তু সূর্য্যোদয় হইলে তাহা ম্লান হইয়া যায়।" দমনক বলিল,—ওহে মিত্র! যদি এরূপ মনে করিয়া থাক, তাহা হইলে আমি আর ভয় করি না। দুষ্ট লোকেরা প্রভুর যদি কোপ জন্মাইয়াও থাকে, তথাপি তোমার বাক্‌চতুর্য্যে তিনি প্রসন্ন হইবেন। সঞ্জীবক কহিল,—ওহে, তোমার কথা সঙ্গত হয় নাই। বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ও দুর্জ্জনের মধ্যে কখনই বাস করিতে পারা যায় না। তাহারা নিশ্চয়ই কোন উপায় উদ্ভাবন করিয়া বিনষ্ট করিবে। কথিত আছে,—"বহুসংখ্যক নীতিজ্ঞ পণ্ডিত আর কপটাচারী অনেক ক্ষুদ্র লোক, ইহারা মিলিত হইয়া, কাক প্রভৃতি যেমন উষ্ট্রের প্রতি করিয়াছিল, সেইরূপ কার্য্যাকার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।" ২৯৭—৩১১। দমনক কহিল,—সে কি রকম? তখন সঞ্জীবক বলিল,—

কথা। (১১

কোন এক বন প্রদেশে মদোৎকট নামে একটা সিংহ বাস করিত। দ্বীপী, বায়স ও শৃগাল প্রভৃতি তাহার কতকগুলি অনুচর ছিল। একদিন তাহারা ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে এক যূথভ্রষ্ট উষ্ট্রকে দেখিতে পাইল। উষ্ট্রের নাম ক্রথনক। সিংহ লল,—অহো! এই জন্তুটী কি অদ্ভুত! তোমরা জান,—এই জন্তুটী আরণ্য কি গ্রাম্য? তচ্ছ্রবণে বায়স বলিল,—প্রভো! এই জন্তু- নাম উষ্ট্র, এ গ্রাম্য এবং আপনার ভোজনযোগ্য। অতএব ইহাকে বিনষ্ট করুন। সিংহ কহিল,—আমি গৃহাগত ব্যক্তিকে বনাশ করি না। কথিত আছে,—"গৃহে যদি শত্রুব্যক্তিও আইসে, তবে তাহাকে এবং অকুতোভয় বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে যে বধ করে, তাহার শত ব্রহ্মহত্যার পাতক হইয়া থাকে।"

অতএব তোমরা ইহাকে অভয় দিয়া আমার কাছে লইয়া আইস, আমি উহার আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করি। অনন্তর সকল জন্তুরা মিলিয়া উষ্ট্রের বিশ্বাস জন্মাইল এবং তাহাকে অভয় দিয়া সিংহ মদোৎকটের নিকট লইয়া আসিল। উষ্ট্র আসিয়া সিংহকে প্রণাম-পূর্ব্বক সম্মুখে উপবেশন করিল। সিংহ তাহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিল। উষ্ট্র এক এক করিয়া তাহার আত্মবৃত্তান্ত এবং কিরূপে সে যূথভ্রষ্ট হইয়াছিল, তৎসমস্ত নিবেদন করিল। তখন সিংহ বলিল,—ওহে উষ্ট্র ক্রথনক! তুমি আর গ্রামে গিয়া ভারবহন-কষ্ট ভোগ করিও না। এই অরণ্যে নির্ভয়ে বাস কর। এই-খানে থাকিয়া মরকত তুল্য কোমল শষ্পাগ্র সকল ভক্ষণ করত আমারই সহিত চিরকাল বসবাস করিতে থাক। উষ্ট্র সে কথায় সম্মত হইল। সে নির্ভয়ে তাহাদিগের মধ্যে সুখে বিচরণ করত বাস করিতে লাগিল।

অনন্তর অন্য একদিন একটা প্রকাণ্ড অরণ্যচারী হস্তীর সহিত সিংহ মদোৎকটের যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে হস্তীর দন্তপ্রহারে সিংহের গাত্রে বেদনা জন্মিল। সিংহ ব্যথিত হইল, অতি কষ্টে তাহার জীবনরক্ষা পাইল। কিন্তু শরীর দৌর্ব্বল্যবশত সিংহ কোথাও এক পদও চলিতে পারিল না। সিংহের পারিষদ কাক প্রভৃতিরা নিজে ভক্ষ্যাহরণ করিতে অক্ষম বলিয়া ক্ষুধাকুলভাবে অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করিতে লাগিল। অনন্তর সিংহ তাহাদিগকে বলিল,—ওহে ভক্তগণ! তোমরা কোন স্থানে এমন ভাবে কোন শীকার অন্বেষণ কর, যাহাতে আমি এই অবস্থায় থাকিয়াও তাহাকে বিনষ্ট করিয়া তোমাদিগের ভোজন ব্যাপার সমাধা করিয়া দিতে পারি। অনন্তর তাহারা চারি জনেই ভ্রমণে বাহির

হইয়া। কিন্তু কোথাও কিছু না পাইয়া বায়স এবং শৃগাল উভয়ে মিলিয়া পরস্পর পরামর্শ করিতে লাগিল। শৃগাল কহিল,—ওহে বায়স! আর অধিক দূর ভ্রমণ করিয়া ফল কি? এই আমাদিগের প্রভুর অতি বিশ্বস্ত ক্রথনক রহিয়াছে। আমরা ইহাকেই বিনাশ করিয়া প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ করি। বায়স বলিল,—তুমি ঠিক্ বলিয়াছ, পরন্তু স্বামী ইহাকে অভয় দান করিয়াছেন, তাই এ, এস্থানে রহিয়াছে; সুতরাং এ উষ্ট্র কখনই বধ্য নহে। শৃগাল বলিল,—ওহে বায়স! আমি প্রভুর কাছে বলিয়া এরূপ করিব যাহাতে প্রভু ইহাকে বধ করেন। তোমরা এইখানেই থাক। আমি প্রভুর আজ্ঞা লইয়া ফিরিয়া আসিতেছি। শৃগাল এই কথা কহিয়া দ্রুতবেগে সিংহসমীপে গমন করিল এবং তাহাকে গিয়া বলিল,—প্রভো! আমরা সমস্ত বন ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি, কোথাও কোন প্রাণী দেখিলাম না। অতএব এক্ষণে আমরা কি করিব? আমরা বুভুক্ষায় এত কাতর হইয়াছি যে, এক পদও চলিবার আমাদের ক্ষমতা নাই। আপনিও গত দিবস কিঞ্চিৎ পথ্য খাইয়া রহিয়াছেন। যাহা হউক, যদি আপনার আদেশ হয়, তাহা হইলে অদ্য এই উষ্ট্রের মাংস দ্বারা আমরা আহারক্রিয়া সমাধা করি।

অনন্তর সিংহ সেই দারুণ বাক্য শুনিয়া সক্রোধে বলিল,—ধিক্ পাপাধম! যদি এমন কথা আবার বলিস্, তাহা হইলে তোকেই আমি সেই দণ্ডে বিনাশ করিব। কারণ আমিই তাহাকে অভয় দিয়াছি। যাহাকে অভয় দিয়াছি, তাহাকে কেমন করিয়া বিনাশ করিব? কথিত আছে,—"বুধগণ সকল প্রকার দানের মধ্যে অভয় দানকে যেরূপ শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, গো-দান, মহী-দান কিম্বা অন্ন-দানও সেরূপ শ্রেষ্ঠ নহে। শৃগাল তৎশ্রবণে বলিল,—

প্রভো! আপনি যদি অভয় দান করিয়া শেষে উহাকে বধ করেন, তবে তাহা দোষের হয় বটে; কিন্তু সে যদি আপনার প্রতি ভক্তি-বশত স্বেচ্ছায় আত্মজীবন অর্পণ করে, তবে তাহাতে দোষ নাই। সুতরাং সে নিজে আত্মপ্রাণ যথার্থ নিযুক্ত করিলে তাহাকে বধ করা যাইতে পারে। নচেৎ আমাদিগের মধ্য হইতেই একজনকে বধ করা হইবে। কারণ, আপনি পথ্যাশী হইয়া রহিয়াছেন। ক্ষুধা-বেগ নিবৃত্তি না করিলে চরম দশায় উপনীত হইতে হইবে। অতএব আমাদিগের এই সকল প্রাণ দিয়া কি হইবে, যদি ইহারা প্রভুর জন্ম অর্পিত না হয়? পরন্তু আপনার যদি কোন অনিষ্ট ঘটে, তাহা হইলেও ত পশ্চাতে আমাদিগকে বহ্নি প্রবেশ করিতেই হইবে। কথিত আছে,—"যে কুলে যে পুরুষ প্রধান, তাহাকে সর্ব্ব প্রযত্নে রক্ষা করিতে হইবে। কারণ, সেই কুলপ্রবর ব্যক্তি বিনষ্ট হইলে অরিগণ তখন আক্রমণ করিতে বিস্মৃত হয় না।"

তৎশ্রবণে মদোৎকট কহিল,—যদি এরূপ হয়, তবে যাহা অভি-রুচি কর। শৃগাল এই কথা শুনিয়া দ্রুতবেগে গিয়া সমস্তিব্যাহারী-গণকে বলিল,—ওহে, আমাদিগের প্রভুর বিষম দশা উপস্থিত হইয়াছে। অতএব আমাদিগের আর পর্য্যটনে লাভ কি? প্রভুর অভাব ঘটিলে কে আমাদিগকে রক্ষা করিবে? সুতরাং আমরা গিয়া, ক্ষুধাব্যাধি-বশে পরলোকগমনোদ্যত আমাদিগের প্রভুকে আত্মদেহ সমর্পণ করি। ইহাতে আমরা প্রভুর প্রসাদের অঋণী হইতে পারিব। কথিত আছে,—"যে ভৃত্যের প্রাণ থাকিতে, সম্মুখে প্রভু আপদ্‌গ্রস্ত হন, সেই ভৃত্যকে নরকগামী হইতে হয়।"

অনন্তর শৃগালপ্রভৃতিরা মিলিয়া সিংহ মদোৎকটের সম্মুখে গিয়া প্রণামপূর্ব্বক উপবেশন করিল। তখন মদোৎকট তাহাদিগকে

জিজ্ঞাসা করিল,—ওহে তোমরা কোথাও কোন প্রাণীকে দেখিয়াছ বা পাইয়াছ? তাহাদিগের মধ্য হইতে কাক বলিয়া উঠিল,—প্রভো! আমরা সমস্ত স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু কোথাও কোন প্রাণী দেখি নাই বা পাই নাই। অতএব অদ্য আমাকে ভক্ষণ করিয়া প্রভু প্রাণ রক্ষা করুন। আমাকে ভক্ষণ করিলে আপনার তৃপ্তি হইবে এবং আমারও স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটিবে। কথিত আছে,—"যে ভৃত্য ভক্তিযুক্ত হইয়া প্রভুর নিমিত্ত প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহার জন্মমরণ-বর্জ্জিত পরমপাদ লাভ হইয়া থাকে।"

বায়সের কথা শুনিয়া শৃগাল কহিল,—ওহে তুমি ক্ষুদ্রকায়; তোমাকে খাইলে প্রভুর প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে না। অধিকন্তু অন্য একটী দোষ উৎপন্ন হইবে। কথিত আছে,—"একে কাকমাংস, তাহা কুক্কুরোচ্ছিষ্ট, স্বল্প এবং তাহাও আবার দুর্লভ, এহেন মাংস ভক্ষণে ফল কি?—যাহাতে তৃপ্তি হয় না"। যাহা হউক, তুমি স্বামি-ভক্তি দেখাইয়াছ, ইহাই যথেষ্ট; ইহাতে তুমি প্রভুপ্রদত্ত অন্নের অঋণী হইয়াছ এবং ইহ-পর উভয় লোকেই তোমার সাধুবাদ ঘোষিত হইল; অতএব তুমি এক্ষণে অগ্রভাগ হইতে সরিয়া যাও, আমি প্রভুর কাছে কিছু বলি। কাক সরিয়া গেল। শৃগাল সিংহকে সাদরে প্রণাম করিয়া বলিল,—প্রভো! অদ্য আমাকে খাইয়া আপনি প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহপূর্ব্বক আমার উভয়লোক প্রাপ্তি করিয়া দিউন। কথিত আছে, "ধনার্জ্জিত ভৃত্যপ্রাণ সতত প্রভু-দিগেরই আয়ত্ত; সুতরাং সেই ভৃত্যদিগকে হত্যা করিতে কোনই দোষ নাই।" শৃগালের কথাবসানে দ্বীপী বলিল,— মহাশয়! ঠিকই বলিয়াছেন। পরন্তু আপনিও স্বল্পকায় এবং স্বজাতি, আপনার নখ আছে বলিয়া আপনিও অভক্ষ্য। কথিত আছে, "প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা

প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও কদাচ অভক্ষ্য ভক্ষণ করিবেন না। সেই অভক্ষ্যও আবার অল্প; সুতরাং উহা বিশেষরূপেই উভয়লোক-নাশক। যাহা হউক, তুমি নিজ কৌলীন্য দেখাইয়াছ। অথবা এ কথা ঠিকই উক্ত হইয়াছে যে,—নৃপগণ এইজন্য সদ্বংশীয় ব্যক্তি-দিগকে সংগ্রহ করিয়া রাখেন, কারণ আদি মধ্য এবং অন্ত কোন কালেই তাহারা বিক্রিয়া প্রাপ্ত হয় না।"

অতএব তুমি অগ্রভাগ হইতে সরিয়া যাও, আমি প্রভুর নিকট কিঞ্চিৎ নিবেদন করি। শৃগাল তাহাই করিল। দ্বীপী মদোৎ-কটকে প্রণাম করিয়া বলিল,—প্রভো! অদ্য আপনি আমার প্রাণ দ্বারাই প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ করুন। আমাকে অক্ষয় স্বর্গবাস দান করুন এবং ক্ষিতিতলে আমার প্রভূত যশ বিস্তার করিয়া দিউন। এবিষয়ে আপনি আর বিকল্প করিবেন না। কথিত আছে,—"প্রভুর কার্য্যে মৃত অনুরক্ত ভৃত্যদিগের স্বর্গে অক্ষয় বাস হয় এবং ভূতলে কীর্ত্তি বিস্তৃত হইয়া থাকে।" ৩১১—৩২১। এই সকল কথা শুনিয়া ক্রথনক চিন্তা করিল,—যাহা হউক, ইহারা সকলেই ক্রমে ক্রমে সাধুবাক্য প্রয়োগ করিল। কিন্তু প্রভু ইহাদিগের একজনকেও বিনাশ করিলেন না; অতএব আমিও সময়োচিত কথা বলি। আমার কথা ইহারা তিনজনেই সমর্থন করিবে। এইরূপ স্থির করিয়া সে বলিল,—ওহে, তুমি সত্য কথাই বলিয়াছ; পরন্তু তুমিও নখায়ুধ-সম্পন্ন; সুতরাং প্রভু তোমাকেই বা কি প্রকারে ভক্ষণ করিবেন? কথিত আছে,—"যে ব্যক্তি মন দ্বারাও স্বজাতির অনিষ্ট চিন্তা করে, ইহলোকে এবং পরলোকে তাহার নিজেরই সেই অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।" অতএব তুমি অগ্রভাগ হইতে সরিয়া যাও, আমি প্রভুকে কিঞ্চিৎ বলি। দ্বীপী তাহাই করিল।

উষ্ট্র সম্মুখে গিয়া প্রণামপূর্ব্বক সিংহকে বলিল,—প্রভো! যাহারা আত্মপ্রাণ দান করিতে চাহিল, ইহাদিগের সকল কয়টীই আপনার অভক্ষ্য; সুতরাং আমার প্রাণ দ্বারাই আপনি প্রাণযাত্রা সমাধা করুন। ইহাতে আমারও ইহ-পরলোক ঘটিবে। কথিত আছে,—"প্রভুর নিমিত্ত প্রাণপাত করিয়া শ্রেষ্ঠ সেবকগণ যে গতি প্রাপ্ত হয়, যোগী বা যাজ্ঞিকগণ সে গতি লাভ করিতে অক্ষম।" এই কথা বলিবামাত্র শৃগাল এবং শার্দ্দূল উভয়ে মিলিয়া উষ্ট্রের কুক্ষি বিদারণ করিয়া ফেলিল। উষ্ট্র ক্ষণেক প্রাণ পরিত্যাগ করিল। পরে সেই সকল ক্ষুদ্র পণ্ডিতেরা একত্র হইয়া তাহাকে ভক্ষণ করিল। এই জন্যই আমি বলিয়াছি—"বহবঃ পণ্ডিতাঃ ক্ষুদ্রা" ইত্যাদি।

অতএব হে ভদ্র! তোমাদিগের রাজা ক্ষুদ্র পরিবার-বিশিষ্ট। আমি তাহাকে বিশেষরূপে জানিয়াছি, তিনি সাধুগণের সেবার অযোগ্য। কথিত আছে—"যে রাজার প্রকৃতি অশুদ্ধ জন-মণ্ডলী তাঁহার অনুরক্ত হয় না।—যেরূপ গৃধ্রপরিবৃত রাজহংস করিয়াছিল। প্রায় দেখা যায়,—রাজা গৃধ্রতুল্য ক্রূর হইলেও হংস-প্রতিম নির্ম্মলচেতা সভাসদ্‌গণের সেব্য হইয়া থাকেন অথবা রাজা হংসতুল্য হইলেও গৃধ্রতুল্য ক্রূর সভাসদ্‌গণে বেষ্টিত হইয়া থাকেন। সুতরাং নিশ্চয়ই কোন দুর্জ্জন ব্যক্তি আমার প্রভুর কোপ জন্মাইয়া দিয়াছে। সেই জন্যই তিনি এইরূপ কথা বলিতেছেন। অথবা এরূপ হওয়া অসম্ভব নয়। কারণ কথিত আছে—"মৃদু সলিল সেচন দ্বারা যদি সতত মর্দ্দন করা যায়, তাহা হইলে পর্ব্বতের কঠিন প্রদেশও ক্ষয় হইয়া থাকে। এ অবস্থায় যাহারা ভেদ জন্মাইয়া দিতে সমর্থ, তাহাদিগের কর্ণাকর্ণি মন্ত্রণায়

মানবের মৃদু মন যে টলিবে, সে পক্ষে আর সন্দেহ কি? মূর্খ লোক বিষবৎ কর্ণ জাপ দ্বারা ভগ্নমন হইয়া কি কার্য্য না করিয়া থাকে? তাহারা ক্ষপণকবেশ ধারণ করে এবং নর-কপালে করিয়া সুরাপান করিতেও প্রস্তুত হয়।" অথবা একথা ঠিকই বলা হইয়াছে—"সর্প পাদাহত বা দৃঢ় দণ্ডে আহত হইলেও দন্ত দ্বারা যাহাকে স্পর্শ করিবে, তাহাকেই বিনাশ করিয়া ফেলিবে; কিন্তু খলপ্রকৃতি দারুণ মনুষ্যদিগের একটা বিশেষ স্বভাব এই যে, তাহারা যাহার কর্ণ স্পর্শ করিবে, তাহাকেই সমূলে বিনষ্ট করিয়া ফেলিবে। অহো! খলরূপী ভুজঙ্গের বধ ব্যাপার স্বতন্ত্র, সে এক জনের কর্ণে পরামর্শ দেয়; কিন্তু অন্য ব্যক্তি তাহাকে প্রাণে মারে।"

যাহা হউক, এ অবস্থায় আমার এখন কি করা কর্ত্তব্য, আমি পিঙ্গলকের কাছে গিয়া সুহৃদ্‌ভাবেই এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করি। দমনক বলিল—তোমার দেশান্তরে যাওয়াই উচিত। এরূপ কুস্বামীর নিকট থাকা কখনই সঙ্গত নহে। কথিত আছে—"গুরুও যদি কার্য্যাকার্য্যে অনভিজ্ঞ, গর্ব্বিত বা উৎপথগামী হন, তবে তাহাকে পরিত্যাগ করাই বিধি।" সঞ্জীবক কহিল—প্রভু যদি আমার উপর কোপই করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ত অন্যত্রও যাইতে পারিব না; কারণ অন্যত্র গিয়াও উদ্বেগের শান্তি হইবে না। কথিত আছে—"যে ব্যক্তি মহৎ ব্যক্তির নিকট অপরাধী হয়, সে দূরে গিয়াও আশ্বস্ত হইতে পারে না। বুদ্ধিমানের বাহুদ্বয় দীর্ঘ, তাহা দ্বারা অপরাধী ব্যক্তি বিনষ্ট হইয়া থাকে।"

সুতরাং যুদ্ধ ব্যতীত আমার পক্ষে আর শ্রেয়স্কর কিছুই নাই। কথিত আছে, "যে সকল সচ্চরিত্র ধীর ব্যক্তিরা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ

করে, তাহার প্রাণত্যাগ করিবামাত্রই যে লোকে গমন করিয়া থাকে, স্বর্গ-কামী জনগণ পুণ্যতীর্থভ্রমণ, চান্দ্রায়ণাদি তপ বা সুসম্পন্ন শত শত দান-ক্রিয়া দ্বারাও সে সকল লোক লাভ করিতে পারেন না।" বীরগণ মরিয়া স্বর্গলাভ এবং বাঁচিয়া কীর্ত্তি লাভ করিয়া থাকেন; সুতরাং বীরদিগের এই দ্বিবিধ গুণই সুদুর্লভ। যে বীরের ললাটে রুধির স্রাব হইয়া তাহা মুখবধ্যে প্রবেশ করে, ঐ রুধির সংগ্রাম-যজ্ঞে সোমপান তুল্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। পুরুষেরা বিধিবৎ যজ্ঞানুষ্ঠান, প্রকৃষ্ট দান, বিদ্বান্ ব্রাহ্মণার্চ্চন, প্রভূতদক্ষিণ যজ্ঞ, সাধু তীর্থ নিষেবণ অথবা সুবিহিত চান্দ্রায়ণাদি দ্বারা যে ফল পাইয়া থাকেন, বীরগণ যুদ্ধে মরিয়াও তৎক্ষণাৎ সে ফল প্রাপ্ত হইতে পারেন"। ৩২২—৩৩৫।

সঞ্জীবকের কথা শুনিয়া দমনক চিন্তা করিতে লাগিল,—তাইত, এই দুরাত্মাকে যুদ্ধার্থ কৃতনিশ্চয় দেখিতেছি। এ যদি কখনও তীক্ষ্ণ শৃঙ্গদ্বয় দ্বারা আমাদিগের প্রভুকে প্রহার করে, তাহা হইলে মহা অনর্থ ঘটিবে। অতএব, ইহাকে পুনরায় বুদ্ধিবলে এমন করিয়া তুলিব যে, এ, দেশ পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে চলিয়া যায়। দমনক এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রকাশ্যে বলিল,—ওহে মিত্র! তুমি ঠিকই বলিয়াছ। কিন্তু প্রভু এবং ভৃত্যে কিরূপ সংগ্রাম হইবে? কথিত আছে, "বলবান্ শত্রু দেখিয়া আত্মগোপন করিতে হয়। পরন্তু যাহারা বলবান্ তাহাদের পক্ষে শরচ্চন্দ্রবৎ আত্মপ্রকাশ করাই বিধেয়। অপিচ, শত্রুর পরাক্রম না বুঝিয়া যে ব্যক্তি তৎসহ বৈরাচরণে প্রবৃত্ত হয়, টিট্টিভ হইতে সমুদ্রের ন্যায় সে ব্যক্তি সেই শত্রু হইতে পরাভব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" সঞ্জীবক কহিল, সে কি রকম? তখন দমনক বলিল,—

কথা। (১২)

সমুদ্রের কোন এক তীরদেশে একটিট্টিভদম্পতি বাস করিত। কিয়ৎকাল পরে ঋতুসময় উপস্থিত হইলে টিট্টিভপত্নী গর্ভবতী হইল। অনন্তর তাহার প্রসবকাল নিকটবর্ত্তী হইলে, সে তাহার স্বামী টিট্টিভকে বলিল,—ওহে কান্ত! আমার প্রসবসময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব আমার জন্য একটী নিরুপদ্রব প্রসবস্থান স্থির করিয়া রাখ,—যেখানে আমি গর্ভ হইতে ডিম্ব প্রসব করিতে পারি। টিট্টিভ বলিল,—প্রিয়ে! এই সমুদ্রপ্রদেশ বড় রমণীয়। সুতরাং তুমি এই স্থানেই প্রসব করিবে। টিট্টিভী কহিল,—এ স্থানে পূর্ণিমা তিথিতে সাগরতীর জলপ্লাবিত হইয়া যাইবে। এখানে মত্ত মাতঙ্গ থাকিলেও তাহাকে জলপ্লাবনে ডুবিয়া যাইতে হয়। সুতরাং কোন দূরস্থ প্রদেশ অন্বেষণ কর। টিট্টিভ তৎ-শ্রবণে হাসিয়া উত্তর করিল,—প্রিয়ে! তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ। কিন্তু সমুদ্রের কি শক্তি যে আমার সন্ততিকে দূষিত করিতে পারে? তুমি কি শুন নাই? অম্বরস্পর্শী ধূমশূন্য মহাভয়প্রদ হুতাশনমধ্যে কোন্ মন্দমতি ব্যক্তি স্বেচ্ছায় প্রবেশ করিতে পারে? মত্ত গজের কুম্ভক বিদারণে ত্রস্ত হইয়া যে অন্তপ্রতিম সিংহ প্রসুপ্ত হইয়া রহি-য়াছে, যমলোক দর্শনে অভিলাষী হইয়া কোন্ ব্যক্তি তাহাকে জাগাইয়া তুলে। আর কোন্ ব্যক্তিই বা স্বয়ং যমালয়ে গিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে যমকে বলিতে পারে যে, হে যম। যদি তোমার শক্তি থাকে, তাহা হইলে আমার প্রাণ নষ্ট কর। আর কোন্ গুণদোষজ্ঞ পুরুষই বা হিমাক্ত প্রভাতবায়ু বহিতে থাকিলে জল দ্বারা শীত অপনয়ন করিতে চাহে?" । অতএব তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে এই খানে প্রসব কর। কথিত আছে, যে নর পরাভব আশঙ্কায় স্বস্থান

পরিত্যাগ করে, মাতা যদি সেই সন্তান দ্বারা পুত্রবতী হন, তবে বন্ধ্যা আবার কাহাকে বলা যায়?"

অনন্তর সমুদ্র তৎশ্রবণে চিন্তা করিল,—অহো, এই ক্ষুদ্র পক্ষী-টার কি গর্ব! অথবা এ কথা ঠিকই উক্ত হইয়াছে—টিট্টিভ আকাশভঙ্গভয়ে পদদ্বয় ঊর্দ্ধে তুলিয়া অবস্থান করিতেছে, সুতরাং নিজের মনে মনে গর্ব্ব কে না করিয়া থাকে?"

যা হউক, আমি ইহার প্রথাণ কৌতুহল বশেও দেখিব। উহার ডিম্ব অপহরণ করিলে এই টিট্টিভ আমার কি করিবে? সমুদ্র এইরূপ চিন্তা করিয়া রহিল

অনন্তর প্রসবান্তে টিট্টিভপত্নী আহারান্বেষণার্থ অন্যত্র গমন করিল। এ দিকে সমুদ্রও জলোচ্ছ্বাস চ্ছলে এই অবকাশে তাহার ডিম্ব কয়েকটী অপহরণ করিল। তখন টিট্টিভী আসিয়া তাহার প্রসবস্থান শূন্য দর্শনে বিলাপ করিতে করিতে টিট্টিভকে কহিল,—ওরে মূর্খ! আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সমুদ্রতীরে প্রসব করিলে আমার ডিম্বগুলি নষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব দূর দেশে যাই। কিন্তু তুমি মুর্খতাবশত গর্ব্বিত হইয়া আমার কথা মত কাজ কর নাই। অথবা একথা ঠিকই কথিত হইয়াছে,—যে ব্যক্তি হিতৈষী সুহৃদ্বর্গের কথামত কাজ না করে, সেই দুর্ব্বুদ্ধি কূর্ম্মবৎ কাষ্ঠ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নষ্ট হয়।" ৩৩৬ টিট্টিভ কহিল,—তাহা কি রকম? তখন টিট্টিভী বলিল,—

কথা (১৩)

কোন এক জলাশয়ে কম্বুগ্রীব নামে এক কচ্ছপ ছিল। সঙ্কট এবং বিকট নামে ঐ কচ্ছপের দুইটী হংসজাতীয় মিত্র ছিল। হংসদ্বয়ের

সহিত কচ্ছপের অত্যন্ত সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল। হংসদ্বয় প্রত্যহই সরোবরতীরে আসিয়া কচ্ছপের সহিত অনেক দেবর্ষি ও মহর্ষি-দিগের চরিত্র কথা কহিত এবংসন্ধ্যার সময় তাহারা নিজ নীড়ে গমন করিত। অনন্তর ক্রমে অনাবৃষ্টি বশতঃ সেই সরোবর একটু একটু করিয়া শুকাইতে লাগিল। তখন কচ্ছপের দুঃখে দুঃখিত হইয়া হংসদ্বয় বলিল,—ওহে মিত্র! এই শরোবর কর্দ্দমাবশিষ্ট হইয়া আসিল সুতরাং তুমি কেমন করিয়া এখানে থাকিবে, এই ভাবিয়াই আমাদিগের হৃদয়ে ব্যাকুলতা উপস্থিত হইতেছে। তৎশ্রবণে কম্বুগ্রীব কহিল,—ওহে, জলাভাব বশত সম্প্রতি আমার জীবন যায়-যায় হইয়াছে। তথাপি তোমরা কোন একটী উপায় স্থির কর। কথিত আছে,—'অতি সঙ্কট কালেও ধৈর্য্য ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিলে কোন এক সময়ে সদু-পায় লাভ করা যায়। যেরূপ সমুদ্র মধ্যে পোতভঙ্গ হইলেও পোতবণিক্ ধৈর্য্যবলে তথা হইতে উদ্ধার পাইবারই চেষ্টা করে। আর এক কথা—আপদ উপস্থিত হইলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মিত্রার্থে এবং বান্ধবার্থে সর্ব্বদা যত্ন করিবেন। মনু এই কথা বলিয়াছেন।" অতএব তোমরা এক গাছি শক্ত রজ্জু অথবা একখানি পাতলা কাষ্ঠ অন্বেষণ কর এবং নিকটে কোথাও প্রভূত জলপূর্ণ সরোবর আছে কিনা, তাহাও দেখ। আমি দন্ত দ্বারা সেই কাষ্ঠ-খণ্ড গ্রহণ করিব এবং তোমরা উভয় দিক্ ঠোঁটে করিয়া ধরিয়া রাখিবে। এই অবস্থায় তোমরা আমাকে সেই জলাশয়ে লইয়া যাইবে। হংসদ্বয় কহিল,—ওহে মিত্র! আমরা এইরূপই করিব; কিন্তু যাইবার সময় তুমি নীরব হইয়া থাকিও। নচেৎ কাষ্ঠ হইতে নিম্নে তোমাকে পাড়িয়া যাইতে হইবে। এই বলিয়া হংসদ্বয়

কচ্ছপকে লইয়া চলিল। কম্বুগ্রীব যাইতে যাইতে অধঃস্থিত একটী পুরী দেখিতে পাইল, তত্রত্য পুরবাসীরা কম্বুগ্রীবকে ঐ অবস্থায় লইয়া যাইতে দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত বলিল,—অহো, দুইটী পক্ষী কি যেন একটা চক্রের ন্যায় লইয়া যাইতেছে! দেখ, দেখ! অনন্তর পুরবাসীদিগের কোলাহল শুনিয়া কম্বুগ্রীব কহিল,—ওহে এই কিসের কোলাহল? এই কথা বলিতে গিয়া অর্দ্ধাংশ বলিবামাত্রই নিম্নে ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া গেল এবং পুরবাসীরা তাহাকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। এই জন্যই আমি বলিয়াছি, যে, "সুহৃদাং হিত-কামনামিত্যাদি। অপিচ "অনাগত বিধাতা এবং প্রত্যুৎপন্নমতি ইহারা দুইজন সুখে বৃদ্ধি পাইল; কিন্তু যদ্ভবিষ্য বিনষ্ট হইল।" টিট্টিভ বহিল,—ইহা কি প্রকার? তখন টিট্টিভী বলিল,—

কথা (১৪)

কোন একটী জলাশয়ে অনাগতবিধাতা প্রত্যুৎপন্নমতি এবং যদ্ভবিষ্য এই তিনটী মৎস্য ছিল। এক সময় কতিপয় ধীবর যাইতে যাইতে সেই জলাশয় দেখিয়া বলিল,—অহো, এই জলাশয়ে প্রচুর মৎস্য আছে, কিন্তু আমরা কখন ইহা অন্বেষণ করি নাই। যাহা হউক অদ্য আমাদের আহার ব্যাপার নিষ্পন্ন হইয়াছে, এবং সন্ধ্যা সময়ও উপস্থিত। অতএব রাত্রি প্রভাতেই এখানে আসিব। অনন্তর ধীবরদিগের সেই বজ্রতুল্য বাক্য শ্রবণ করিয়া অনাগতবিধাতা সমস্ত মৎস্যদিগকে ডাকিয়া এই কথা বলিল—অহো, ধীবরগণ যাহা বলিয়া গেল, তোমারা তাহা শুনিয়াছ কি? অতএব অদ্য রাত্রিকালেই নিকটবর্ত্তী কোন জলাশয়ে সকলে গমন কর। কথিত আছে—"দুর্ব্বল ব্যক্তিরা বলবান্ শত্রুর নিকট হইতে পলায়ন করিবে

অথবা কোন দুর্গ প্রদেশ আশ্রয় করিবে এতদ্ভিন্ন তাহাদিগের অন্য উপায় নাই।” অতএব প্রভাত হইলে নিশ্চয়ই মৎস্য-জীবীরা এখানে আসিয়া মৎস্যদিগের বিনাশ সাধন করিবে, ইহাই আমার মনে লইতেছে। সুতরাং সম্প্রতি এখানে ক্ষণকাল অব-স্থান করাও সঙ্গত হয় না। কথিত আছে—“অন্যত্র যাহাদিগের নিরাপদে থাকিবার উপায় আছে, সেই সকল বুদ্ধিমানেরা কখন নিজের দেহ ভঙ্গ এবং কুলক্ষয় অবলোকন করিবেন না।” তৎ-শ্রবণে প্রত্যুৎপন্নমতি বলিল,—অহো, তুমি ঠিক্ কথাই বলিয়াছ, আমারও অভীষ্ট এইরূপই। অতএব অন্যত্র গমন কর। কথিত আছে,—“কাক, কাপুরুষ এবং মৃগগণ ইহারা পরদেশে গিয়া কি প্রকারে থাকিব, এইরূপ ভাবিয়া ভীত হয়। স্বদেশের জন্য উহাদিগের মায়া প্রবল; সুতরাং উহারা ক্লীববৎ অক্ষম, তাই স্বদেশে থাকিয়াই বিনষ্ট হয়। যাহার সর্ব্বত্র গতি আছে, সে কি স্বদেশানুরাগের জন্য বিনষ্ট হয়? এই কূপটী আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের, এই বলিয়াই কাপুরুষেরা তৎকূপস্থ লবণাক্ত জল পান করিয়া থাকে।” ৩৩৭—৩৫১।

অনন্তর সেই কথা শুনিয়া যদ্ভবিষ্য উচ্চস্বরে হাসিয়া বলিল,—অহো তোমরা এটা ভাল সিদ্ধান্ত কর নাই। ধীবরদিগের একটা কথাতেই কি পিতৃ-পিতামহ আমলের এই সরোবরটী ত্যাগ করা সঙ্গত? যদি আয়ু ক্ষয় হইয়াই থাকে, তবে স্থানান্তরে গেলেও মৃত্যু ঘটিবে। কথিত আছে, “কোন বস্তু অরক্ষিত অবস্থায় থাকিলে দৈববশে তাহা রক্ষিত হয়। আর কোন বস্তু সত্নে রক্ষিত হইলেও দৈবে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। কোন অসহায় ব্যক্তি বনে বিসর্জ্জিত হইলেও বাঁচিয়া থাকে, আবার কেহ অতি যত্নে গৃহে থাকিয়াও

বিনষ্ট হয়।” সুতরাং আমি যাইব না। তোমাদিগের যাহা অভিরুচি হয়, করিতে পার।

অনন্তর অনাগতবিধাতা এবং প্রত্যুৎপন্নমতি উভয়ে তাহার সেই নিশ্চয় জানিয়া পরিজনগণসহ সরোবর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। অনন্তর প্রভাতে মৎস্যজীবিগণ আসিয়া জাল দ্বারা সেই সরোবর বেষ্টনপূর্ব্বক যদ্ভবিষ্যের সহিত সমস্ত মৎস্য ধরিয়া ফেলিল। এই জন্যই আমি বলিয়াছি,—“অনাগতবিধাতেতি।” এই কথা শুনিয়া টিট্টিভ বলিল,—ভদ্রে! তুমি কি আমাকে যদ্ভবিষ্যের ন্যায় মনে করিতেছ? যাহা হউক, তুমি আমার বুদ্ধির দৌড় দেখ, আমি এই সমুদ্রকে আমার চঞ্চু দ্বারাই শুকাইয়া ফেলিব। টিট্টিভী কহিল, অহো, সমুদ্রের সহিত তোমার বিগ্রহ কি? সমুদ্রের উপর কোপ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। কথিত আছে, “অক্ষম পুরুষদিগেরই আত্মবিনাশে ক্রোধের উদ্রেক হয়। প্রজ্বলিত পিঠর নিজ পার্শ্ব-দেশকেই অত্যধিক দগ্ধ করিয়া থাকে। অপিচ, নিজের শক্তি না জানিয়া যে ব্যক্তি পরের অভিমুখী হয়, সে বহ্নিতে পতঙ্গবৎ বিনষ্ট হইয়া থাকে।” টিট্টিভ কহিল,—প্রিয়ে! তুমি এরূপ বলিও না, যাহাদিগের উৎসাহশক্তি আছে, তাহারা ক্ষুদ্র হইলেও বিক্রমে মহৎকে অভিভূত করিতে পারে। কথিত আছে,—“রাহু যেমন এখনও পূর্ণচন্দ্রের সম্মুখীন হয়, সেইরূপ ক্রুদ্ধ ব্যক্তিও প্রবল শত্রুর সম্মুখে যাইয়া থাকে।” আরও দেখ, “মদমত্ত মদস্রাবী মাতঙ্গ সিংহাপেক্ষা প্রমাণে অধিক হইলেও সিংহ তাহার মস্তকে পদাঘাত করিয়া থাকে।” আরও দেখ, “বালার্কের পাদ (কিরণ) পর্ব্বতসমূহের শিখরেও পতিত হয়, সুতরাং যাহারা তেজস্বী, তাহা-দিগের আবার বয়সের বিচার কি? হস্তী প্রকাণ্ড হইলেও সে

অঙ্কুশের বশীভূত, অঙ্কুশ কি হস্তীর ন্যায় বড়? দীপ প্রজ্বলিত হইলে অন্ধকার নষ্ট হইয়া যায়। ঐ অন্ধকার কি দীপের সমান? বজ্র প্রহারে শত শত পর্ব্বত বিদীর্ণ হয়, কিন্তু পর্ব্বত কি বজ্রের তুল্যাকার? ফলতঃ যাহার তেজ আছে, সেই ব্যক্তিই বলবান্, মহাকায় ব্যক্তিতে আস্থা কি?" সুতরাং আমি এই চঞ্চু দ্বারা সমুদ্রের সকল জল শুকাইয়া ফেলিব।

টিট্টিভ কহিল,—ওহে প্রিয়! যাহাতে জাহ্নবী শত শত নদ নদী লইয়া নিয়ত প্রবেশ করিতেছেন এবং সিন্ধুনদও যাহাতে আসিয়া মিলিত হইতেছে, সেই আঠার শত নদীজল-পরিপূরিত সাগরকে তুমি কেমন করিয়া তোমার এই জলকণবাহী চঞ্চু দ্বারা শোষিত করিবে? তোমার এই অশ্রদ্ধেয় কথা বলিয়া ফল কি? টিট্টিভ বলিল,—প্রিয়ে! সম্পদের মূল উৎসাহ। আমার চঞ্চুপুট লোহার ন্যায় কঠিন। দিন ও রাত্রি সুদীর্ঘ। সুতরাং সমুদ্র কি বিশুষ্ক হইবে না? পুরুষ যতক্ষণ না নিজ পৌরুষ প্রকাশ করে, ততক্ষণ কোনরূপ উৎকর্ষ লাভ তাহার পক্ষে অসম্ভব। অর্থাৎ পরাক্রম ব্যতীত মহত্ত্ব প্রকাশ পায় না। অন্যের কথা কি, সূর্য্য তুলারাশিতে অধিরূঢ় হইয়াই মেঘবৃন্দকে জয় করিয়া থাকেন।"

টিট্টিভী বলিল,—যদি তুমি সত্য সত্যই সমুদ্রের সহিত বিগ্রহ ঘটাইতে ইচ্ছা করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার সুহৃদ্বর্গ ও অন্যান্য বিহঙ্গমদিগকে ডাকিয়া একসঙ্গেই এ কার্য্য কর। কথিত আছে,—"সারহীন বস্তুও যদি বহুপরিমাণে একত্র সমবেত হয়, তবে তাহাকে জয় করা অসাধ্য। দেখ,—বহু তৃণ লইয়া রজ্জু তৈয়ারি করিলে, শেষে তাহা দিয়া হস্তীকেও বাঁধিয়া রাখা যায়।" চটক, কাষ্ঠকূট, মক্ষিকা, ভেক এবং অন্যান্য বহুজনের সহিত বিরোধ

করিয়া একটী গজকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইয়াছিল। টিট্টিভ কহিল,—সে কি রকম? তখন টিট্টিভী বলিতে লাগিল,—

কথা। (১৫)

কোন এক বনপ্রদেশে একটা তমাল তরুর উপর এক চটক-দম্পতি বাস করিত, কালক্রমে তাহাদিগের সন্তানসন্ততি জন্মিল। একদিন একটা প্রমত্ত বনগজ ঘর্ম্মার্ত্ত হইয়া সেই তমাল তরুর ছায়ায় আসিয়া আশ্রয় লইল। পরে অত্যধিক মত্তভাবশে বৃক্ষের যে শাখায় সেই চটকদম্পতির বাসা ছিল, শুণ্ডাগ্র দ্বারা তাহা টানিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল। শাখা ভগ্ন হওয়ায় চটকাণ্ড সকল চারিদিকে ভাঙ্গিয়া পড়িল। আয়ু ছিল বলিয়া চটকদম্পতি কোনপ্রকারে মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইল। অনন্তর চটকপত্নী নিজের ডিম্বগুলি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় মর্ম্মাহত হইয়া বহু বিলাপ করিতে লাগিল, কোনক্রমে সুস্থ হইতে পারিল না। এই সময় তাহার বিলাপ শুনিয়া, তাহার পরম সুহৃদ কাষ্ঠকূট নামক এক পক্ষী তাহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া তথায় আসিয়া বলিল,—ভগবতি! বৃথা বিলাপ করিয়া ফল কি? কথিত আছে,—"পণ্ডিতেরা অদৃষ্ট, মৃত এবং অপগত বিষয়ের জন্ত শোক করিবেন না। পণ্ডিত এবং মূর্খের ইহাই বিশেষত্ব। আর এক কথা, যে মূঢ় ব্যক্তি এ সংসারে শোকানর্হ ব্যক্তির জন্ত শোক করে, সে দুঃখে দুঃখই পায়। কারণ দুইটী অনর্থই তাহাকে ভোগ করিতে হয়। এক নষ্টমৃতাদিরূপ অনর্থ এবং অপর তাহার জন্ত অনুশোচনা। আর এক কথা,—"মৃত ব্যক্তির জন্ত বান্ধবেরা যে শ্লেষ্ম এবং অশ্রু পরিত্যাগ করে, পরাধীন মৃত ব্যক্তিকে তাহাই ভোজন করিতে হয়; সুতরাং সেই জন্ত রোদন করিতে

নাই, সাধ্যানুসারে তাহার পারলৌকিক ক্রিয়া করাই কর্ত্তব্য। চটকপত্নী বলিল, ইহা সত্য বটে! কিন্তু দুষ্ট গজ গর্ব্ববশতঃ আমার সন্তানগুলিকে নষ্ট করিল, অতএব তুমি যদি আমার বস্তুতঃ সুহৃদ্ হও, তাহা হইলে সেই গজাধমের বিনাশের এমন কোন একটা উপায় চিন্তা কর, যাহার অনুষ্ঠান দ্বারা আমার সন্তানক্ষয়-জনিত দুঃখ দূরীভূত হইবে। কথিত আছে,—"যে ব্যক্তি বিপদে অপকার করে এবং যে ব্যক্তি দুরবস্থায় উপহাস করে, এই উভয়ে-রই সমুচিত অপকার করিয়া মৃত ব্যক্তিকেও পুনরায় জীবিতের মনে করা যাইতে পারে। কাষ্ঠকূট কহিল, ভগবতি! তুমি সত্য কথাই কহিয়াছ, কথিত আছে,—'অসমান জাতি হইলেও যে ব্যক্তি বিপদে সহায় হয়, তাহাকেই সুহৃদ্ বলা যায়। লোকের শ্রীবৃদ্ধির সময় সকলেই সুহৃদ্ হইয়া থাকে; কিন্তু যে বিপদে সাহায্য করে, সে ব্যক্তিই সুহৃদ্। যে ভক্তিমান পুত্রই পুত্র, আদেশানুবর্ত্তী ভৃত্যই ভৃত্য এবং যাহাতে নিবৃত্তি, সেই ভার্য্যাই প্রকৃত ভার্য্যা। যাহা হউক; তুমি আমার বুদ্ধিপ্রভাব দেখ। পরন্তু বীণারবা নামে এক মক্ষিকা আমার বন্ধু আছে। আমি তাহাকে ডাকিয়া আনি-তেছি। তাহা দ্বারাই দুষ্টগজকে বিনাশ করা যাইবে। এই কথা কহিয়া কাষ্ঠকূট চটকার সহিত মক্ষিকার নিকট গিয়া বলিল,—ভদ্রে! এই চটকা আমার আত্মীয়। একটা দুষ্টগজ ইহার ডিম্ব-গুলি নাশ করিয়া ইহাকে বড়ই কষ্ট দিয়াছে। অতএব আমি তাহার বিনাশে উদ্যত হইয়াছি, তুমি আমার সাহায্য কর। মক্ষিকা বলিল,—মহাশয়! এ বিষয় আর বলিব কি? কথিত আছে,—"পুনর্ব্বার প্রত্যুপকারের আশায় লোকে মিত্রদিগের প্রিয় কার্য্য করে। আর মিত্র-মিত্রের যে কার্য্য, তাহাও কি মিত্রেরা

করে না? অর্থাৎ তাহাও করিয়া থাকে।" যাহা হউক; তুমি সত্যই বলিয়াছ, আমারও মেঘনাদ নামে এক ভেক মিত্র আছে। আমি তাহাকেও ডাকিয়া যথোচিত কার্য্য করিব। কথিত আছে,—"সদাচারসম্পন্ন শাস্ত্রজ্ঞ, বুদ্ধিমান্, হিতৈষী ব্যক্তিরা সজ্জন-কল্পিত নীতিব্যাপারগুলি কোনক্রমেই লঙ্ঘন করিবেন না।"

অনন্তর তাহারা তিনজনে মিলিয়াই মেঘনাদের নিকট গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল। পরে, মেঘনাদ বলিল,—কুপিত প্রবল ব্যক্তির নিকট ঐ গজটা আর কতটুকু? আমার মন্ত্রণানুসারে কাজ কর। হে মক্ষিকা! তুমি যাও, বেলা দুপ্রহরের সময় গিয়া তুমি সেই মদমত্ত দন্তীর কর্ণে বীণারব তুল্য শব্দ করিতে থাক। এমন শব্দ করিতে থাক, যাহা শুনিয়া সেই গজ শ্রবণসুখ-লালসায় নয়নদ্বয় মুদিয়া রহিবে। তৎপরে কাষ্ঠকূট চঞ্চু-দ্বারা তাহার নয়নদ্বয় উপড়াইয়া ফেলিবে। তখন সে অন্ধ এবং তৃষ্ণার্ত্ত হইবে। আমি পরিবারগণসহ আমার গর্ত্তে থাকিয়া শব্দ করিতে থাকিব। তখন সে, জলাশয় মনে করিয়া এই দিকে আসিবে। অনন্তর গর্ত্তে পড়িবে আর মরিয়া যাইবে। এইরূপে এমন কৌশল করিতে হইবে, যাহাতে প্রতিহিংসা নিবৃত্তি হয়।

ভেকের পরামর্শ মত কাজ হইল। মক্ষিকার গানসুখে মত্ত গজ নয়ন দুইটি নিমীলন করিয়া রহিল। তখন কাষ্ঠকূট তাহার চক্ষুদ্বয় উপড়াইয়া ফেলিল। মধ্যাহ্ন কালে গজ ঘুরিতে ঘুরিতে ভেকের শব্দানুসারে সেই দিকে যাইয়া একটা প্রকাণ্ড গর্ত্ত মধ্যে পড়িল এবং মরিয়া গেল। এই জন্যই আমি বলিয়াছি—"চটকা কাষ্ঠ-কূটেন ইত্যাদি।"

টিট্টিভ কহিল,—ভদ্রে! তোমার পরামর্শই ঠিক। আমি

সুহৃদ্বর্গ সঙ্গে লইয়া সমুদ্র শুকাইয়া ফেলিব। টিট্টিভ এইরূপ স্থির করিয়া বক, সারস ও ময়ূর প্রভৃতিকে ডাকিয়া বলিল,—ওহে পক্ষিগণ! সমুদ্র আমার অণ্ডগুলি অপহরণ করিয়া আমাকে অত্যন্ত দুঃখ দিয়াছে। অতএব তোমরা তাহার শোষণোপায় চিন্তা কর। পক্ষিগণ মন্ত্রণা করিয়া বলিল,—সমুদ্র শুকাইতে আমরা অক্ষম; সুতরাং সে জন্য আর বৃথা প্রয়াস করিয়া কি হইবে? কথিত আছে,—"কোন দুর্ব্বল ব্যক্তি যদি মদমোহিত হইয়া প্রবল শত্রুর সম্মুখে যুদ্ধার্থ ধাবিত হয়, তাহা হইলে, সে ভগ্নদন্ত গজের ন্যায় পরাভূত হইয়া থাকে।" অতএব আমাদের প্রভু বৈনতেয় আছেন তাঁহার নিকট আমাদিগের সমস্ত দুঃখ কথা ব্যক্ত করা যাউক; স্বজাতির দুঃখে ক্রুদ্ধ হইয়া অবশ্যই তিনি বৈরনির্য্যাতন করিবেন। অথবা অতি তুচ্ছ সমুদ্রের সহিত আবার আমি যুদ্ধ করিব? এই বলিয়া আত্মলঘুতাও মনে করিতে পারেন। এইরূপ হইলে তাঁহাকেও তোমাদিগের দুঃখ ব্যতীত সুখ নাই। তথাপি কথিত আছে,—"অভিন্ন-হৃদয় সুহৃৎ, গুণবান্ ভৃত্য, অনুরক্ত কলত্র এবং সামর্থ্যযুক্ত স্বামীর নিকট দুঃখ নিবেদন করিয়া সুখী হওয়া যায়।" যাহা হউক, বৈনতেয় যখন আমাদিগের স্বামী, তখন অগ্রে তাঁহার নিকট যাওয়াই আমাদিগের কর্ত্তব্য। পক্ষীরা তাহাই করিল। সকলেই বিষণ্নমুখে সাশ্রু-নয়নে বৈনতেয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া করুণ-স্বরে রোদন করিতে লাগিল, বলিল,—অহো! আমরা যাহাতে বিনষ্ট না হই, তাহা আপনি করুন। সম্প্রতি আপনি প্রভু থাকিতে সমুদ্র এই সদাচার-সম্পন্ন টিট্টিভের ডিম্বগুলি অপহরণ করিয়াছে; অতএব পক্ষিবংশ এক্ষণে নির্ব্বংশ হইবার উপক্রম হইল। অতঃপর সমুদ্র ইচ্ছাপূর্ব্বক

অন্যান্য পক্ষীদিগকেও বিনাশ করিবে। কথিত আছে,—একজনের কর্ম্ম দেখিয়া অপর ব্যক্তি গর্হিতাচরণ করে, কারণ লোক গতানুগতিক। পরমার্থ-তৎপর লোক নাই। অর্থবৎ সমুদ্র যদি এই প্রকার কুকার্য্য করিয়া নিস্তার পায়, তাহা হইলে অন্যেও এইরূপ কাজ করিবে, কেহই হিতাহিত বিবেচনা করিবে না: তাহা হইলে সংসারের পক্ষে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবে। আর এক কথা—"চাটুকার, তস্কর, দুর্বৃত্ত, সাহসিক প্রভৃতি দুর্জ্জনগণ কর্ত্তৃক নানাবিধ কূট উপায়ে প্রজাগণ পীড়িত হইতে থাকিলে তাহাদিগকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। প্রতিপালক রাজা প্রজাদিগের ধর্ম্মের ষষ্ঠাংশ লাভ করিয়া থাকেন। আর যদি তিনি প্রজাপালনে উদাসীন হন, তবে প্রজাদিগের অধর্ম্মেরও ষষ্ঠাংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।" ৩৭১—৩৭৫।

"প্রজা পীড়ন-জনিত সন্তাপ হইতে যে অগ্নি উত্থিত হয়, তাহা রাজার শ্রী, কুল এবং প্রাণ দগ্ধ না করিয়া প্রশমিত হয় না। রাজা অবন্ধুদিগের বন্ধু, অচক্ষুদিগের চক্ষু এবং ন্যায়পথবর্ত্তী সমস্ত ব্যক্তিরই পিতা ও মাতা। ফলার্থী মালাকার যেমন অঙ্কুর সকল পালন করে, সেইরূপ রাজাও ফলার্থী হইয়া দান মানাদিরূপ জল দ্বারা যত্নপূর্ব্বক লোক সকলকে রক্ষা করিবেন। যেমন সূক্ষ্ম বীজাঙ্কুর প্রযত্নে রক্ষিত হইয়া ভবিষ্যতে ফলপ্রদ হয়, সেইরূপ প্রজাগণও সুরক্ষিত হইয়া কালে ফলপ্রদ হইয়া থাকে। হিরণ্য, ধান্য, রত্ন ও বিবিধ যানাসন এবং অন্যান্য যে সকল প্রয়োজনীয় বস্তু, তৎসমস্তই রাজার, প্রজার নিকট হইতেই হইয়'

গরুড় এই কথা শুনিয়া তাহাদিগের দুঃখে দুঃখিত হইল এবং কোপাবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিল—অহো! এই পক্ষিগণ সত্য কথাই

ফালিয়াছে। অতএব আজই আমি গিয়া সেই সমুদ্রকে শোষণ করিব। গরুড় এইরূপ চিন্তা করিতেছে, এই সময় জনৈক বিষ্ণুদূত আসিয়া বলিল,—ওহে গরুড়! ভগবান্ নারায়ণ আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন, দেবকার্য্যের নিমিত্ত তোমাকে অমরাবতীতে যাইতে হইবে। অতএব শীঘ্র শীঘ্র আইস। গরুড় তৎশ্রবণে অভিমানের সহিত বলিল,—ওহে দূত! আমার ন্যায় মন্দ ভৃত্য দ্বারা ভগবান্ কি করিবেন? অতএব তুমি গিয়া বল, আমার স্থানে তিনি অন্য ভৃত্য নিয়োগ করুন। তুমি ভগবান্‌কে আমার নমস্কার জানাইবে। কথিত আছে,—"যে যাহার গুণ না জানে, পণ্ডিত ব্যক্তি তাহাকে কখন সেবা করিবেন না, সুকৃষ্ট উষর ক্ষেত্র হইতে যেমন কোন ফল পাওয়া যায় না, সেইরূপ তাদৃশ সেব্য ব্যক্তির নিকট হইতেও সেবকের কোন ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না।"

দূত বলিল,—ওহে গরুড়! তুমি ভগবানের প্রতি কখনই ত এরূপ বাক্য প্রয়োগ কর নাই। সুতরাং বল, ভগবান্ তোমার কিরূপ অবমাননা করিয়াছেন? গরুড় বলিল,—ভগবানের আশ্রয়ীভূত সমুদ্র আমাদিগের টিট্টিভপক্ষীর অণ্ডগুলি অপহরণ করিয়াছে। অতএব তিনি যদি তাহাকে শাস্তি না দেন, তাহা হইলে আমিও তাঁহার ভৃত্য নহি, তুমি এই কথা তাঁহাকে বলিবে। সুতরাং শীঘ্র গিয়া তুমি ভগবানের নিকট এই কথা বল। অনন্তর ভগবান্ দূতমুখে গরুড়ের ঐরূপ প্রণয়-কোপ-বিবরণ জানিতে পারিয়া চিন্তা করিলেন,—আহা! গরুড়ের এইরূপ কোপ প্রকাশ করা অসঙ্গত হয় নাই। অতএব আমি নিজে গিয়াই তাহাকে সসম্মানে লইয়া আইসি। কথিত আছে,—"যিনি নিজের শ্রীবৃদ্ধি কামনা

করেন, তিনি কখন অনুরক্ত সদ্বংশজাত কার্য্যদক্ষ ভৃত্যকে অপমানিত করিবেন না, প্রত্যুত নিত্য পুত্রবৎ পালন করিবেন। আর এক কথা,—রাজা তুষ্ট হইয়া ভৃত্যদিগকে মাত্র অর্থদান করেন, কিন্তু ভৃত্যগণ সম্মানিত হইয়া প্রাণ দ্বারাও তাঁহার উপকার সাধন করে।"

ভগবান্ এইরূপ স্থির করিয়া সত্বর রুক্মপুরে গরুড়ের নিকট গমন করিলেন। গরুড় ভগবানকে গৃহাগত দেখিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া বলিল,—ভগবন্! সমুদ্র আপনার আশ্রয়ে উন্মত্ত হইয়া আমার ভৃত্যের অণ্ড সকল অপহরণপূর্ব্বক আমাকে অপমানিত করিয়াছেন। সমুদ্র আপনার আশ্রয়ীভূত, সমুদ্রের কোন অনিষ্ট করিলে পাছে আপনার অসম্মান হয়, সেই কেবল লজ্জাতেই আমি এযাবৎ বিলম্ব করিয়াছি, নচেৎ আজই আমি উহাকে স্থলমাত্রাবশেষ করিয়া ফেলিতাম। তবে প্রভুর ভয়ে কুক্কুরকেও প্রহার দেওয়া যায় না। কথিত আছে,—"যে কার্য্যে প্রভুর মনে পীড়া জন্মে অথবা তাঁহার মর্য্যাদা লাঘব হয়, কুলক্রমাগত সেবক এমন কর্ম্ম কখনই করিবে না।"

এই কথা শুনিয়া ভগবান্ কহিলেন,—ওহে গরুড়! তুমি সত্য কথাই বলিয়াছ। কেননা কথিত আছে,—"ভৃত্যের অপরাধ-জনিত যে দণ্ড হয়, তাহা স্বামীর উপরই বর্ত্তিয়া থাকে, এবং তদ্দ্বারা প্রভুর যে পরিমাণ লজ্জা হয়, ভৃত্যের তাহা হয় না।"

যাহা হউক, আমার সঙ্গে আইস। আমরা সমুদ্রের নিকট হইতে অণ্ডগুলি লইয়া গিয়া টিট্টিভকে আপ্যায়িত করিব এবং পরে অমরাবতীতে যাইব। ভগবানের কথা মতই কাজ হইল। ভগবান্ সমুদ্রকে তিরস্কার করিয়া একটী আগ্নেয় শর সন্ধানপূর্ব্বক

বলিলেন,—ওরে দুরাত্মা! তুই শীঘ্র টিট্টিভের অণ্ডগুলি দে, নচেৎ এখনই তোকে শুষ্ক করিয়া ফেলিব। অনন্তর সমুদ্র ভীত হইয়া টিট্টিভের সেই অণ্ডগুলি প্রত্যর্পণ করিল, টিট্টিভ সেই সকল অণ্ড লইয়া গিয়া তাহার ভার্য্যাকে দিল। দমনক বলিল,—এই জন্যই আমি বলিতেছি যে, "শত্রোর্বলমবিজ্ঞায়" ইত্যাদি। অতএব পুরুষগণ কখন উদ্যম পরিত্যাগ করিবেন না।

দমনকের এই কথা শুনিয়া সঞ্জীবক তাহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—ওহে মিত্র! আমি ঐ দুষ্টবুদ্ধিকে কেমন করিয়া জানিব? এতদিন উত্তরোত্তর স্নেহ ও প্রসন্নতার চক্ষেই সে আমাকে দেখিয়াছে। এ সম্বন্ধে আমি কখন তাহার বিকৃতি দেখিতে পাই নাই। যাহা হউক, তুমি যদি তাহার কোন বিকৃতি দেখিয়া থাক, তবে তাহা আমাকে প্রকাশ করিয়া বল। আমি আত্মরক্ষার্থ তাহাকে বিনাশ করিব।

দমনক বলিল,—ভদ্র! এ সম্বন্ধে জানিবার আর কি আছে? ইহা তোমার প্রত্যয়ের উপরই নির্ভর। তুমি যদি দেখ যে, তোমাকে দেখিয়া পিঙ্গলক আরক্তনেত্র হইয়াছে, ভ্রূকুটীভঙ্গী করিতেছে এবং জিহ্বা দ্বারা ওষ্ঠপ্রান্ত লেহন করিতেছে, তাহা হইলেই বুঝিবে, তোমার উপর সে মন্দ মতলব আঁটিয়াছে। আর যদি তাহা না হয়, তাহা হইলেই বুঝিবে, তোমার প্রতি তাহার প্রগাঢ় প্রসন্নতাই রহিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে আমাকে আজ্ঞা কর, আমি নিজালয়ে যাই। এই মন্ত্রণা যাহাতে ভেদ হইতে না পারে, তুমি সে পক্ষে চেষ্টা করিবে। যদি সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে তুমি গমন করিতে পার, তাহা হইলে তোমার পক্ষে দেশ ত্যাগ করাই উচিত। কথিত আছে, "যদি একটী ত্যাগ করিলে কুল রক্ষা হয়,

তবে তাহা করিবে। এইরূপ গ্রামের নিমিত্ত কুল ত্যাগ করিবে, জনপদের জন্য গ্রাম ত্যাগ করিবে এবং আত্মার নিমিত্ত সমস্তই ত্যাজ্য। আপদ নিবারণের জন্য ধন রাখিতে হয়, ধন দ্বারা স্ত্রী-পরিবার রক্ষা করিতে হয় এবং ধন ও স্ত্রী এ উভয় দ্বারাই সতত আত্মাকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য।" ফল কথা, প্রবল ব্যক্তি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে অথবা তাহার অনুগত হইয়া থাকিবে, ইহাই নীতি।" অতএব দেশ ত্যাগ করাই উচিত; অথবা সমমাদি উপায় দ্বারা আত্মরক্ষা বিধেয়। নীতিশাস্ত্রকারের বলেন,—"পণ্ডিত ব্যক্তি পুত্র কলত্রাদি দিয়াও আত্মরক্ষা করিবেন, কারণ, প্রাণ বাঁচিয়া থাকিলে দেহিগণের ঐ সকল পুনরায় হওয় অসম্ভব নহে।" আর এক কথা,—"শুভ বা অশুভ যে কোন উপায়েই হউক, বিপন্ন আত্মাকে উদ্ধার করিবে এবং শক্তিমান্ হইয় ধর্ম্ম আচরণ করিবে। যে মূঢ় ব্যক্তি প্রাণত্যাগ কালেও ধনাদিতে মায়া প্রকাশ করে, তাহার প্রাণ বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং প্রাণনাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই সমস্ত ধনাদিও নষ্ট হইয় যায়।" ৩৭৬—৩৯০।

দমনক এই কথা কহিয়া করটকের নিকট গেল। করটকও তাহাকে আসিতে দেখিয়া কহিল,—ভদ্র! তুমি কি করিয়া আসিতে পারিলে? দমনক বলিল,—আমি যে নীতিবীজ রোপণ করিয়া আসিয়াছি, এখন তাহা দৈবাধীন। কথিত আছে, "দৈব প্রতিকূল হইলেও পণ্ডিত ব্যক্তি নিজ দোষ ক্ষালনের জন্য এবং নিজ চিত্ত প্রবোধের নিমিত্ত কর্ম্ম করিয়া যাইবেন, আর এক কথা, —"উদ্যমশীল পুরুষপ্রবরকেই লক্ষ্মী আশ্রয় করিয়া থাকেন। যাহারা কাপুরুষ, তাহারাই দৈব দৈব বলিয়া চীৎকার করিয়া থাকে।

দৈব অগ্রাহ্য করিয়া আত্মশক্তিবলে পুরুষাকারের আশ্রয় কর; যত্ন করিলে যদি কার্য্য সিদ্ধ না হয়, তাহাতে দোষ কি?”

করটক কহিল,—তুমি কিরূপ নীতিবীজ রোপণ করিয়া আসিয়াছ, তাহা বল। দমনক বলিল,—আমি মিথ্যা কথা কহিয়া তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে এমন ভেদ দেখাইয়া দিয়া আসিয়াছি, যাহাতে পুনরায় তুমি আর তাহাদিগকে এক স্থানে থাকিয়া মন্ত্রণা করিতে দেখিতে পাইবে না।

করটক কহিল,—অহো! তুমি ভাল কাজ কর নাই। তাহারা পরস্পর স্নেহার্দ্রহৃদয়ে ঘুমাইতে ছিল, তাহাদিগকে তুমি ক্রোধ-সাগরে ফেলিয়া আসিয়াছ। শাস্ত্রে বলে,—“যে ব্যক্তি অবিরুদ্ধ ও সুখমগ্ন পুরুষকে দুঃখমার্গে নিয়োজিত করে, তাহাকে জন্মজন্মান্তরে দুঃখ ভোগ করিতে হয় সন্দেহ নাই। আর এক কথা—তুমি যে মাত্র ভেদ জন্মাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছ, ইহাও সঙ্গত নয়। কারণ, সকল লোকেই বিরুদ্ধাচরণে সমর্থ হয়, কিন্তু মানুষের উপকার করিবার সামার্থ্য অনেকেরই নাই। কথিত আছে,—“নীচ ব্যক্তি পরের কার্য্য নষ্ট করিতে জানে, কিন্তু পরকার্য্য সাধন করিতে জানে না। দৃষ্টান্ত—বায়ু বৃক্ষকে পাতিত করিতে পারে; কিন্তু তাহাকে উন্নমিত করিবার সাধ্য তাহার নাই।”

দমনক বলিল,—নীতি শাস্ত্রে তোমার অভিজ্ঞতা নাই বলিয়া তুমি এরূপ কথা বলিতেছ। কথিত আছে,—“যে ব্যক্তি শত্রু এবং ব্যাধি উৎপন্ন হইবামাত্র তাহাকে প্রশমিত না করে, সে ব্যক্তি মহাবল হইলেও ঐ শত্রু এবং ব্যাধি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে বিনাশ করে।” সঞ্জীবক আমাদিগের মন্ত্রিপদ অধিকার করিয়াছে, সুতরাং সে আমাদিগের শত্রু-স্বরূপ। শাস্ত্রে বলে,—

"যে ব্যক্তি যাহার পিতৃপৈতামহ স্থান জয় করিয়া লইতে চায়, সে তাহার সহজ শত্রু, সুতরাং সে যদি প্রিয় কার্য্যেও থাকে, তথাপি তাহার উচ্ছেদ সাধন করিতে হয়।" ভাবিয়া দেখ, আমি তাহাকে উদাসীন ভাবে অভয় প্রদান করিয়া আনিয়াছি, সে আমাকেই মন্ত্রিপদ হইতে বিচ্যুত করিল! অথবা পণ্ডিতেরা একথা ঠিকই বলিয়াছেন,—"সৎলোক যদি দুর্জ্জন ব্যক্তিকে নিজ পদে অধিকার প্রদান করেন, তাহা হইলে দুর্জ্জন ব্যক্তি সেই পদের প্রার্থী হইয়া তাঁহাকেই বিনাশ করিতে উদ্যত হয়। সুতরাং প্রশস্ত বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ কখন নীচ ব্যক্তিকে আশ্রয় দিবেন না। শুনা যায়, এ সংসারে কখন কখন জারও গৃহপতি পদে অধিরূঢ় হইয়া থাকে।" অতএব আমি তাহার বধোপায় উদ্ভাবন করিয়াছি। অথবা তাহাকে এদেশ হইতে তাড়াইব। আমার এই অভিসন্ধি তুমি ব্যতীত আর কেহই জানে না। সুতরাং স্বার্থের জন্য অনুষ্ঠিত এই কাজ সঙ্গতই হইয়াছে। কথিত আছে,—"হৃদয় নিস্ত্রিংশ ও বাণী ক্ষুরতুল্য করিয়া পরে শত্রুকে বধ করিবে, এ বিষয়ে দ্বিধা করিবে না।"

আর এক কথা, সঞ্জীবক মরিয়াও আমাদিগের খাদ্য হইবে। অতএব একদিকে বৈরসাধন, অন্য দিকে সাচিব্যপ্রাপ্তি ও আত্মতৃপ্তি এই তিনটীই ঘটিবে। এই গুণত্রয়ের উপস্থিতি বিষয়ে তুমি মূর্খতাবশত কি জন্য আমাকে দোষী করিতেছ? কথিত আছে,—"পণ্ডিত ব্যক্তি বনে চতুরকনামক শৃগালের ন্যায় শত্রুপীড়া ও স্বার্থসিদ্ধি করিয়া ভক্ষণ করিবে।" ৩৯১—৩৯৯। করটক কহিল,—সে কি রকম?

কথা। (১৬)

তখন দমনক বলিল—কোন বন প্রদেশে বজ্রদংষ্ট্র নামে

এক সিংহ আছে, তাহার দুই ভৃত্য,—একটী শৃগাল, একটী বৃক। শৃগালের নাম চতুরক, বৃকের নাম ক্রব্যমুখ। ভৃত্যদ্বয় সিংহের অত্যন্ত অনুগত। তাহারা সেই বনেই বাস করিত। এক দিন একটা আসন্নপ্রসবা উষ্ট্রী প্রসববেদনায় নিজ যূথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া এক গহন বনে উপবেশন করিয়া ছিল। সিংহ বজ্রদংষ্ট্র তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। অনন্তর সেই উষ্ট্রীকে বধ করিয়া যেমন তাহার উদর বিদারণ করিল, অমনি তন্মধ্যে হইতে একটী সজীব ক্ষুদ্র উষ্ট্র-শিশু নিষ্ক্রান্ত হইল। সিংহ সপরিবারে উষ্ট্রীর মাংস ভক্ষণে পরম পরিতৃপ্ত হইল। পরন্তু স্নেহ বশত সে শিশু উষ্ট্রসন্তানটীকে ভক্ষণ করিল না, তাহাকে গৃহে আনিয়া বলিল,—ওহে শিশু! আমার বা অন্য কাহারও নিকট হইতেই তোমার মৃত্যুভয় নাই। তুমি ইচ্ছা-মত বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াও। তোমার কর্ণদ্বয় শঙ্কুর ন্যায়। এ জন্য তোমার নাম হইল—শঙ্কুকর্ণ। সিংহ এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিবার পর তাহারা চারিজনই এক স্থানে বিহার করত পরস্পর নানাবিধ গোষ্ঠী সুখ অনুভবপূর্ব্বক বাস করিতে লাগিল। শঙ্কুকর্ণও যৌবনে পদার্পণ করিয়া ক্ষণকালের জন্যও সিংহকে পরি-ত্যাগ করিল না।

এক দিন কোন এক মদমত্ত বনগজের সহিত বজ্রদংষ্ট্রের যুদ্ধ হইল। বনগজ বীর্য্যাধিক্য বশত দন্ত প্রহার দ্বারা সিংহের দেহ এরূপ ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিল যে, সিংহ আর তৎপরে গমনাগমন করিতে সক্ষম হইল না। তখন সিংহ ক্ষুধাতুর কণ্ঠে তাহার ভৃত্যদিগকে বলিল,—ওহে, তোমরা কোন একটা মৃগ অন্বেষণ কর, আমি এই অবস্থায় থাকিয়াও তাহাকে বিনাশ-পূর্ব্বক আমার এবং তোমাদিগের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিব। তৎশ্রবণে

সেই ভৃত্যত্রয় সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত বনে বনে পরিভ্রমণ করিল, কিন্তু কোন শিকার প্রাপ্ত হইল না। অনন্তর চতুরক চিন্তা করিল,—যদি এই শঙ্কুকর্ণটাকে বিনাশ করা যায়, তাহা হইলে কিছু দিনের জন্য আমাদিগের তৃপ্তি হইতে পারে। পরন্তু প্রভু ইহাকে আশ্রয় দিয়াছেন, এবং ইহার সহিত সৌহার্দ্দস্থাপন করিয়াছেন, এ জন্য তিনি ইহাকে বিনাশ করিতে সম্মত হইবেন না। অথবা আমার বুদ্ধিবলে প্রভুকে আমি এমন করিয়া তুলিব, যাহাতে আসিয়াই তিনি ইহাকে বধ করেন। কথিত আছে;—"বুদ্ধিমানদিগের বুদ্ধির অগম্য বা তাঁহাদিগের অকৃত্য সংসারে কিছুই নাই। সুতরাং সকল সময়ই কার্য্যোদ্ধারের জন্য বুদ্ধিনিয়োগ করা কর্ত্তব্য।"

চতুরক, এইরূপ চিন্তা করিয়া শঙ্কুকর্ণকে বলিল,—ওহে শঙ্কুকর্ণ! আমাদিগের স্বামী আহারাভাবে ক্ষুধায় কাতর হইয়াছেন; আহারাভাবে প্রভু যদি মরিয়া যান, তবে আমাদিগেরও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। অতএব তাঁহার জন্য তোমাকে দু'একটা কথা বলিব। শঙ্কুকর্ণ কহিল,—ওহে চতুরক! শীঘ্র বল, আমি তোমার কথা নিঃসন্দেহে রক্ষা করিব। বিশেষত আমার দ্বারা স্বামীর কোন হিতকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে, তাহাতে শত শত পুণ্য সঞ্চয় হইবে। চতুরক বলিল,—ওহে উষ্ট্র! দ্বিগুণ দেহ লাভের জন্য তোমার এই দেহ প্রভুকে অর্পণ কর। তচ্ছ্রবণে শঙ্কুকর্ণ কহিল,—ভদ্র! যদি এরূপ হয়, তবে বল যে, এটা আমারই প্রয়োজন? স্বামীর নিমিত্ত এ কার্য্য অনুষ্ঠিত হউক; পরন্তু এবিষয়ে ধর্ম্মই সাক্ষী থাকুন। এইরূপ স্থির করিয়া তাহারা সকলে সিংহের নিকট উপস্থিত হইল। তখন চতুরক সিংহের নিকট বলিল,—দেব! কোথাও কোন শীকার মিলিল না, ভগবান্ সূর্য্যও অস্তমিত হইয়াছেন; অতএব আপনি যদি ধর্ম্ম

সাক্ষী রাখিয়া এই শঙ্কুকর্ণকে দ্বিগুণ শরীর দান করেন, তবে এ আপনাকে আত্মদেহ দান করিতে প্রস্তুত আছে। সিংহ বলিল—আচ্ছা, এ অতি সুন্দর ব্যবস্থা হইয়াছে। এব্যাপারে ধর্ম্মকেই সাক্ষী করা হউক। অনন্তর সিংহের কথা শেষ হইবা মাত্র, শৃগাল ও বৃক, উভয়ে মিলিয়া উষ্ট্রের কুক্ষি বিদারণ করিয়া ফেলিল। উষ্ট্র মরিয়া গেল। তখন বজ্রদংষ্ট্র চতুরককে কহিল,—ওহে চতুরক! আমি নদীতে গিয়া স্নান ও দেবতার অর্চ্চনাদি করিয়া ফিরিয়া না আইসি, তাবৎ তুমি এস্থানে সাবধানে থাক। এই বলিয়া সিংহ নদীতে স্নান করিতে গেল। এদিকে সিংহ যাইবামাত্র চতুরক চিন্তা করিল,—'আমি কেমন করিয়া একাকী এই উষ্ট্রটাকে খাইব?' এইরূপ ভাবিয়া ক্রব্যমুখকে বলিল—ওহে ক্রব্যমুখ! তুমি ভাই ক্ষুধাতুর হইয়াছ, অতএব যাবৎ আমাদিগের প্রভু ফিরিয়া না আইসেন, তাবৎ তুমি এই উষ্ট্রের মাংস খাইতে থাক। আমি প্রভুর নিকট তোমাকে নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া দিব। ক্রব্যমুখ তচ্ছুবণে যেমন কিছু মাংস খাইতে প্রবৃত্ত হইল আর অমনি চতুরক বলিল,—ওহে ক্রব্যমুখ! ঐ প্রভু আসিতেছেন; অতএব তুমি ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে অবস্থান কর, তাহা হইলে তুমি ইহা ভক্ষণ করিয়াছ, এরূপ সন্দেহ স্বামী করিতে পারিবেন না। বৃক তাহাই করিল। সিংহ আসিল; আসিয়া দেখিল, উষ্ট্রের বক্ষঃস্থল হইতে কে কতকটা মাংস খাইয়া ফেলিয়াছে। তখন সিংহ ভ্রূকুটি করিয়া কঠোর-কণ্ঠে বলিল,—অহো! কে এই উষ্ট্রকে উচ্ছিষ্ট করিয়াছে? আমি তাহাকে বিনাশ করিব। সিংহ এই কথা বলিবামাত্র ক্রব্যমুখ চতুরকের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল এবং বলিল—'হে চতুরক! যাহাতে আমার শান্তি হয়,

তৎসম্বন্ধে তুই একটা কথা বল।' অনন্তর চতুরক হাসিয়া উত্তর করিল,—হে বৃক! তুমি আমাকে অগ্রাহ্য করিয়া উষ্ট্রমাংস খাইয়াছ, এখন আবার আমার মুখের দিকে তাকাইতেছ? যাহা হউক, এখনই তোমাকে তোমার দুর্ণয়ের ফল ভোগ করিতে হইবে। ক্রব্যমুখ তচ্ছ্রবণে প্রাণভয়ে দূরদেশে পলায়ন করিল।

এই সময় সেই পথে একদল ভরবাহী উষ্ট্র আসিয়া উপস্থিত হইল। এই উষ্ট্রদলের মধ্যে অগ্রগামী উষ্ট্রের গলায় একটা প্রকাণ্ড ঘণ্টা বাঁধা ছিল; সুতরাং অনেক দূর হইতেই সেই ঘণ্টার শব্দ সিংহ শুনিতে পাইয়া শৃগালকে কহিল,—ওহে, জান দেখি—এই শব্দ কিসের? এরূপ বিকট শব্দ ত আর কখন শুনি নাই! চতুরক তৎশ্রবণে বনমধ্যে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া শীঘ্রই ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—প্রভো! যদি যাইবার শক্তি থাকে, তবে শীঘ্রই এ স্থান হইতে প্রস্থান করুন। সিংহ বলিল—ওহে তুমি আমাকে ব্যস্ত করিতেছ কেন? কি হইয়াছে বল। চতুরক বলিল,—প্রভো! স্বয়ং ধর্ম্মরাজ যম আপনার প্রতি কুপিত হইয়াছেন। যম স্থির করিয়াছেন,—আপনি অকালে এই উষ্ট্রের প্রাণসংহার করিয়াছেন বলিয়া তিনি আপনার নিকট ইহার সহস্রগুণ উষ্ট্র আদায় করিয়া লইবেন। যম ঐরূপ নিশ্চয় করিয়া অগ্রগামী একটা উষ্ট্রের গলায় এক বৃহৎ ঘণ্টা বাঁধিয়া মৃত উষ্ট্রের আত্মীয়বর্গ এবং তাহার পিতৃপিতামহদিকে সঙ্গে লইয়া বৈরনির্যাতনার্থ আসিতেছেন। সিংহ ঐ কথা শুনিবামাত্র দূর হইতে একটু দেখিয়াই মৃত উষ্ট্রকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিল। এদিকে এই অবকাশে চতুরকও ধীরে ধীরে সেই মৃত উষ্ট্র মাংস ভক্ষণ করিতে লাগিল। এই জন্যই আমি বলিয়াছি,—"পরস্য পীড়নং কুর্ব্বন্নিত্যাদি।"

এদিকে দমনক চলিয়া যাইবা মাত্র সঞ্জীবক চিন্তা করিতে লাগিল,—হায় আমি একি করিয়াছি! আমি শষ্পভোজী হইয়াও একটা মাংসাশী জন্তুর অনুগত হইয়াছি। অথবা একথা ঠিকই কথিত হইয়াছে,—'অশ্বতরীর গর্ভ যেমন মৃত্যুদায়ক, সেইরূপ যে ব্যক্তি অগম্য গমন বা অসেব্য সেবন করে, তাহারও মৃত্যু উপস্থিত হইয়া থাকে।' অতএব এখন আমি কি করি? কোথায় যাই! কিরূপে আমার শান্তি হইবে? অথবা সেই পিঙ্গলকের নিকটই গমন করি, আমি শরণাগত বলিয়া সে আমাকে না মারিয়া রক্ষা করিতেও পারে। কথিত আছে,—যাহারা ধর্ম্মার্থ যত্ন প্রকাশ করে, দৈবাৎ তাহাদিগের যদি কখন বিপদ ঘটে, তাহা হইলে সেই বিপদ শান্তির জন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা নীতি অবলম্বন করিবেন। সংসারে এই একটা জনপ্রবাদ প্রচলিত
বহ্নিতে দগ্ধ হইয়া যায়, তবে সেই বহ্নি-জনিত সেকই আবার তাহার পক্ষে হিতকর হইয়া থাকে। সংসারে লোক সকল স্বীয় কর্ম্মজনিত ফল আশ্রয় করিয়া নিয়ত যথাকর্ত্তব্য পালন করিয়া যাই-তেছে, তাহাদিগের স্বকর্ম্মোপার্জ্জিত শুভ বা অশুভ যাহা নিত্য হইবার, তাহা হইবেই; তাহাতে আর বিচারহেতু কিছুই নাই।" অপর কথা—আমি যদি অন্যত্র চলিয়া যাই, তাহা হইলে হয় ত অন্য কোন দুষ্ট হিংস্র জন্তুর নিকট আমাকে প্রাণ হারাইতে হইবে। অতএব সেরূপ মৃত্যু অপেক্ষা বরং সিংহের হস্তে মরণ ভাল। কথিত আছে,—"মহতের সঙ্গে বিবাদ বাধাইয়া বিপদ্ বরিয়া আনাও শ্রেষ্ঠ। পর্ব্বত বিদারণ করিতে গিয়া গজগণের দন্ত ভঙ্গ হওয়াও শ্লাঘ্য। গজমদপ্রার্থী মধুপ যেমন গজকর্ণ-প্রহারে তাড়িত হইয়াও শ্লাঘ্য হয়, সেইরূপ ক্ষুদ্র ব্যক্তিও মহতের নিকট হইতে ক্ষয় পাই-

য়াও শ্লাঘালাভ করিয়া থাকে।” সঞ্জীবক এইরূপ নিশ্চয়-পূর্ব্বক স্খলিত গমনে ধীরে ধীরে যাইতে যাইতে সিংহের আশ্রয়-স্থল দেখিল এবং নিম্নোক্ত কথা আওড়াইল। অহো! ঠিকই কথিত হইয়াছে যে, মধ্যগতসর্প গৃহের ন্যায়, শ্বাপদসঙ্কুল বনের ন্যায়, সুন্দর সরোজযুক্ত ছায়াম্বিত অথচ গ্রাহাকীর্ণ সরোবরের ন্যায়, এবং ঘোর জলধির ন্যায়, অসত্যভাষী অনার্য্যজনপূর্ণ রাজগৃহে জনগণ ভীত ভীতভাবে গমন করিয়া থাকে।” ৪০০—৪০৬।

এইরূপ পাঠ করিতে করিতে দমনকের কথিতানুরূপ পিঙ্গলককে দেখিয়া ভীত ও সংবৃতশরীর হইয়া প্রণাম না করিয়াই দূরে উপবেশন করিল। পিঙ্গলকও তাহাকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া দমনকবাক্যে বিশ্বাস করতঃ তাহার উপর পতিত হইল। তীক্ষ্ণ নখরাঘাতে সঞ্জীবকের পৃষ্ঠ ক্ষত-বিক্ষত হইল। সঞ্জীবক তাহার উপরে শৃঙ্গ তাড়না করিয়া কোনরূপে বহির্গত হইল এবং শৃঙ্গদ্বারা তাহাকে বধ করিবার জন্য অভিলাষী হইয়া যুদ্ধার্থে উদ্যত হইল। অনন্তর উভয়কেই পুষ্পিত পলাশবৃক্ষসদৃশ রক্তাক্ত-কলেবর ও পরস্পরের বধাভিলাষী দেখিয়া করটক দমনককে বলিল,—তুমি নিতান্তই নির্ব্বোধ। তুমি ইহাদের বিবাদ বাধাইয়া ভাল কার্য্য কর নাই। তুমি নীতিশাস্ত্রও জান না। নীতিশাস্ত্র-বিদেরা বলিয়াছেন,—যে নীতিজ্ঞগণ কষ্টসাধ্য সংগ্রাম-সম্ভাবক কার্য্যগুলি সাম দ্বারাই নিষ্পন্ন করিতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃত মন্ত্রিপদ-বাচ্য। আর যাহারা অল্পফলোদয় নিঃসার কার্য্যে অন্যায়পূর্ব্বক সংগ্রাম বাধাইতে ইচ্ছা করে, তাহাদিগের দুর্নীতি ব্যবহারে রাজলক্ষ্মী সংশয়িত হইয়া থাকেন।” অত-এব এক্ষণে যদি প্রভুর ইহাতে অনিষ্ট হয়, তাহা হইলে আর

তোমার মন্ত্রণাবুদ্ধি দ্বারা কি করিলে? যদি এই যুদ্ধে সঞ্জীবক বিনষ্ট না হয়, তাহাতেও অমঙ্গল। অতএব হে মূর্খ! তুমি কিরূপে মন্ত্রিপদ পাইতে চাহিতেছ? সন্ধি দ্বারা কিরূপে কার্য্য সিদ্ধি করিতে হয়, তাহা তুমি জান না। সুতরাং এ হেন যুদ্ধ স্পৃহায় তোমার মনোরথ বৃথা। কথিত আছে,—"ব্রহ্মা সাম হইতে দণ্ড পর্য্যন্ত চতুর্ব্বিধ নীতি উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে দণ্ডই হইল নিকৃষ্ট; সুতরাং তাহা পশ্চাৎই প্রয়োগ করিবে। আর এক কথা— যেখানে সাম উপায় দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি হয়, পণ্ডিত ব্যক্তি তথায় দণ্ড প্রয়োগ করিবেন না। দেখ,—যদি শর্করা খাইলে পিত্ত প্রশম হয়, তবে আর পটল দ্বারা প্রয়োজন কি? অপিচ, "নীতিজ্ঞ পুরুষ প্রথমত সামই প্রয়োগ করিবেন। কারণ সাম প্রয়োগ করিয়া যে কার্য্য সমাহিত হয়, তাহা কস্মিন্ কালেও বিকৃত হয় না। শত্রুতা জন্ত যে তমোভাবের উদয় হয়, তাহা এক সামপ্রয়োগেই বিলীন হইয়া যায়। চন্দ্র সূর্য্য বা ঔষধি তাহার বিলয় করিতে পারে না। সুতরাং তুমি যে মন্ত্রিপদ লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছ, তাহাও অযুক্ত। কারণ মন্ত্রীর কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য কিছুই তোমার জানা নাই। মন্ত্র পাঁচ প্রকার; যথা— সন্ধিবিগ্রহাদির আরম্ভে কৌশল, উপযুক্ত কর্ম্মচারী এবং ধনসমৃদ্ধি, দেশকাল বিভাগ, বিনিপাত প্রতীকার কার্য্যসিদ্ধি। কিন্তু দেখা যাইতেছে,—এখন স্বামী বা অমাত্য এ উভয়ের একতরের অথবা উভয়েরই বিনাশ উপস্থিত। অতএব যদি শক্তি থাকে, তাহা হইলে উপস্থিত বিনাপাতের প্রতীকার কি, তাহা চিন্তা কর। ভগ্নবিষয়ের সঙ্ঘটন-কার্য্যেই মন্ত্রীদিগের বুদ্ধি পরীক্ষা হইয়া থাকে। অতএব রে মূর্খ! তুমি এখন তাহা করিতে অসমর্থ; কারণ

তোমার বুদ্ধি বিগড়াইয়া গিয়াছে। কথিত আছে,—ভগ্নবিষয়ের সঙ্ঘটন কার্য্যে মন্ত্রীদিগের এবং সান্নিপাতিক ক্রিয়ায় চিকিৎসকদিগের প্রজ্ঞা অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। পরন্তু প্রকৃতিস্থ অবস্থায় কে না নিজ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে পারে?” অপিচ “নীচ ব্যক্তি পরের কার্য্য নষ্ট করিতেই জানে, কিন্তু তাহা সাধন করিতে পারে না। মূষিক অন্নপিট ফেলাইতে সমর্থ; কিন্তু তাহা উত্তোলন করিবার শক্তি তাহার নাই।” অথবা এ সম্বন্ধে তোমার কোন দোষ নাই। দোষ যত তাহা স্বামীর। কারণ, তিনি তোমার ন্যায় ব্যক্তির কথায় শ্রদ্ধা করিয়াছেন। কথিত আছে,—“যে সকল রাজা নীচ জনের অনুবর্ত্তী হইয়া পণ্ডিতনির্দ্দিষ্ট পথে না চলেন, তাঁহারা নির্গমনপথ-হীন বহুবিঘ্নসঙ্কুল অনর্থ-পিঞ্জরে প্রবেশ করিয়া থাকেন। যাহা হউক, অতঃপর তুমি যদি পিঙ্গলকের মন্ত্রিপদে সমাসীন হও, তাহা হইলে আর অন্য কোন সাধু ব্যক্তি উহাঁর নিকট আসিবেন না। কথিত আছে,—“নৃপতি গুণবান্ হইলেও যদি অসাধু মন্ত্রী লইয়া থাকেন, তবে সাধুজনের, পক্ষে, সুমিষ্ট স্বচ্ছ জলপূর্ণ দুষ্ট জলজন্তু-সেবিত সরোবরবৎ তাঁহার নিকট গমন করা অসম্ভব। এদিকে আবার যে প্রভুর নিকট সাধুজন যাতায়াত করেন না, তাঁহাকে অচিরেই বিনষ্ট হইতে হয়। যে সকল রাজগণ মধুরভাষী কার্য্যাক্ষম ভৃত্য লইয়া ক্রীড়া করিতে থাকেন, শত্রুগণ তাঁহাদিগের সুখ সম্পদ্ দ্বারা রমণ করিতে থাকে।” সুতরাং মূর্খের উপদেশ লইয়া কি হইবে? তাহাতে কেবল দোষই হয়, গুণের ভাগ কিছুই থাকে না। কথিত আছে,—“অনমনীয় কাষ্ঠ কখনও নমীত করা যায় না। প্রস্তরে ক্ষৌরকর্ম্ম সম্ভব হয় না এবং

অশিষ্যকেও উপদেশ দেওয়া যায় না। এ বিষয়ে দৃষ্টান্তস্বরূপ সূচীমুখ নামক পক্ষীকে জানিবে। দমনক কহিল,—তাহা কি রকম? করটক কহিল,—

কথা। (১৭)

কোন এক পর্ব্বতপ্রদেশে এক দল বানর ছিল। তাহারা শীত-কালে অতি কঠোর বায়ু সংস্পর্শে কাঁপিতে লাগিল। তুষার বর্ষের ন্যায় উৎকট ঘনধারা বর্ষণে তাহাদিগের অন্তরে কোনক্রমেই শান্তি হইল না। অনন্তর কতিপয় বানর বহ্নিকণাসদৃশ কতকগুলি গুঞ্জাফল আহরণ করিয়া আনিয়া অগ্নুত্তাপ পাইবার বাসনায় তাহাতে ফুৎকার দিতে দিতে চারিদিকে ঘিরিয়া বসিল। অনন্তর সূচীমুখ নামক একটা পক্ষী বানরদলের সেই বৃথা পরিশ্রম দেখিয়া বলিল,—ওরে তোরা সকলেই মূর্খ! এ সকল বহ্নিকণা নয়, এগুলি গুঞ্জাফল! সুতরাং তোরা কেন পরিশ্রম করিতেছিস্? উহা হইতে কখনও শীত নিবৃত্তি হইবে না। অতএব কোন একটা নির্ব্বাত বনপ্রদেশ, গর্ত্ত অথবা গিরিকন্দর অন্বেষণ কর। এখনও বেগবান্ মেঘসকল দেখা যাইতেছে। অনন্তর সেই বানরদলের মধ্য হইতে একটা বৃদ্ধ বানর বলিয়া উঠিল, ওরে মূর্খ! তোমার এ বিষয়ে কথা কহিবার প্রয়োজন কি? তুমি চলিয়া যাও। কথিত আছে, "প্রাজ্ঞজন যদি নিজের কার্য্যসিদ্ধি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে পুনঃ-পুনঃ বিঘ্নকারী, দ্যূতকার এবং পরাজিত মনুষ্য এ তিনটীর সঙ্গে কখনও আলাপ করিবেন না। আর এক কথা, "যে মূঢ় ব্যক্তি মৃগয়াশীল, বৃথা পরিশ্রমী, মূর্খ অথবা ব্যসনাসক্ত লোকের সহিত [illegible] করে, তাহাকে পরাভব প্রাপ্ত হইতে হয়।"

সূচীমুখ বৃদ্ধ বানরের কথায় কর্ণপাত না করিয়া ভূয়োভূয় বানরদিগকে বলিতে লাগিল,—ওরে মূর্খদল! তোরা কেন বৃথা পরিশ্রম করিতেছিস্? অনন্তর যখন সেই পক্ষী কোন ক্রমেই সেই-রূপ নিষেধ-বাক্য হইতে নিবৃত্ত হইল না, তখন একটা বানর শ্রম-পণ্ড হওয়ায় কুপিত হইয়া পক্ষীর পক্ষ দুইটা ধরিয়া এক শিলার উপর আছাড় মারিল। পক্ষী মরিয়া গেল। করটক বলিল,—এইজন্যই আমি বলিয়াছি—"অনম্যং নমতে দারু" ইত্যাদি।

আর এক কথা, "মূর্খকে উপদেশ দিলে, তাহা শান্তির জন্য হয় না, প্রত্যুত তাহাতে তাহার ক্রোধই উৎপাদন করে। দৃষ্টান্ত,—সর্পকে দুগ্ধ পান করিতে দিলে, তাহাতে কেবল তাহার বিষ-বৃদ্ধিই হয়। অপিচ,—'যাকে তাকে উপদেশ দিলে, সে উপদেশে কোন, ফল হয় না। দেখ,—একটা মূর্খ বানর কর্ত্তৃক একটী উত্তম গৃহস্থ গৃহশূন্য হইয়াছিল।" দমনক জিজ্ঞাসা করিল,—সে কি রকম? করটক বলিল,—

কথা। (১৮)

কোন এক বনে একটা শমীবৃক্ষ ছিল। তাহার এক লম্বিত শাখার উপর দুইটী অরণ্যচারী চটকদম্পতি কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিত। অনন্তর একদিন, তাহারা সুখে অব-স্থান করিতেছে, এই সময় হেমন্তকালীন মেঘ মন্দ মন্দ বর্ষণ করিতে লাগিল! ইত্যবকাশে একটা বানর বৃষ্টিধারায় তাড়িত হইয়া ভিজা-গায়ে একটা দণ্ডহস্তে কাঁপিতে কাঁপিতে সেই শমী-বৃক্ষ মূলে আসিয়া উপবেশন করিল। অনন্তর তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া চটকা বলিল,—ওহে ভদ্র! "তোমাকে একটী হস্ত-পদ-

বিশিষ্ট পুরুষের ন্যায় দেখা যাইতেছে। কিন্তু মূর্খ! তুমি শীতে ক্লেশ পাইতেছ। অথচ বাসা নির্ম্মাণ কর না কেন?" এই কথা শুনিয়া বানর ক্রোধের সহিত বলিল,—রে অধম! তুই চুপ করিতেছিস্ না কেন? হায়, চটকস্ত্রীটার কতদূর ধৃষ্টতা! ও কিনা আজ আমাকে উপহাস করিতেছে! এই চটকস্ত্রীটার মুখ সূচীর ন্যায়। এই দুষ্টা ধূর্ত্তা পক্ষিণী পণ্ডিতের ন্যায় আমাকে উপদেশ দিতেছে। ইহার মনে কিছুমাত্র শঙ্কা নাই? সুতরাং এই চটকস্ত্রীটাকে আমি বিনাশ করিব না কেন? বানর এই কথা বলিয়া তাহাকে বলিল,—রে মূঢ়ে! আমার জন্য তোমার চিন্তা করিয়া কি হইবে? কথিত আছে,—"যে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করে, কিছু বলিতে হইলে তাহাকেই বলিতে হয়। যাহার শ্রদ্ধা নাই, তাহার কাছে বলা অরণ্যরোদন তুল্য।" অতএব অধিক কথায় কাজ কি? চটকা কুলায়ে থাকিয়া বানরকে বলিতেছিল। বানর সেই শমীবৃক্ষে উঠিয়া তাহার কুলায়টী শতধা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল। করটক বলিল,—এই জন্যই আমি বলিয়াছি,—"উপদেশো ন দাতব্য" ইত্যাদি। অতএব হে মূর্খ! তুমি শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া শিক্ষিত হও নাই কেন? অথবা এ বিষয়ে তোমার দোষ নাই। কারণ সাধুদিগের শিক্ষাই গুণের জন্য হয়। অসাধুর শিক্ষা গুণের জন্য নহে। কথিত আছে,—"অন্ধকারপূর্ণ ঘটের উপরিভাগে স্থাপিত দীপের ন্যায় পাণ্ডিত্য যদি অস্থানে নিযুক্ত হয়, তবে তাহাতে ফল কি?" সুতরাং তুমি বৃথা পাণ্ডিত্য আশ্রয় করিয়া আমার কথায় কর্ণপাত করিতেছ না এবং নিজেরও কেন শান্তি হইবে, তাহা বুঝিতেছ না; সুতরাং নিশ্চয়ই তুমি অপজাত, সন্দেহ নাই। কথিত আছে,—"এ সংসারে শাস্ত্রবিদ্গণ

জাত, অনুজাত, অতিজাত, এবং অপজাত এই চতুর্বিধ পুত্রের উল্লেখ করিয়া থাকেন। "জাত পুত্র মাতার ন্যায় গুণসম্পন্ন, অনুজাত পিতৃতুল্য, অতিজাত তদপেক্ষা অধিক গুণশালী এবং অপজাত অধম অপেক্ষাও অধম। খল ব্যক্তি পরের বিপদে হৃষ্ট হইয়া আপন বিপদ গণনা করে না, প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়—নিজ মস্তক কর্ত্তিত হইলেও কবন্ধ সমরাঙ্গণে নৃত্য করিয়া থাকে।"

অহো, এ অতি উত্তম কথা কথিত হইয়াছে,—"ধর্ম্মবুদ্ধি এবং কুবুদ্ধি এই দুই ব্যক্তিকে আমি জানি। পুত্র কুবুদ্ধি বৃথা পাণ্ডিত্য হেতু পিতাকে সধূম অগ্নি দ্বারা বিনাশ করিয়াছিল।" ৪২৮।৪২৯।

দমনক বলিল,—সে কি রকম? করটক কহিল,—

কথা। (১৯)

কোন এক স্থানে ধর্ম্মবুদ্ধি ও পাপবুদ্ধি নামক দুই মিত্র বাস করিত। এক দিন পাপবুদ্ধি চিন্তা করিল, আমি মূর্খ এবং দরিদ্র। সুতরাং এই ধর্ম্মবুদ্ধিকে সঙ্গে লইয়া দেশান্তরে গমনপূর্ব্বক ইহার সাহায্যে অর্থোপার্জ্জন করিব এবং শেষে ইহাকেও বঞ্চনা করিয়া সুখী হইব। এইরূপ চিন্তা করিয়া অন্য আর একদিন পাপবুদ্ধি ধর্ম্মবুদ্ধিকে বলিল,—ওহে মিত্র! বৃদ্ধাবস্থায় তোমার কর্ত্তব্য কি, তাহা কি একবার স্মরণ করিতেছ? দেশান্তর দর্শন করিলে না, তখন শিশুজনের নিকট কি কথা কহিবে? কথিত আছে,—"যে ব্যক্তি ধরণীপৃষ্ঠে পরিভ্রমণপূর্ব্বক দেশান্তরের ভাষা ও বেশাদির বিষয় জানে না, তাহার জন্ম নিরর্থক।" আর এক কথা— "মানব ততক্ষণ পর্য্যন্ত বিদ্যা, বিত্ত বা শিল্প এ সকল ভাল করিয়া

প্রাপ্ত হয় না, যতক্ষণ না হৃষ্টচিত্তে দেশ হইতে দেশান্তরে গমনাগমন করে।” অনন্তর ধর্ম্মবুদ্ধি তাহার সেই কথাতেই হৃষ্টচিত্ত হইল এবং গুরুজনের অনুমতি লইয়া তাহার সহিত শুভদিনে দেশান্তরাভিমুখে যাত্রা করিল। পাপবুদ্ধি বিদেশে গিয়া ধর্ম্মবুদ্ধির সাহায্যে প্রভূত ধন উপার্জ্জন করিল, তখন তাহারা উভয়েই প্রচুর দ্রব্যোপার্জ্জনে প্রহৃষ্ট হইয়া ঔৎসক্যের সহিত স্বগৃহাভিমুখে গমন করিল। কথিত আছে,—“বিদ্যা অর্থ এবং শিল্প লাভ করিয়া দেশান্তরবাসী ব্যক্তিদিগের নিকট ক্রোশমাত্র ভূভাগও শত যোজনবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে।” অনন্তর স্বগ্রামের নিকটবর্ত্তী হইয়া পাপবুদ্ধি ধর্ম্মবুদ্ধিকে বলিল,—মিত্র! এই সমস্ত ধনই গৃহে লইয়া যাওয়া উচিত হয় না, কারণ গৃহে লইয়া গেলেই কুটুম্বগণ বান্ধবগণ সকলেই ইহার আকাঙ্ক্ষী, অতএব এই নিবিড় বনের কোন স্থানে এই ধনরাশি পুতিয়া রাখিয়া তাহা হইতে আবশ্যক মত কিঞ্চিৎমাত্র গ্রহণপূর্ব্বক গৃহে যাই, পরে প্রয়োজন হইলে আবার আসিয়া এই স্থান হইতে কিছু কিছু লইয়া যাইব। কথিত আছে,—“বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অতি অল্পমাত্র ধনও কাহাকে দেখাইবেন না; কারণ, ধন দর্শনে মুনির মনও বিচলিত হইতে পারে।” আর এক কথা,—“জলে মৎস্যগণ স্থলে শ্বাপদগন এবং আকাশে পক্ষিগণ যেমন আহার পাইলে ভক্ষণ করে, সেইরূপ বিত্তশালী ব্যক্তি মাত্রেই ভক্ষিত হইয়া থাকে।” অর্থাৎ ধনবানের ধনে সকলেই আকাঙ্ক্ষা করে; পাপবুদ্ধির কথা শুনিয়া ধর্ম্মবুদ্ধি কহিল,—মিত্র! তুমি যাহা কহিলে, তাহাই কর, তখন তাহারা উভয়েই সেই ধন মৃত্তিকার মধ্যে রাখিয়া গৃহে গিয়া সুখে বাস করিতে লাগিল। অনন্তর একদিন গভীর

রাত্রে পাপবুদ্ধি সেই বন মধ্যে গিয়া সেই সমস্ত ধন গ্রহণপূর্ব্বক গর্ত্ত পূরিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

অনন্তর অন্য একদিন পাপবুদ্ধি ধর্ম্মবুদ্ধিকে আসিয়া বলিল,—দেখ! আমার কুটুম্ব পরিজন অনেক, অর্থাভাবে তাহাদিগকে লইয়া আমি বড়ই কষ্টে পড়িয়াছি। অতএব বনে গিয়া আমরা কিঞ্চিৎ ধন লইয়া আইসি। ধর্ম্মবুদ্ধি বলিল,—ভদ্র! তাহাই করা যাউক। অনন্তর উভয়ে মিলিয়া যেমন সেই স্থানে গিয়া খনন করিতে প্রবৃত্ত হইল, অমনি শূন্য ভাণ্ড দেখিতে পাইল। তখন পাপবুদ্ধি নিজ-মস্তকে আঘাত করিয়া বলিতে লাগিল—ওহে ধর্ম্মবুদ্ধি! তুমিই এই ধনরাশি অপহরণ করিয়াছ, অন্যে কেহই নেয় নাই—কারণ পুনর্ব্বার গর্ত্ত পূরণ করা রহিয়াছে। অতএব তুমি আমার অংশের অর্দ্ধ ধন প্রদান কর। যদি না দাও, তাহা হইলে আমি রাজালয়ে গিয়া এ সম্বন্ধে অভিযোগ করিব। ধর্ম্মবুদ্ধি কহিল,—ওরে দুষ্টাত্মা! তুই এমন কথা বলিস্ না; আমি ধর্ম্মবুদ্ধি—তা জানিস্? আমি কখন চৌর্য্য কর্ম্ম করি না। কথিত আছে—ধর্ম্মবুদ্ধি ব্যক্তিগণ পরদার-দিগকে মাতৃবৎ, পরদ্রব্য সকল লোষ্টবৎ এবং সর্ব্বপ্রাণীকে আত্মবৎ অবলোকন করিয়া থাকেন।"

এই প্রকারে তাহারা উভয়ে পরস্পর বিবাদ করিতে করিতে রাজকীয় বিচারালয়ে গমন করিল এবং উভয়েই উভয়ের প্রতি দোষারোপ করিতে লাগিল। তখন ধর্ম্মাধিকরণাশ্রিত রাজপুরু-ষেরা শপথ করাইবার জন্য যেমন উভয়কে নিয়োগ করিল, অমনি পাপবুদ্ধি বলিয়া উঠিল,—অহো, এরূপ বিচার ঠিক হইতেছে না। কথিত আছে;—"বিবাদ উপস্থিত হইলে প্রথমত লেখ্য পত্রের সন্ধান লইতে হয়। তদভাবে বিচারকগণ সাক্ষীর অন্বেষণ করিবেন

সাক্ষীর অভাব হইলে পরে মনীষিগণ দিব্যের কথা বলিয়া থাকেন।” অতএব এ বিষয়ে বৃক্ষ-দেবতারাই আমার সাক্ষিরূপে অবস্থান করিতেছেন। আমাদিগের উভয়ের মধ্যে কে চোর এবং কে সাধু, তাহা তাঁহারাই প্রমাণ করিবেন। অনন্তর তথাকার সকলেই বলিল,—ওহে, তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ। কথিত আছে,—“কোন বিবাদ বিষয়ে যদি একজন নীচ ব্যক্তিও সাক্ষী থাকে, তথাপি অন্য কোন প্রমাণের আবশ্যকতা নাই। পরন্তু যেখানে স্বয়ং দেবতারাই সাক্ষী, সেখানে আর বক্তব্য কি?” যাহা হউক, এ বিষয়ে আমাদিগের প্রবল কৌতূহল হইয়াছে; অতএব ভোরের বেলায় তোমাদের দুই জনকেও আমাদিগের সহিত সেই বনপ্রদেশে যাইতে হইবে।

এইরূপ কথা স্থির হইল। পরে পাপবুদ্ধি নিজ গৃহে গিয়া তাহার পিতাকে বলিল,—পিতঃ! আমি ধর্ম্মবুদ্ধির প্রচুর অর্থ চুরী করিয়াছি, আপনার কথার উপরেই সেই অর্থের পরিণাম নির্ভর করিতেছে। আপনার কথার ব্যতিক্রম হইলে আমাদিগের সকলেরই প্রাণের সহিত সেই ধন হারাইতে হইবে। পিতা কহিল,—বৎস! শীঘ্র বল, আমি তোমার কথামত সাক্ষ্য দিয়া সেই অর্থরাশি স্থায়ী করিয়া লইব। পাপবুদ্ধি বলিল,—পিতঃ! সেই বনপ্রদেশে এক প্রকাণ্ড শমীবৃক্ষ আছে। ঐ বৃক্ষের একটী কোটর আছে। কোটরটী অত্যন্ত বড়। সেই কোটরের মধ্যে আপনি এখনই গিয়া প্রবেশ করুন। অনন্তর ভোরের বেলায় আমি গিয়া যখন সত্য কথা শ্রবণ করাইবার জন্ত অনুরোধ করিব, তখন আপনি বলিয়া উঠিবেন,—‘চোর—ধর্ম্মবুদ্ধি’। পাপবুদ্ধি এইরূপ স্থির করিয়া প্রভাত হইবামাত্র স্নান করিল এবং ধর্ম্মবুদ্ধি ও ধর্ম্মাধিকরণের

বিচারকদিগের সহিত মিলিত হইয়া সেই শমীবৃক্ষের নিকট গমনপূর্ব্বক উচ্চস্বরে বলিল,—আদিত্য, চন্দ্র, অনিল, অনল, আকাশ, ভূমি, জল, হৃদয়, যম, দিবা, রাত্রি, উভয় সন্ধ্যা এবং ধর্ম্ম, ইহাঁরাই মনুষ্যচরিত্রের সাক্ষী। হে ভগবতি বনদেবতে! আমাদিগের উভয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি চোর, তাহার নাম আপনি প্রকাশ করিয়া বলুন। অনন্তর পাপবুদ্ধির পিতা সেই শমীবৃক্ষের কোটরে থাকিয়া বলিল,—ওহে তোমরা সকলে শোনো,—'ধর্ম্মবুদ্ধিই এখানকার ধন অপহরণ করিয়াছে।' এই কথা শুনিবামাত্র সেই সকল রাজপুরুষেরা বিস্ময়োৎফুল্লনেত্রে যেমন শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মবুদ্ধির চৌর্য্যকার্য্যের উপযুক্ত শাস্তি বিধানের বিষয় ভাবিতেছেন, ধর্ম্মবুদ্ধি তৎকাল মধ্যেই তৃণ কাষ্ঠাদি দ্বারা সেই শমীকোটর পরিবেষ্টনপূর্ব্বক বহ্নি জ্বালিয়া দিল। অনন্তর সেই শমীকোটর প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে পাপবুদ্ধির পিতা অর্দ্ধদগ্ধদেহ ও স্ফুটিতনেত্র হইয়া করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে কোটর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। তখন সকলেই জিজ্ঞাসা করিল,—অহো, এ কি? তখন এই কথার উত্তরে পাপবুদ্ধির পিতা, পাপবুদ্ধির সমস্ত দুষ্কার্য্যের বিষয়ই প্রকাশ করিল এবং তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। অনন্তর রাজপুরুষেরা পাপবুদ্ধিকে শমীবৃক্ষের শাখায় ঝুলাইয়া রাখিল এবং ধর্ম্মবুদ্ধির প্রশংসা করিয়া এই কথা বলিল—অহো, পণ্ডিতেরা এ কথা ঠিকই বলিয়াছেন যে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি উপায় এবং অপায় উভয়ই চিন্তা করিবেন। দৃষ্টান্ত— মূর্খ বককে গ্রাহ্য না করিয়া নকুল বকদিগকে বিনষ্ট করিয়াছিল। ধর্ম্মবুদ্ধি বলিল,—সে কি রকম? তখন রাজপুরুষেরা কহিল,—

কথা। (২০)

কোন এক বনপ্রদেশে একটী বটপাদপ ছিল। ঐ পাদপে

বহুতর বক বাস করিত। উহার কোটরে এক কৃষ্ণসর্পের বাস ছিল। সেই কৃষ্ণসর্প প্রতিদিন কচি কচি বকবালক-দিগকে ভক্ষণ করিয়া কাল কাটাইত। অনন্তর এক বক সর্প-কর্তৃক তদীয় সমস্ত সন্তানগুলিকে ভক্ষিত দেখিয়া মনের ক্ষোভে একটী সরোবরতীর অবলম্বনপূর্ব্বক বাষ্পপূর্ণনয়নে অধোমুখ হইয়া রহিল। বককে তদবস্থায় থাকিতে দেখিয়া তথাকার এক কুলীরক তাহাকে বলিল,—মাম! আপনি অদ্য কি জন্য রোদন করিতেছেন? বক বলিল,—ভদ্র! কি করি? আমি অতি মন্দভাগ্য! বটকোটরবাসী এক সর্প আমার সমস্ত শিশু গুলিকে ভক্ষণ করিয়াছে। আমি সেই দুঃখে দুঃখিত হইয়া রোদন করি-তেছি। অতএব সেই সর্প বিনাশের যদি কোন সদুপায় থাকে তাহা আমাকে বলিয়া দাও। বকের কথা শুনিয়া কুলীরক চিন্তা করিল,—এই বক আমাদিগের স্বাভাবিক শত্রু; সুতরাং আমি ইহাকে সত্য-মিথ্যা জড়িত এমন উপদেশ দিব, যাহাতে অন্যান্য সমস্ত বকও সংহার প্রাপ্ত হয়। কথিত আছে,—"চিত্তকে নির্দ্দয় করিয়া নবনীত তুল্য বাক্য দ্বারা শত্রুকে এরূপ ভাবে উপদেশ দিবে যে, যাহাতে শত্রু সমূলে নির্ম্মূলিত হইয়া যায়।" কুলীরক এইরূপ চিন্তা করিয়া বলিল,—মাম! যদি এইরূপই ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে কোন এক নকুলের বিলদ্বার হইতে মৎস্য মাংসখণ্ড সকল আনিয়া সর্পকোটরে নিক্ষেপ করুন। এইরূপ করিলে নকুল সেই পথে গিয়া উক্ত দুষ্ট সর্পকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিবে। অনন্তর তাহাই অনুষ্ঠিত হইল। তখন নকুল মৎস্য মাংসাদির অনুসরণ করিতে করিতে তথায় গিয়া সেই কৃষ্ণসর্পকে বিনাশপূর্ব্বক তত্রত্য বটবৃক্ষ-স্থিত সেই সকল বকদিগকেও ক্রমে ক্রমে ভক্ষণ করিল। এই জন্যই

আমরা বলিয়াছি যে,—"উপায়ং চিন্তয়েদিত্যাদি" অতএব দেখা যাইতেছে যে, পাপবুদ্ধি উপায়ই চিন্তা করিয়াছিল, কিন্তু অপায় চিন্তা করে নাই ; সুতরাং তাহার ফল হাতে হাতেই পাইয়াছে। যাহা হউক, নিজ ধর্ম্মবুদ্ধি এবং পাপবুদ্ধি এ উভয়কেই আমি জানি। পুত্র পাপবুদ্ধি ব্যর্থ পাণ্ডিত্যের ফলে ধূম দ্বারা পিতাকে বিনাশ করিয়াছিল।"

হে মূঢ়! তুমিও এইরূপ উপায়ই চিন্তা করিয়াছ। কিন্তু পাপবুদ্ধির ন্যায় অপায়ের বিষয় তুমি কখন চিন্তা কর নাই। অতএব তুমি কখন সজ্জন নও, কেবল পাপবুদ্ধিই হইয়াছ। প্রভুর প্রাণ সংশয়িত করায় আমি ইহা ভালরূপেই বুঝিয়াছি, তুমি নিজেই নিজের দুষ্টাভিপ্রায় এবং কুটিলতা প্রকাশ করিয়াছ। অথবা পণ্ডিতগণ এ কথা ঠিকই বলিয়াছেন, "যদি মূঢ় ময়ূরগণ মেঘধ্বনি শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে নৃত্য না করে, তবে কোন্ ব্যক্তি যত্ন করিয়াও তাহাদিগের আহারনিঃসরণ-পথ দেখিতে পাইতে পারে?" যদি তুমি প্রভুরই ঈদৃশ দশা ঘটাইয়া দাও, তাহা হইলে মাদৃশ ব্যক্তির আর গণনা কি? অতএব তুমি আর আমার নিকটে রহিও না। কথিত আছে,—"যেখানে মূষিকেরা লৌহসহস্রময় তোলন যন্ত্র খাইয়া ফেলে, হে রাজন্! তথায় কোন পক্ষী যে বালক হরণ করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ৪৩০—৪৪৩।

দমনক কহিল,—সে কি রকম? তখন করটক বলিল—

কথা। (২১)

কোন এক স্থানে জীর্ণধন নামে এক বণিক্পুত্র ছিল। ঐ বণিক্পুত্র ধনক্ষয় হেতু দেশান্তর গমন মনস্থ করিয়া চিন্তা

করিল,—"যে দেশে বা যে স্থানে যে ব্যক্তি নিজ বীর্য্যবলে সুখ ভোগ করিয়া পরে ধনহীন হইয়াও পুনরায় সেইখানেই বাস করে, সে পুরুষদিগের মধ্যে অধম। অপিচ "যে ব্যক্তি পূর্ব্বে অহঙ্কারের সহিত বহুকাল অতিবাহিত করিয়াছে, সে যদি আবর সেইখানেই নিজ কাতরতা প্রকাশ করে, তবে পরের নিকট তাহাকে নিন্দিত হইতে হয়।" বণিক্-পুত্রের গৃহে তাহার পূর্ব্বপুরুষার্জ্জিত প্রভূত লৌহনির্ম্মিত এক তুলাযন্ত্র ছিল, সে কোন এক বণিকের গৃহে তাহা বন্ধক রাখিয়া দেশান্তরে প্রস্থান করিল। অনন্তর জীর্ণধন বহুদিন যাবৎ ইচ্ছামত বিদেশে ভ্রমণ করিয়া পুনরায় নিজ পুরে আগমনপূর্ব্বক সেই বণিক্‌কে বলিল,—ওহে বণিক্! তুমি আমার বন্ধকী বস্তু দাও। বণিক বলিল,—তোমার সে তুলাযন্ত্র নাই। মূষিকগণ তাহা ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছে। তখন জীর্ণধন কহিল,—ওহে শ্রেষ্ঠিন্! যদি মূষিকেরা তাহা ভক্ষণ করিয়া থাকে, তবে তোমার দোষ নাই। সংসার এইপ্রকারই বটে। এ সংসারে কিছুই নিত্য বস্তু নাই। যাহা হউক, আমি স্নান করিবার জন্য নদীতে গমন করিব, সুতরাং তোমার এই পুত্র ধনদেবকে স্নানোপকরণ হস্তে আমার সঙ্গে প্রেরণ কর। তখন সেই বণিক্ জীর্ণধনের দ্রব্যাদি পাছে চোরে লইয়া যায়, এই আশঙ্কায় নিজ পুত্রকে বলিল—বৎস! ইনি তোমার পিতৃব্য। ইনি স্নানের নিমিত্ত নদীতে যাইতেছেন, তুমি স্নানোপকরণ লইয়া ইহাঁর সঙ্গে তথায় গমন কর। অহো, এ কথা ঠিকই অভিহিত হইয়াছে—"ভয়, প্রলোভন বা কার্য্যকারণ ত্যাগ করিয়া কোন ব্যক্তিই ভক্তিভরে কাহারও প্রিয়ানুষ্ঠান করে না। অপিচ—যেখানে কার্য্যকারন ব্যতীত অত্য-

ধিক আদর হইতে থাকে তথায় পরিণামদুঃখপ্রদ আশঙ্কা করা কর্ত্তব্য।" অনন্তর ঐ বণিক্‌শিশু স্নানোপকরণ লইয়া হৃষ্টমনে সেই অভ্যাগত বণিকের সহিত প্রস্থান করিল। পরে বণিক্ নদীতে গিয়া স্নানান্তে সেই শিশুকে নদীর গুহার ভিতর নিক্ষেপ করিয়া এক বৃহৎ শিলাখণ্ড দ্বারা গুহাদ্বার ঢাকিয়া সত্বর গৃহাভিমুখে ফিরিয়া আসিল। তখন সেই শিশুর পিতা বণিক্, অভ্যাগত বণিক্‌কে জিজ্ঞাসিল,—ওহে অভ্যাগত! বল, আমার পুত্র কোথায়?—যে তোমার সহিত নদীতে স্নান করিতে গিয়াছিল। তখন অভ্যাগত বণিক্ বলিল,—তোমার সে পুত্রটীকে এক শ্যেন পক্ষী নদীতট হইতে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। শ্রেষ্ঠী কহিল,—রে মিথ্যাবাদিন্! শ্যেন পক্ষী কি কখন বালককে হরণ করিতে পারে? অতএব তুমি পুত্রকে অর্পণ কর, নচেৎ আমি এ সম্বন্ধে রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করিব। তখন সেই আগন্তুক বণিক্ বলিল,—ওহে সত্যবাদিন্! শ্যেন যেমন বালককে হরণ করিয়া লইয়া যাইতে পারে না, সেইরূপ মূষিকেরাও লৌহভারগঠিত তুলাযন্ত্র ভক্ষণ করিতে সক্ষম হয় না। অতএব যদি পুত্র দ্বারা প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে আমার সেই তুলাযন্ত্র অর্পণ কর। এইরূপে সেই বণিক্‌দ্বয় বিবাদ করিতে করিতে উভয়েই রাজদ্বারে গিয়া উপস্থিত হইল। তথায় গিয়া শ্রেষ্ঠী উচ্চস্বরে বলিল,—হায় মরিলাম, মরিলাম! এই চোর আমার পুত্রকে অপহরণ করিয়াছে। অনন্তর তত্রত্য রাজপুরুষেরা সেই আগন্তুক বণিক্‌কে বলিল,—ওহে বণিক্! তুমি শ্রেষ্ঠীর পুত্রকে সমর্পণ কর। তখন সেই বণিক্ কহিল,—আমি কি করিব? একটা শ্যেনপক্ষী আমাকে গ্রাহ্য না করিয়া নদীতট হইতে শ্রেষ্ঠিপুত্রকে

অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। তৎশ্রবণে রাজপুরুষেরা বলিল,—ওহে, তুমি সত্য কথা বল নাই। একটা শ্যেন কি কখন একটী শিশুকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতে পারে?

তখন বণিক্ কহিল, হে রাজপুরুষগণ! আমার কথা শুনুন। "যে স্থলে মুষিকেরা লৌহসহস্রনির্ম্মিত তুলাযন্ত্র খাইয়া ফেলিতে পারে, হে রাজন্! সেখানে একটা শ্যেনপক্ষী একটী বালককে অপহরণ করিবে, এ বিষয়ে আর সংশয় কি?" তৎ-শ্রবণে রাজপুরুষের বলিল,—সে কি রকম? তখন বণিক্ সেই রাজপুরুষদিগের নিকট আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। অনন্তর রাজপুরুষগণ সকলেই হাস্যপূর্ব্বক পরস্পর উভয় বণিক্‌কেই প্রবোধ দিয়া তুলাযন্ত্র ও শিশুপুত্র প্রদানে সন্তুষ্ট করিয়া দিলেন। এইজন্যই আমি বলিয়াছি যে, "তুলাং লোহসহস্রস্যেত্যাদি।" অতএব হে মূর্খ! সঞ্জীবকের প্রতি রাজকৃত অনুগ্রহ সহ্য করিতে না পারিয়াই তুমি ইহা করিয়াছ। অহো একথা ঠিকই অভিহিত হইয়াছে,—"এ সংসারে প্রায়ই দেখা যায়, দুষ্কুলজাত ব্যক্তিরা কুলীনকে, দুর্ভাগ্যশালী লোকেরা ভাগ্যবান্‌কে, কৃপণ ব্যক্তিরা দাতাকে, কুটিলপ্রকৃতির লোকেরা সরল ব্যক্তিকে, নির্দ্ধনেরা ধনীকে, কদাকার ব্যক্তিরা রূপবান্‌কে, পাপীরা ধার্ম্মিককে এবং মূর্খ ব্যক্তিরা সর্ব্ব-শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষকে সতত নিন্দা করিয়া থাকে।" অপিচ—"পণ্ডিতগণ মূর্খদিগের, ধনবানেরা নির্দ্ধনদিগের, ব্রতিগণ পাপী-দিগের এবং কুলস্ত্রীগণ অসতীদিগের দ্বেষ্য হইয়া থাকেন।" অতএব হে মূর্খ! তুমি হিতকেও অহিত করিয়া তুলিয়াছিলে। কথিত আছে,—"পণ্ডিত যদি শত্রু হন, তাহাও বরং ভাল; তথাপি

মূর্খ ব্যক্তি হিতকারক হওয়াও ভাল নহে। ইহার দৃষ্টান্ত,—এক বানর কর্তৃক রাজা হত হইয়াছিলেন এবং চোর কর্তৃক ব্রাহ্মণেরা রক্ষিত হইয়াছিলেন।” দমনক জিজ্ঞাসা করিল,—ইহা কি রকম? তখন করটক বলিল,—

কথা। (২২)

কোন এক রাজার একটী বানর ছিল। বনরটী রাজার বড়ই ভক্ত। সে প্রত্যহ রাজার অঙ্গসেবা করিত। অন্তঃপুরেও তাহার যাতায়াতের বাধা ছিল না। প্রত্যুত সে সকলেরই অতিশয় বিশ্বাসভাজন ছিল। একদিন রাজা নিদ্রা যাইতেছেন, বানর পাখা করিতেছে। এই সময় একটী মক্ষিকা আসিয়া রাজার বক্ষোপরি উপবেশন করিল। বানর পাখা দিয়া মুহুর্মুহু তাহাকে তাড়াইয়া দিলেও সে বারবার আসিয়া তথায় বসিতে লাগিল। তখন সেই স্বভাবচঞ্চল মূর্খ বানর ক্রুদ্ধ হইয়া এক তীক্ষ্ণধার খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক মক্ষিকার উপর প্রহার করিল। মক্ষিকা উড়িয়া গেল। কিন্তু সেই তীক্ষ্ণাগ্র অসির প্রহারে রাজার বক্ষ দ্বিখণ্ড হইল। রাজা মরিয়া গেলেন। অতএব যে রাজা দীর্ঘায়ু কামনা করেন, তিনি কখন মূর্খ অনুচর রাখিবেন না।

অন্য গল্পটী এই,—কোন নগরে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল, কিন্তু পূর্ব্ব জন্ম-কর্ম্মফলে তিনি চোর হইয়া ছিলেন। ব্রাহ্মণ যে নগরে বাস করিতেন, তথায় দেশান্তর হইতে আগত অপর চারিজন ব্রাহ্মণকে বহুবিধ বস্তু বিক্রয় করিতে দেখিয়া তিনি চিন্তা করিলেন—অহো কোন্ উপায়ে আমি ইহা-দিগের ধন লাভ করিব? চোর ব্রাহ্মণ এইরূপ চিন্তা করিয়া

ব্রাহ্মণদিগের নিকট শাস্ত্রোক্ত বহুবিধ সদালাপ ও অতিপ্রিয় মধুর বচন সকল বলিতে বলিতে তাঁহাদিগের মনে বিশ্বাস উৎপাদনপূর্ব্বক সেবা করিতে আরম্ভ করিল। অথবা একথা এ কথা ঠিকই উক্ত হইয়াছে,—"অসতী নারী লজ্জিতা হয়, ক্ষার জল শীতল হইয়া যায়, দাম্ভিক ব্যক্তি বিবেকী হয় এবং ধূর্ত্ত ব্যক্তি প্রিয়ভাষী হইয়া থাকে।" অনন্তর চোর ব্রাহ্মণ ঐ সকল ব্রাহ্মণের সেবা করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণেরাও সমস্ত বস্তু বিক্রয় করিয়া বহুমূল্য রত্ন সকল ক্রয় করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে তাঁহারা ঐ চোর ব্রাহ্মণেরই সমক্ষে স্ব স্ব জঙ্ঘামধ্যে রত্নরাশি নিক্ষেপপূর্ব্বক স্বদেশাভিমুখে যাইতে উদ্যত হইলেন। তখন সেই ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে গমনোদ্যত দেখিয়া ভাবিল,—অহো এই ধন আমার ভাগ্যে কিছুই ঘটিল না। যাহা হউক, আমিও ইহাদিগের সহিত যাই। পরে পথিমধ্যে বিষ প্রয়োগ দ্বারা ইহাদিগের জীবন বিনষ্ট করিয়া সমস্ত রত্ন গ্রহণ করিব। এইরূপ স্থির করিয়া চোর ব্রাহ্মণ সেই গমনোদ্যত ব্রাহ্মণদিগের সম্মুখে করুণস্বরে বিলাপ করিয়া বলিল, —ওহে মিত্রগণ! তোমরা আমাকে একাকী ফেলিয়া যাইতেছ। আমার মন তোমাদিগের সহিত স্নেহপাশে আবদ্ধ! তোমাদিগের বিরহ-বার্ত্তামাত্রেই মন আমার এমন আকুল হইয়াছে যে, কোনরূপেই ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছি না। অতএব তোমরা অনুগ্রহ করিয়া আমাকেও তোমাদিগের সঙ্গে লইয়া চল। ব্রাহ্মণগণ তৎশ্রবণে করুণার্দ্রচিত্তে তাহাকে সঙ্গে লইয়াই স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর পথে একপল্লীর মধ্য দিয়া সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণ যাইতেছেন, এই সময়ে কতকগুলি কাক বলিয়া উঠিল,—রে কিরাতগণ!

শীঘ্র দৌড়ো, দৌড়ো, শোয়া লক্ষ টাকা লইয়া ধনিগণ যাইতেছে! উহাদিগকে বিনাশ করিয়া ধন আনয়ন কর্। অনন্তর কিরাতেরা কাক বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর ছুটিয়া আসিল এবং লগুড় প্রহারে ব্রাহ্মণদিগকে জর্জ্জরীকৃত করিয়া তাহাদিগের পরিধেয় বস্ত্র সকল উন্মোচনপূর্ব্বক দেখিল। কিন্তু ধন কিছুই পাইল না। তখন সেই কিরাতেরা বলিল,—ওহে পান্থগণ! পূর্ব্বে কখন কাকবাক্য অসত্য হয় নাই; সুতরাং তোমাদের নিকট অবশ্যই কোথাও কোন ধন রহিয়াছে, তাহা অর্পণ কর, নচেৎ সকলেরই প্রাণ বিনাশ করিয়া চর্ম্ম বিদারণপূর্ব্বক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখিয়া ধন লইয়া যাইব। তখন কিরাতদিগের এই বাক্য শুনিয়া চোর ব্রাহ্মণ মনে মনে চিন্তা করিল,—যখন এই সকল ব্রাহ্মণকে বিনাশপূর্ব্বক ইহাদিগের অঙ্গ পরীক্ষা করিয়া রত্ন সকল লইয়া যাইবে, তখন আমাকেও বিনাশ করিবে। অতএব আমি পূর্ব্বক্ষণেই আমার এই ধনরত্নহীন দেহ সমর্পণ করিয়া এই সকল ব্রাহ্মণদিগকে মুক্ত করি। কথিতও আছে,—"হে বালক! তুমি মৃত্যুকে ভয় কর কেন? তুমি ভীত বলিয়া মৃত্যু তোমাকে ত্যাগ করিবে না। আজই হউক, অথবা শতবর্ষ পরেই হউক, প্রাণীদিগের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।" আর এক কথা,—"যে ব্যক্তি গো রক্ষার্থ অথবা ব্রাহ্মণরক্ষার্থ প্রাণত্যাগ করে, সে সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" চোর ব্রাহ্মণ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া প্রকাশ্যে বলিল,—ওহে কিরাতগণ! যদি এইরূপই কর, তবে অগ্রে আমাকেই বিনাশ করিয়া দেখ। তখন সেই কিরাতগণ তাহাই করিল; কিন্তু তাহার মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া ধনরত্নাদি কিছুই না দেখিতে পাইয়া অপর চারি ব্রাহ্মণকেও ছাড়িয়া দিল।

করটক বলিল—এইজন্যই আমি বলিয়াছি যে, "পণ্ডিত ব্যক্তি শত্রু হওয়াও বরং ভাল" ইত্যাদি। অনন্তর করটক ও দমনক উভয়েই পরস্পর এইরূপ বলিতেছে, ইতিমধ্যে সঞ্জীবক পিঙ্গলকের সহিত ক্ষণকাল যুদ্ধ করিয়াই তাহার প্রখর নখর প্রহারে গতাসু হইয়া ধরণীপৃষ্ঠে পতিত হইল। তখন তাহাকে গতাসু দেখিয়া পিঙ্গলক তাহার গুণস্মরণে করুণার্দ্র হইয়া বলিল,—অহো! আমি পাপাত্মা। সঞ্জীবককে মারিয়া আমি বড়ই অন্যায় কার্য্য করিয়াছি—যেহেতু বিশ্বাসঘাতকতা হইতে পাপতর কর্ম্ম আর নাই। কথিত আছে,—"যাহারা মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন কিম্বা বিশ্বাসঘাতক, যতদিন চন্দ্র সূর্য্য আছেন, সেই সকল নর ততদিন নরকে বাস করিয়া থাকে। "ভূমিক্ষয়ে এবং বুদ্ধিমান্ ভৃত্যের বিনাশে রাজার বিনাশ হইয়া থাকে, যাঁহারা ভূমি এবং ভৃত্যকে সমান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের এউক্তি যুক্তিযুক্ত হয় নাই; কারণ, ভূমি নষ্ট হইলে তাহা সুলভ হইতে পারে; কিন্তু উপযুক্ত বুদ্ধিমান্ ভৃত্যের অভাব হইলে তাহা আর সুলভ হয় না।" হায়! আমি সভামধ্যে সঞ্জীবককে সর্ব্বদাই প্রশংসা করিতাম, এক্ষণে আমি সভাসদ্‌দিগের নিকট কি বলিব? কথিত আছে—"পূর্ব্বে যে ব্যক্তিকে সভামধ্যে গুণবান্ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, প্রতিজ্ঞাভঙ্গভয়ে তাহার দোষ কখনও ব্যক্ত করা উচিত নহে।" দমনক পিঙ্গলককে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া তাহার নিকটে আসিয়া সহর্ষে বলিল,—দেব! আপনার এই ব্যবহার অতি দীন বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে; কেননা, একটা দ্রোহকারী তৃণভোজী পশুকে বিনাশ করিয়া আপনি এইরূপ শোক করিতেছেন! যাহাহউক এরূপ শোক করা রাজাদিগের পক্ষে উচিত হয় না, কথিতও আছে,—

"পিতা, ভ্রাতা, পুত্র ও ভার্য্যা অথবা সুহৃৎ ইহাদিগের মধ্যে যদি কেহ প্রাণ বিনাশ করিতে উদ্যত হয়, তবে রাজা তাহাকে বিনাশ করিবেন, ইহাতে পাতক নাই।" আর এক কথা—"দয়ালু রাজা, সর্ব্বভোজী ব্রাহ্মণ, নির্লজ্জা স্ত্রী, দুষ্টবুদ্ধি সহচর, প্রতিকুলাচারী ভৃত্য, অসতর্ক কর্ম্মচারী, এবং কার্য্যানভিজ্ঞ লোক, এসকল ত্যাজ্য অর্থাৎ ইহাদিগকে কখনও আশ্রয় করিতে নাই।" আরও দেখুন—"রাজ-নীতি বারবনিতার ন্যায় কখনও সত্য, কখনও অসত্য, কখনও নিষ্ঠুর, কখনও প্রিয়বাদিনী, কখনও হিংস্র, কখনও দয়ালু, কখনও স্বার্থপর, কখনও পুরস্কারকর্ত্রী, কখনও বহুব্যয়কারিণী এবং কখন কখনও বহুধনান্বিতা হইয়া বহুপ্রকারই হইয়া থাকে।" আরও দেখুন—"যে ব্যক্তি পরপীড়ন না করে, সে মহৎ হইলেও কেহ তাহাকে আদর করে না, দৃষ্টান্ত,—নরগণ অত্যাচারী সর্প-দিগকে পূজা করিয়া থাকে; কিন্তু সর্পঘাতী গরুড়কে কেহই পুজা করে না।" আর এক কথা—"যাহাতে শোকের বিষয় নাই, তাহার জন্য আপনি শোক করিতেছেন অথচ পণ্ডিতের ন্যায়ও অনেক কথা কহিতেছেন। আপনি জানিয়া রাখুন, যাঁহারা প্রকৃত পণ্ডিত, তাঁহারা কখনও মৃত বা জীবিত ব্যক্তির জন্য শোক প্রকাশ করেন না।" ১৩৪—৪৬৮।

সিংহ পিঙ্গলক, শৃগাল দমনক কর্ত্তৃক এই প্রকারে প্রবোধিত হইয়া সঞ্জীবক-শোক ত্যাগ করিলেন এবং দমনকের মন্ত্রিত্বে পুন-রায় স্বরাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রথম তন্ত্র সমাপ্ত।

নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে চলিয়া যায়, তাহার গৃহস্থিত দেবতারাও পিতৃপুরুষগণের সহিত বিমুখ হইয়া চলিয়া যান। বানর এই কথা কহিয়া তাহাকে জম্বুফল সকল দান করিল। মকর সেই সকল ফল খাইয়া তাহার সহিত অনেক কাল পর্য্যন্ত গোষ্ঠী-সুখ অনুভবপূর্ব্বক পুনরায় স্বভবনে গমন করিল। এইরূপে সেই বানর ও মকর প্রত্যহ জাম্বুবৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া বিবিধ শাস্ত্রালাপে কালাতিপাত করত সুখে অবস্থান করিতে লাগিল। মকর তাহার ভুক্তাবশিষ্ট জম্বুফল সকল গৃহে গিয়া নিজ পত্নীকে দান করিত। অনন্তর অন্য একদিন মকরী জিজ্ঞাসা করিল,—নাথ! তুমি কোথায় এরূপ অমৃত ফল সকল প্রাপ্ত হও? মকর কহিল,—আমার পরম সুহৃৎ রক্তমুখনামে এক বানর আছে। সে ভাল বাসিয়া আমাকে এই সকল ফল দেয়। মকরী বলিল,—যে ব্যক্তি সর্ব্বদা এই প্রকার অমৃতোপম ফল ভক্ষণ করে, তাহার হৃদয়ও অমৃতময় হইবে। অতএব আমার ন্যায় পত্নী দ্বারা তোমার যদি প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে তাহার হৃদয়খানি আনিয়া আমাকে অর্পণ কর। কারণ, আমি তাহা ভক্ষণ করিয়া জরামরণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া তোমার সহিত ভোগসুখ উপভোগ করিব। মকর বলিল,—তুমি এমন কথা কহিও না। কারণ, সে আমাদিগকে ভ্রাতা বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছে। বিশেষতঃ সে ব্যক্তি ফলদাতা; সুতরাং তাহাকে বিনাশ করিতে পারিব না। অতএব এহেন মিথ্যা আগ্রহ ত্যাগ কর। কথিত আছে,—"জননী একটী সোদর প্রসব করেন। বাণী দ্বিতীয় ভ্রাতাকে উৎপাদন করে। পরন্তু বাণী হইতে যে সোদর জন্মগ্রহণ করে, তাহাকে সহোদর ভ্রাতা হইতেও বন্ধুর ন্যায় শ্রেষ্ঠ বলা হয়।"

মকরী বলিল,—তুমি কদাচ আমার বাক্য অন্যথা কর নাই। সুতরাং সে, নিশ্চয়ই বানরী হইবে এবং তাহারই জন্য তুমি সমস্ত দিন সেইখানে কাটাইয়া থাক। যাহা হউক, তোমাকে আমি বিশেষরূপেই জানিলাম। যেহেতু;—"হে ধূর্ত্ত! তুমি আর আমাকে সানন্দ বাক্য বল না বা কোন অভীপ্সিত বস্তুও দান কর না। রাত্রিকালে প্রায়ই তুমি বহ্নি-শিখাসম পুনঃপুনঃ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাক। কণ্ঠালিঙ্গন গ্রহণে তোমার শৈথিল্য দেখা যায়। তুমি আর আদরের সহিত চুম্বন কর না। অতএব নিশ্চয়ই আমার ন্যায় অন্য কোন প্রিয়তমা তোমার হৃদয়ে আছে।" তখন মকর, পত্নীর পাদগ্রহণ করিয়া ক্রোড়ে স্থাপনপূর্ব্বক অতি ক্রুদ্ধা পত্নীকে অতি দীনভাবে বলিল,—"হে কোপনে! হে প্রাণবল্লভে! হে জীবিতেশ্বরি! আমি কিঙ্কর তোমার পায়ে পতিত হইয়াছি। তুমি কেন কোপ করিতেছ?' মকরী তৎশ্রবণে অশ্রুপূর্ণমুখে বলিল,—"হে ধূর্ত্ত! শত শত মনোরথ সহ কৃত্রিম ভাব প্রদর্শনে তোমার মনোহারিণী সেই কামিনীই তোমার হৃদয়ে রহিয়াছে। এ সংসারে আমাদিগের কোন স্থান নাই; সুতরাং চরণ-পাতরূপ বিড়ম্বনায় প্রয়োজন কি?" আর দেখ, সে যদি তোমার প্রাণ-বল্লভা না হইবে, তবে আমি বলিলেও তুমি তাহাকে বিনাশ করিতেছ না কেন? আর সে যদি বানরই হয়, তবে তাহার প্রতি স্নেহই বা আবার কি? যাহা হউক, অধিক আর কি বলিব? যদি তাহার হৃদয়টী আমি খাইতে না পারি, তবে তুমি জানিও—আমি প্রায়োপবেশনে দিন কাটাইব। পত্নীর এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় জানিয়া মকর চিন্তাকুলচিত্তে বলিল,—অথবা এ অতি উত্তম কথা যে,—"বজ্রলেপ, মূর্খ, নারী, কর্কট, মীন, নীল ও মদ্যপ ইহাদিগের আগ্রহ একই,

অর্থাৎ অটল!" অতএব কি করি, কিরূপেই বা বানর আমার বধ্য হইবে? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মকর বানরের নিকট আসিল। বানর তাহাকে উদ্বিগ্নভাবে কি এক চিন্তা করিতে করিতে আসিতে দেখিয়া বলিল,—ভো মিত্র! আজ তুমি এরূপ অধিক বেলায় আসিলে কেন? কেনই বা আনন্দের সহিত আলাপ করিতেছ না? এবং মধুর বচনাদি পাঠ করিতেছ না? মকর কহিল,—মিত্র! আজ আমি তোমার ভ্রাতৃবধূ কর্ত্তৃক বড়ই নিষ্ঠুর বাক্যে তিরস্কৃত হইয়াছি। সে আমায় বলিয়াছে—ওহে কৃতঘ্ন! তুমি আর আমাকে মুখ দেখাইও না। কারণ, তুমি নিত্য নিত্য যে মিত্রের নিকট হইতে উপকার পাইতেছ, তাহাকে একবার আপন গৃহাদি দেখাইয়াও প্রত্যুপকার করিতেছ না? অতএব তোমার এই কৃতঘ্নতার প্রায়শ্চিত্তও নাই। কথিত আছে,—"পণ্ডিতগণ ব্রহ্মঘ্ন, সুরাপ, চোর, ভগ্নব্রত ও শঠ, এ সকল ব্যক্তির একটা নিষ্কৃতি বিধান করিয়াছেন, পরন্তু কৃতঘ্ন ব্যক্তির আর নিষ্কৃতি নাই।" অতএব তুমি আমার দেবরকে গ্রহণপূর্ব্বক প্রত্যুপকার প্রদর্শনের জন্য অদ্য গৃহে লইয়া আইস। নচেৎ আমার সহিত তোমার আর পরলোকে সাক্ষাৎ হইবে। স্ত্রী আমাকে এই কথা বলিলে, আমি তোমার নিকট আসিয়াছি। সুতরাং তোমার নিমিত্ত পত্নীর সহিত কলহ করিতে করিতে আমার এত বেলা হইয়াছে। যাহা হউক, তুমি আমার গৃহে আগমন কর। তুমি যাইবে বলিয়া তোমার ভ্রাতৃপত্নী প্রাঙ্গণটী সাজাইয়া রাখিয়াছে। উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও মণি মাণিক্য প্রভৃতি আভরণখচিত দ্বারবিলম্বিত এক গাছি বন্দন-পুষ্পের মালা উৎকণ্ঠার সহিত রহিয়াছে। মর্কট বলিল,—ভো মিত্র! আমার ভ্রাতৃপত্নী ঠিকই বলিয়াছেন। কথিত আছে,—"অভিজ্ঞ

ব্যক্তি কপট মিত্রকে পরিত্যাগ করিবেন। সেই কপট সুহৃৎ লুব্ধ হইয়া নিরত মিত্রকে নিজ নিকটে আকর্ষণ করে। অর্থাৎ মিত্রকে কোন প্রকারে বঞ্চনা করিয়া নিজায়ত্ত করিবার চেষ্টায় থাকে। আর এক কথা,—দান করে, প্রতিগ্রহণ করে, গুপ্তকথা ব্যক্ত করে ও তাহা জিজ্ঞাসা করে এবং নিজে খায়, ও খাওয়ায়, এই ছয় প্রকার হইল—প্রীতির লক্ষণ।" যাহা হউক, কথা হইতেছে, আমরা হইলাম বনচর; তোমাদের গৃহ হইল জলমধ্যে; সুতরাং সেখানে আমি কেমন করিয়া যাইব? অতএব তুমি গিয়া আমার ভ্রাতৃপত্নীকেও এইখানে লইয়া আইস। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিব। মকর বলিল,—ভো মিত্র! সমুদ্রের মধ্যে সুরম্য তটদেশে আমাদিগের গৃহ আছে। অতএব তুমি আমার পৃষ্ঠে উঠিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে অনায়াসে তথায় আগমন কর। বানর তৎশ্রবণে সানন্দে বলিল,—ভদ্র! যদি এরূপ হয়, তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন কি? শীঘ্রই চল। এই আমি তোমার পৃষ্ঠে উঠিলাম। এই বলিয়া বানর মকরের পিঠে উঠিল। তখন বানর মকরকে অগাধসমুদ্রে যাইতে দেখিয়া ভীতবিহ্বলচিত্তে বলিল—ভাই! ধীরে ধীরে যাও। জলকল্লোলে আমার সর্ব্বশরীর প্লাবিত হইয়া যাইতেছে। তৎশ্রবণে মকর চিন্তা করিল,—বানর এই অগাধ জলে আমার বশীভূত হইয়াছে। আমার পৃষ্ঠ হইতে এক তিলও চলিবার ক্ষমতা নাই। অতএব ইহার নিকট এখন নিজাভিপ্রায় ব্যক্ত করি। তাহা হইলে এই বানর নিজ ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করিয়া লইতে পারিবে। এই ভাবিয়া মকর প্রকাশ্যে বলিল,—আমি ভার্য্যার কথায় তোমায় বিশ্বাস জন্মাইয়া তোমাকে বধার্থ লইয়া আসিয়াছি। অতএব তুমি নিজ ইষ্টদেবতাকে স্মরণ

করিয়া লও। বানর বলিল,—ভাই! আমি তোমার কিম্বা তোমার ভার্য্যার কি অপকার করিয়াছি যে, আমার প্রাণনাশের উপায় চিন্তা করিলে। মকর বলিল,—ওহে, অমৃতময় ফলরসাস্বাদনে তোমার হৃদয় অতি মিষ্ট হইয়াছে, আমার ভার্য্যার তাহা ভক্ষণে সাধ জন্মিয়াছে। তাই আমি এই কার্য্য করিয়াছি। প্রত্যুৎপন্নমতি বানর বলিল,—ভদ্র! যদি এরূপ অভিপ্রায় ছিল, তবে তুমি সেই-খানেই কেন একথা আমাকে বলিলে না! আমার নিজ হৃদয় আমি সেই জম্বুকোটরেই সর্ব্বদা লুকাইয়া রাখি, তা তুমি বলিলেই ত আমি ভ্রাতৃবধূকে অর্পণ করিতাম। তুমি আমাকে হৃদয়শূন্য-অবস্থায় এখানে আনিলে কেন? মকর তৎশ্রবণে আনন্দে বলিল,—ভদ্র! যদি এরূপ হইয়া থাকে, তবে তুমি আমাকে সেই হৃদয়টী অর্পণ কর। আমার সেই দুষ্ট পত্নী তাহা খাইয়া উপবাস হইতে রক্ষা পাউক্। আমি তোমাকে আবার সেই জম্বুবৃক্ষের নিকট লইয়া যাইতেছি।

মকর এই বলিয়া ফিরিয়া আবার সেই জম্বুবৃক্ষতলে আসিল। বানরও মনে মনে কত দেবতার পূজা ও উপহার দানাদি মানস করিতে করিতে অতি কষ্টে যেমন তীরসন্নিকট প্রাপ্ত হইল, অমনি এক দীর্ঘ লম্ফে সেই জম্বুবৃক্ষে গিয়া উঠিল। বৃক্ষে উঠিয়া ভাবিল—অহো! এক্ষণে প্রাণ পাইলাম। অথবা এ অতি উত্তম কথা অভিহিত হইয়াছে যে,—"অবিশ্বস্ত জনে বিশ্বাস করিতে নাই, এবং বিশ্বস্ত জনেও বিশ্বাস করিবে না। কারণ, বিশ্বাস হইতে যে ভয় উৎপন্ন হয়, তাহা মূল পর্য্যন্ত নাশ করে।" অতএব আজ আমার পুনর্জ্জন্ম দিন উপস্থিত হইল।

বানর এইরূপে চিন্তা করিতেছে, তখন মকর বলিল,—তো

মিত্র! আমাকে সেই হৃদয়টী দাও। তোমার ভ্রাতৃপত্নী তাহা খাইয়া উপবাস হইতে রক্ষা পাইবে। অনন্তর বানর ভর্ৎসনাপূর্ব্বক বলিল, ধিক্ মূর্খ—বিশ্বাসঘাতক! ওরে, কাহারও কি দুইটা হৃদয় থাকে? তুই জম্বুবৃক্ষের তল হইতে শীঘ্র চলিয়া যা'। পুনর্ব্বার আর এখানে আসিস্ না। কথিত আছে,—"যে মিত্রের চিত্ত একবার বিকৃত হইয়া যায়, সেই মিত্রের সহিত যে ব্যক্তি পুনরায় মিলন করিতে চায়, সে অশ্বতরীর গর্ভের ন্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়।" তৎশ্রবণে মকর লজ্জার সহিত ভাবিল,—আমি বড়ই মূর্খ! কেন ইহার নিকট নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম! যাহা হউক, এ যদি পুনরায় কোনরূপে বিশ্বাস প্রাপ্ত হয় ত, আমিও পুনর্ব্বার ইহার বিশ্বাস উৎপাদনে চেষ্টা করিব। এই ভাবিয়া প্রকাশ্যে বলিল,—মিত্র! আমি উপহাস করিয়া তোমার অভিপ্রায় জানিয়াছি। তোমার হৃদয় দিয়া আমার স্ত্রীর কোন প্রয়োজন নাই। অতএব তুমি অতিথির ন্যায় আমাদিগের গৃহে আগমন কর। তোমার ভ্রাতৃপত্নী উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। বানর কহিল,—রে দুষ্ট! দূর হ, আমি আর এখন আসিব না। কথিত আছে,—"বুভুক্ষিত ব্যক্তি কি পাপ না করে? ক্ষীণ ব্যক্তিরা নির্দ্দয় হয়। হে ভদ্রে! প্রিয়দর্শনের নিকট বলিও গঙ্গদত্ত পুনরায় আর এ কূপে আসিবে না।" মকর কহিল,—ইহা কি প্রকার? বানর বলিল,—

কথা (২)।

কোন কূপে গঙ্গদত্ত নামে এক মণ্ডূকরাজ বাস করিত। সে একদিন তাহার জ্ঞাতিবর্গ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া কূপের সোপান-

পড়িক্কে ধরিয়া তথা হইতে বাহির হইয়া আসিল। অনন্তর সে ভাবিল,—আমি কেমন করিয়া জ্ঞাতিদিগের অপকার সাধন করিব? কথিত আছে,—"আপৎকালে যে ব্যক্তি অপকার করে, এবং দুরবস্থার সময় যে উপহাস করে, উক্ত উভয় ব্যক্তিরই অপকার করিয়া লোক আত্মাকে পুনর্জ্জাত বলিয়া মনে করিয়া থাকে।" গঙ্গদত্ত এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে এক কৃষ্ণসর্পকে গর্ত্তের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিল। তাহাকে দেখিয়া গঙ্গদত্ত পুনর্ব্বার ভাবিল যে, এই সর্পকে কূপে প্রবেশ করাইয়া আমি সমস্ত জ্ঞাতিদিগের উচ্ছেদ সাধন করিব। কথিত আছে,—"নিজ কার্য্য সাধনের জন্য শত্রুর সহিত শত্রুকে, এবং বলবানের সহিত বলবান্‌কে লাগাইয়া দিবে। এইরূপ করিলেই শত্রুক্ষয় সম্বন্ধে আর কোন ক্লেশ পাইতে হয় না। অপিচ—প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সুখের জন্য কণ্টক দিয়া যেমন কষ্টদায়ক কণ্টককে তুলিয়া ফেলে, সেইরূপ তীক্ষ্ণ শত্রু দ্বারা তীক্ষ্ণ শত্রুকে উন্মূলিত করিবেন।" এইরূপ ভাবিয়া ভাবিয়া গঙ্গদত্ত সর্পের গর্ত্তদ্বারে গিয়া ডাকিতে লাগিল,—হে প্রিয়দর্শন! তুমি আইস, আইস। তৎশ্রবণে সর্প চিন্তা করিল,—এই যে, আমাকে ডাকিতেছে এ আমার স্বজাতীয় নহে। কারণ, ইহা সর্পের ভাষা বলিয়া বোধ হয় না। মর্ত্ত্যধামে অন্য কাহারও সহিত ত আমার পরিচয় নাই অতএব এই দুর্গে থাকিয়াই জানি,—এই ব্যক্তি কে? কথিত আছে,—"যাহার কুল শীল বা বাসস্থান অজ্ঞাত, বৃহস্পতি বলিয়াছেন,—তাহার সহিত সংসর্গ করিতে নাই।" হয় ত কোন মন্ত্রবাদী বা ঔষধাভিজ্ঞ ব্যক্তি আমাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বন্ধনে ফেলিবে অথবা কোন পুরুষ শত্রুতা করিয়া অন্য কোন ব্যক্তিকে দংশন করাইবার জন্য আমাকে

আহ্বান করিতেছে! এইরূপ নানা বিষয় ভাবিয়া সর্প উত্তর করিল,—কে তুমি? মণ্ডূক বলিল—আমি গঙ্গদত্ত, মণ্ডুকদিগের রাজা, তোমার সহিত মিত্রতা করিবার জন্য আসিয়াছি।

তৎশ্রবণে সর্প কহিল,—ওহে, এ অতি অশ্রদ্ধেয় কথা যে, তৃণের সহিত বহ্নির মিলন হইবে। কথিত আছে,—"যে যাহার বধ্য, সে স্বপ্নেও তাহার কাছে আইসে না। অতএব তুমি একি করিতেছ? গঙ্গদত্ত কহিল,—ওহে, ইহা সত্য, তুমি হইলে আমাদিগের স্বভাববৈরী। পরন্তু আমি পর কর্তৃক নিগৃহীত হইয়াই তোমার নিকট আসিয়াছি। কথিত আছে,—"সর্বনাশ উপস্থিত হইলে কিম্বা প্রাণসংশয় মধ্যে শত্রুকে প্রণাম করিয়াও প্রাণধন রক্ষা করিবে।" সর্প বলিল,—বল কে তোমার নিগ্রহ করিল? মণ্ডুক কহিল,—জ্ঞাতিগণ সর্প বলিল—কোথায় তোমার বাস?—দীর্ঘিকায়, কূপে, তড়াগে, কিম্বা হ্রদে? মণ্ডূক বলিল,—পাষাণচয়-নিবদ্ধ কূপে আমার বাস। সর্প কহিল,—আহা! আমরা পদহীন; সুতরাং তথায় আমাদের প্রবেশ অসম্ভব। প্রবেশ করিলেও তথায় আমাদিগের এমন কোন বাসস্থান নাই, যেখানে থাকিয়া তোমার জ্ঞাতিবর্গকে বিনাশ করিতে পারি। অতএব তুমি চলিয়া যাও। কথিত আছে,—"যে বস্তু ভক্ষণ করিবার যোগ্য, যাহা খাইলে পরিপাক হইয়া যায়, এবং যাহা পরিপক্ক হইলে, ভবিষ্যৎ হিত হয়, কল্যাণকামী ব্যক্তির পক্ষে তাহাই ভক্ষণ করা উচিত।" গঙ্গদত্ত বলিল,—তুমি আইস, আমি তোমাকে অনায়াসে তথায় প্রবেশ করাইব, সেই কূপ মধ্যে জলপ্রান্তে একটী সুরম্য কোটর আছে, তথায় থাকিয়া তুমি অনুক্রমে আমার জ্ঞাতিদিগকে ভক্ষণ করিবে। তৎশ্রবণে সর্প চিন্তা করিল—আমি

বৃদ্ধ, যদি কষ্টেসৃষ্টে কোন কোন সময় এক একটী মণ্ডূক পাই, তবে আমার জীবনযাত্রার উপায় সুখেরই হইবে, তা বেশ হইয়াছে, এই কুলাঙ্গার আমাকে ভাল পথই দেখাইল। অতএব আমি যাইয়া সেই সকল মণ্ডূকদিগকে ভক্ষণ করি। অথবা এ অতি ভাল কথাই যে, "যে ব্যক্তি প্রাণে মরিতে উদ্যত, যাহার সম্পদ নাই, সে যদি পণ্ডিত হয়, তবে তাহার পক্ষে সুখকর বৃত্তি অবলম্বন করাই উচিত।" সর্প এইরূপ চিন্তা করিয়া বলিল,—ওহে গঙ্গদত্ত! তাহা হইলে তুমি অগ্রে অগ্রে চল। আমরা উভয়েই তথায় যাই। গঙ্গদত্ত বলিল—ওহে প্রিয়দর্শন! আমি তোমাকে অনায়সে তথায় লইয়া যাই, এবং স্থানও দেখাইয়া দেই। পরন্তু তুমি আমার নিজ পরিজন কয়টীকে রক্ষা করিও, আমি যাহাদিগকে দেখাইয়া দিব, মাত্র তাহাদিগকেই তুমি ভক্ষণ করিবে। সর্প বলিল,—সম্প্রতি তুমি আমার মিত্র হইয়াছ, অতএব তোমার ভয় নাই। তুমি যাহাদিগকে দেখাইবে, শুদ্ধ তাহাদিগকেই আমি খাইব। এই কথা কহিয়া গর্ত্ত হইতে বাহির হইল এবং গঙ্গদত্তকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার সহিত প্রস্থান করিল। অনন্তর গঙ্গদত্ত কূপের কাছে আসিয়া নিম্নে যাইবার সোপান অবলম্বনে সর্পকে নিজালয়ে লইয়া গেল। পরে কৃষ্ণসর্পের সমক্ষে তাহার জ্ঞাতিবর্গকে দেখাইয়া দিল। কৃষ্ণসর্পও ধীরে ধীরে তাহাদিগকে খাইয়া ফেলিল। অনন্তর মণ্ডূকাভাবে সর্প বলিল,—ভদ্র! আমি তোমার শত্রুবর্গ নিঃশেষ করিয়াছি, এখন আমাকে অন্য কোন খাদ্য দান কর। কারণ, তুমিই আমাকে এখানে লইয়া আসিয়াছ। গঙ্গদত্ত বলিল,—ভদ্র! তুমি আমার মিত্রকার্য্য করিয়াছ, এক্ষণে এই ঘটিকা-যন্ত্রের সাহায্যে তুমি এস্থান হইতে চলিয়া যাও। সর্প বলিল,—

ওহে গঙ্গদত্ত! একথা তোমার ঠিক বলা হয় নাই। আমি এখন কিরূপে যাইব? আমার সেই বিলদুর্গ হয় ত এখন অন্য কোন সর্পে অধিকার করিয়াছে। অতএব আমি এইখানেই থাকি, তুমি আমাকে এক একটী পরম উপাদেয় মণ্ডুক দান কর। আর যদি না দাও, তাহা হইলে আমি সমস্তকেই খাইয়া ফেলিব। তাহা শুনিয়া গঙ্গদত্ত ব্যাকুলমনে চিন্তা করিল,—অহো! আমি সর্প আনিয়া কি দুষ্কার্য্যই করিয়াছি। তা কখন যদি নিষেধ করি, তাহা হইলে হয়ত সকলকেই খাইয়া ফেলিবে। অথবা এ অতি সঙ্গত কথা যে,—"যে ব্যক্তি অধিকবলসম্পন্ন অমিত্রের সহিত মিত্রতা স্থাপন করে, তাহার পক্ষে নিশ্চয়ই আপন হস্তে বিষভক্ষণ করা হয়।" যাহা হউক, উপায় কি? প্রতিদিন ইহাকে আমি এক একটী সুহৃৎ দান করিতে থাকি। কথিত আছে,—"সাগর যেমন স্বল্পসলিলদানে বাড়বানলকে তুষ্ট করেন, সেইরূপ সর্ব্বস্ব-হরণে প্রবৃত্ত শত্রুকেও বুদ্ধিমান্ লোকেরা স্বল্পদানে তুষ্ট করিয়া থাকেন। আর এক কথা—যে দুর্ব্বল ব্যক্তি বলবান্ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া সামপূর্ব্বক স্বল্প বস্তুও দান করে না; বা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেও দানে সম্মত হয় না, প্রবল ব্যক্তি একটু চূণ চাহিয়া না পাইলে শেষে তৎকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া রাশি রাশি চুণ দিয়া যেমন সেই আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইতে হয়, তাহার ভাগ্যেও সেইরূপই ঘটিয়া থাকে। আর এক কথা—সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইলে পণ্ডিত ব্যক্তি অর্দ্ধ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। ফলে ত্যক্তাবশিষ্ট অর্দ্ধ, দ্বারাই তাঁহার কার্য্য হয়, পরন্তু সর্ব্বনাশ হওয়া একান্তই দুঃসহ। মতিমান্ ব্যক্তি অল্পের জন্য ভূরিনাশ করিবেন না। স্বল্প হইতে ভূরিরক্ষণ করাই পাণ্ডিত্য। এইরূপ

নিশ্চয় করিয়া গঙ্গদত্ত প্রত্যহই এক একটী মণ্ডূক দান করিতে লাগিল। কৃষ্ণসর্পও তাহা ভক্ষণ করিয়া গঙ্গদত্তের পরোক্ষে অন্য মণ্ডূকদিগকেও ভক্ষণ করিতে লাগিল। অথবা এ অতি উত্তম কথাই অভিহিত হইয়াছে,—"যেমন মলিন বস্ত্রপরিধায়ী লোকেরা যেখানে সেখানে উপবেশন করে, এইরূপ যাহাদিগের ধনস্থিতি নাই, তাহারা ধনশেষ রাখে না। যাহা পায়, তাহাই শেষ করে।" অনন্তর অন্যদিন সেই সর্প অন্যান্য মণ্ডূকদিগকে ভক্ষণ করিয়া গঙ্গদত্ত-পুত্র যমুনাদত্তকে ভক্ষণ করিল। পুত্রটী ভক্ষিত হইয়াছে বুঝিয়া গঙ্গদত্ত উচ্চকণ্ঠে ধিক্ ধিক্ শব্দে প্রলাপ করিতে লাগিল, কোন ক্রমেই তাহার বিরাম হইল না। তখন তাহার পত্নী বলিল,—হে স্বপক্ষের ক্ষয়কারক! তুমি কেন এখন রোদন করিতেছ? স্বপক্ষের ক্ষয় হইল, এখন আমাদিগকেই বা কে রক্ষা করিবে? অতএব এখনও আত্মরক্ষায় চেষ্টা কর এবং ইহার বধোপায় ভাব।

অনন্তর কিয়ৎকালের মধ্যেই সমস্ত মণ্ডূককুল কবলিত হইল, কেবল একমাত্র গঙ্গদত্ত রহিল। তখন সর্প বলিল,—ওহে গঙ্গদত্ত! আমি বুভুক্ষু, এ দিকে মণ্ডূককুল নিঃশেষিত। অতএব আমাকে অন্য কিছু খাদ্য দাও, কেননা তুমিই আমাকে এখানে আনিয়াছ। গঙ্গদত্ত বলিল—মিত্র! আমি থাকিতে তোমার কোন চিন্তা নাই তা যদি তুমি আমাকে যাইতে দাও, তাহা হইলে, অন্য কূপস্থিত মণ্ডূকদিগের বিশ্বাস জন্মাইয়া এখানে আনিতে পারি। সর্প বলিল, —তুমি আমার ভ্রাতৃস্থানীয়। সুতরাং অভক্ষ্য। আর যদি তুমি এইরূপ করিতে পার, তবে ত তুমি তখন আমার পিতৃস্থানীয় হইলে। যাহা হউক, তুমি এইরূপই কর। গঙ্গদত্ত তৎশ্রবণে সেই কূপ-সোপানের সাহায্যে মনে মনে বিবিধ দেবপূজা মানিয়া সেই কূপ

হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। প্রিয়দর্শন কৃষ্ণসর্প সেইখানে থাকিয়া তাহার আগমন প্রতীক্ষায় রহিল। অনন্তর বহু সময় অতীত হইল, তথাপি গঙ্গদত্ত আসিল না। তখন সর্প অন্য কোটরস্থিত গোধাকে বলিল;—ভদ্রে! তুমি আমার কিঞ্চিৎ সাহায্য কর। গঙ্গদত্ত তোমার চিরপরিচিত। সে কোন্ জলাশয়ে আছে, তাহা সন্ধানপূর্ব্বক তাহার নিকট গিয়া আমার এই সংবাদ বল যে, যদি অন্য কোন মণ্ডূকেরা না আইসে, তবে তুমি সত্বর চলিয়া আইস। আমি তোমা ব্যতীত এখানে বাস করিতে সক্ষম নহি। ত', আমি যদি তোমার প্রতি কোন বিরুদ্ধাচরণ করি, তবে আমার সমস্ত সুকৃতরাশি নষ্ট হইবে। গোধা সর্পের কথা মত সত্বর গঙ্গদত্তের নিকট গিয়া বলিল,—ভদ্র গঙ্গদত্ত! তোমার সুহৃৎ সেই প্রিয়দর্শন সর্প তোমার পথের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। অতএব শীঘ্র আইস। পরন্তু সে, তাহার সুকৃতরাশির দিব্য করিয়াছে, সে তোমার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিবে না। অতএব নিঃশঙ্কচিত্তে আইস। তৎশ্রবণে গঙ্গদত্ত বলিল,—"বুভুক্ষিত ব্যক্তি কোন্ পাপ না করে? ক্ষীণব্যক্তি নির্দ্দয় হইয়া থাকে, অতএব হে ভদ্রে! তুমি সেই প্রিয়দর্শনের নিকট বলিও গঙ্গদত্ত পুনর্ব্বার আর সেই কূপে আসিবে না।" গঙ্গদত্ত এই বলিয়া সেই গোধাকে পাঠাইয়া দিল।

অতএব হে দুষ্ট জলচর! আমিও গঙ্গদত্তের ন্যায় তোমার গৃহে কখনই যাইব না। তৎশ্রবণে মকর বলিল,—হে মিত্র! এ কার্য্য সঙ্গত হয় না। তুমি আমার গৃহে আসিয়া আমার কৃতঘ্নতা-দোষ সর্ব্বথা দূর কর। তা না হইলে, আমি এইখানে উপবাসে জীবন ত্যাগ করিব। বানর বলিল,—রে মূর্খ! আমি কি সেই

মূর্খ লম্বকর্ণ? আমি বিঘ্ন প্রত্যক্ষ করিয়াও কি নিজেই গিয়া আত্মনাশ করিব? "আসিল না, আসিয়া সিংহের বিক্রম দর্শনে পলাইয়া গেল; আবার আসিয়া সে মূর্খ কর্ণ ও হৃদয়হীন হইল।"

মকর বলিল,—ভদ্র! সেই লম্বকর্ণ কে? কিরূপেই বা সে বিপদ্ প্রত্যক্ষ করিয়াও মরিল? তাহা আমার নিকট বল। বানর কহিল,—

কথা (৩)।

কোন বনপ্রদেশে করালকেশর নামে এক সিংহ বাস করিত; ধূসরক নামে এক শৃগাল তাহার অনুগত পরিচারক ছিল। এক দিন হস্তীর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে সিংহের শরীরে গুরুতর আঘাত লাগিল, সেই আঘাতের ফলে তাহার একপদও চলিবার শক্তি রহিল না। সিংহের গতিবৈকল্য হেতু ধূসরকও ক্ষুধাতুর-কণ্ঠে বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। সে পরদিন সিংহকে বলিল,—প্রভু! আমি ক্ষুধায় কাতর হইয়াছি, তাই এক পাও চলিতে পারিতেছি না, সুতরাং আপনার শুশ্রূষা কেমন করিয়া করিব? সিংহ বলিল,—ওহে যাও, এখন কোন একটা শীকারের সন্ধান কর, যাহা আমি এইরূপ অবস্থায় থাকিয়াও বধ করিতে পারি। শৃগাল সিংহের কথা শুনিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইল। ঐ গ্রামে গিয়া দেখিল,—লম্বকর্ণ নামে একটা গর্দ্দভ একটা জলাশয়ের নিকট অতি কষ্টে দূর্ব্বাঙ্কুর সকল খাইতেছে। শৃগাল তদ্দর্শনে তাহার নিকট গিয়া বলিল,—মাম! আমার এই নমস্কার গ্রহণ কর। অনেক দিন পরে দেখা হইল। তা এরূপ

দুর্ব্বল হইয়াছ কেন? বল। লম্বকর্ণ বলিল,—ওহে ভাগিনেয়! কি আর বলিব? ধোপা বেটা অতি নির্দ্দয়, তাই অধিক ভার বহাইয়া আমাকে পীড়িত করে, এক মুষ্টি ঘাসও আমায় দেয় না। কেবল ধূলিমিশ্র দুর্ব্বাঙ্কুর সকল খাই; সুতরাং কিরূপে আমার শরীরপুষ্টি হইবে? শৃগাল বলিল,—মাম! যদি এইরূপই হয়, তবে নদীর নিকট মরকতত্তুল্য শাষ্পময় এক অতি রমণীয় প্রদেশ আছে। সেখানে যাইয়া তুমি আমার সহিত সুভাষিত গোষ্ঠীসুখ অনুভব করিতে করিতে বাস করিতে পার। লম্বকর্ণ বলিল,—ওহে ভাগিনেয়! তুমি ঠিকই বলিয়াছ। কিন্তু আমরা গ্রাম্য পশু, অরণ্যচারী জন্তুদিগের বধ্য। সুতরাং সে রম্যদেশ দিয়া আর কি করিব? শৃগাল বলিল,—মাম! তুমি এমন কথা বলিও না। সে দেশ আমার ভুজপঞ্জরে রক্ষিত, সুতরাং সেখানে অপর কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। পরন্তু এই রজক ইতিপূর্ব্বে তিনটী রাসভীকে তাড়াইয়া দেয়; সেই অনাথা রাসভীরা সেইখানে আছে। এক্ষণে তাহারা বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট ও যৌবনভরাক্রান্ত হইয়াছে। তাহারা আমাকে বলিয়াছে,—যে, তুমি যদি আমাদিগের প্রকৃতই মাতুল হও, তাহা হইলে কোন গ্রামান্তরে গিয়া আমাদিগের উপযুক্ত একটী পতি লইয়া আইস। বাস্তবিক আমি সেই জন্যই তোমাকে তথায় লইয়া যাইতে চাই।

অনন্তর শৃগালের কথা শুনিয়া লম্বকর্ণ কামপীড়িত অবস্থায় বলিল,—ভদ্র। যদি এইরূপই ঘটিয়া থাকে, তবে তুমি অগ্রে অগ্রে চল, আমি যাইতেছি। অথবা এ অতি সাধু কথা যে—"এক কামিনী ব্যতীত অমৃত বা বিষ এ দুইয়ের কোন বস্তুই কিছু নহে। লোক কামিনীর সঙ্গলাভেই জীবিত, এবং তদভাবেই মৃত হয়।

সঙ্গম এবং দর্শন বিনাও যাহাদিগের নাম শ্রবণ মাত্রেই কামোদ্রেক হয়, তাহাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া যে আত্মাভূত হয় না, ইহা বড়ই কৌতুকর।"

এদিকে তাহাই হইল। রাসভ শৃগালের কুহকে পড়িয়া সিংহের কাছে আসিল। তখন সিংহ ব্যস্ত ভাবে যেমন উত্থিত হইল, অমনি রাসভও পলায়নের উদ্যোগ করিল। পালাইবার সময় সিংহ তাহাকে এক চড় মারিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য ব্যক্তির উদ্যমের ন্যায় সে চড় ব্যর্থ হইল। শৃগাল ক্রুদ্ধ হইয়া সিংহকে বলিল,—এ তোমার কিরূপ প্রহার হে?—যে, একটা গর্দ্দভও তোমার কাছ হইতে সবেগে পলাইয়া গেল। তা, তুমি গজের সহিত যুঝিবে কেমন করিয়া? যা হউক, তোমার শক্তি কতদূর তাহা বুঝিলাম। অনন্তর সিংহ সলজ্জভাবে হাসিয়া বলিল,—ওহে, আমি কি করিব? আমি পূর্ব্বাহ্নে প্রস্তুত হইয়াছিলাম না! নতুবা আমি প্রস্তুত হইয়া আক্রমণ করিলে গজও ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। শৃগাল বলিল,—যাহা হউক, আজই তাহাকে আমি আর একবার আনিব; তুমি কিন্তু সজ্জিত হইয়া থাকিও। সিংহ বলিল,—ভদ্র! সে আমাকে প্রত্যক্ষত দেখিয়া গিয়াছে, সে আর এখানে আসিবে কি? তাই বলি, তুমি অন্য কোন জন্তুর অন্বেষণ কর। শৃগাল বলিল,—সে আলোচনায় তোমার আবশ্যক কি? তুমি কেবল ঠিক হইয়া থাক। সিংহ প্রস্তুত হইয়া রহিল। শৃগাল গর্দ্দভের পথানুসরণপূর্ব্বক যাইয়া, সেইখানেই আবার তাহাকে বিচরণ করিতে দেখিল। তখন শৃগালকে দেখিয়া রাসভ বলিল,—ওহে ভাগিনেয় তুমি বড় ভাল জায়গায় আমাকে লইয়া গিয়াছিলে! আমি এখনই মরিতেছিলাম! তা সেটা কোন জন্তু?—যাহার অতি

প্রচণ্ড বজ্রতুল্য কর-প্রহার হইতে আমি মুক্তি পাইয়া আসিয়াছি! তৎশ্রবণে শৃগাল খুব হাসিয়া বলিল,—ভদ্র! তোমাকে আসিতে দেখিয়া রাসভী অনুরাগভরে আলিঙ্গন করিবার জন্য উঠিয়াছিল। তুমি কাতর, তাই পলাইয়া আসিয়াছ। সে কিন্তু তোমা ভিন্ন থাকিতে পারিতেছে না। তুমি পলাইতেছিলে, তোমাকে ধরিয়া রাখিবার জন্যই সে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল; তা-ছাড়া অন্য কোন কারণই নাই। অতএব আইস, সে তোমার জন্য অনাহারে বসিয়া রহিয়াছে। আর সেই রাসভী বলে যে, লম্বকর্ণ যদি আমার স্বামী না হয়, তবে আমি অগ্নিতে বা জলে ঝাঁপ দিব। আমি তাহার বিরহ কিছুতেই সহিতে পারিব না।

অতএব তুমি প্রসন্ন হইয়া আইস, না আসিলে তোমার স্ত্রী-হত্যার পাতক হইবে। বিশেষতঃ ভগবান্ কামদেবও তোমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া রহিবেন। কথিত আছে,—"মকরধ্বজের স্ত্রী-রূপিণী মুদ্রা সর্ব্বত্র জয়যুক্তা এবং সর্ব্বসম্পদের সাধক। যে মূর্খেরা তাহা ত্যাগ করিয়া মিথ্যা ফলের অন্বেষণে ধাবিত হয়, তাহারা নিতান্তই কুবুদ্ধি। মকরধ্বজ তাহাদিগকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিয়া তন্মধ্যে কতকগুলিকে মুণ্ডিত, এবং কতকগুলিকে রক্তবসনধারী জটিল কাপালিক করিয়া দিয়া থাকেন।"

অনন্তর গর্দ্দভ শ্রদ্ধার সহিত শৃগালের কথা শুনিয়া তৎসঙ্গে প্রস্থান করিল। অথবা এ অতি উত্তম কথা যে,—"নর জানিয়া শুনিয়াও দৈববশতঃই গর্হিতাচরণ করে, নতুবা জগতে কোন গর্হিত কার্য্য করিতে লোকের রুচি হয় কেন?" কিঞ্চিৎপরে গর্দ্দভ গিয়া সিংহসমীপে উপস্থিত হইল। সিংহ পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিল। গর্দ্দভ যাইবামাত্র তাহাকে সে বিনাশ করিল। গর্দ্দভকে

মারিয়া শৃগালের উপর তাহার রক্ষার ভার অর্পণপূর্ব্বক সিংহ স্নানার্থ নদীতে অবতীর্ণ হইল। শৃগাল স্বভাবচাপল্যবশতঃ ঔৎসুক্যের সহিত সিংহ আসিবার পূর্ব্বেই নিহত গর্দ্দভের কর্ণ এবং বক্ষ ভক্ষণ করিল। ইতিমধ্যে সিংহ স্নানান্তে দেব ও পিতৃপূজা সমাপনপূর্ব্বক আসিয়া দেখিল,—গর্দ্দভ কর্ণ ও বক্ষহীন অবস্থায় রহিয়াছে। তখন তাহা দেখিয়া সিংহ ক্রোধের সহিত শৃগালকে বলিল,—রে পাপাত্মা! তুই কেন এই অসঙ্গত কার্য্য করিলি? ইহার কর্ণ ও হৃদয় ভক্ষণ করিয়া তুই ইহাকে উচ্ছিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিস্? শৃগাল সবিনয়ে বলিল,—প্রভো! আপনি এমন কথা বলিবেন না! এই গর্দ্দভ পূর্ব্ব হইতেই কর্ণ ও হৃদয়হীন ছিল। নতুবা এই গর্দ্দভ এখানে আসিয়া আপনাকে দেখিয়াও আবার ফিরিয়া আসিবে কেন?

শৃগালের কথায় সিংহের শ্রদ্ধা হইল। সে, নিহত গর্দ্দভকে ভাগ করিয়া শৃগাল-সহ নিঃশঙ্কচিত্তে তাহাকে খাইয়া ফেলিল।

বানর বলিল,—এই জন্যই আমি বলিয়াছি—"আসিল সিংহের পরাক্রম দেখিয়া গেল" ইত্যাদি।

অতএব রে মূর্খ! তুই আমার সহিত কপটাচরণ করিয়াছিস্। পরন্তু তুই যুধিষ্ঠিরের ন্যায় সত্যবাদী হইয়া কাপট্য প্রকাশ করিয়াছিস্। অথবা এ অতি উত্তম কথা,—যে মূর্খ প্রতারক ব্যক্তি স্বার্থত্যাগ করিয়া সত্য বলে, সে দ্বিতীয় যুধিষ্ঠিরের ন্যায় স্বার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়। মকর বলিল,—ইহা কি প্রকার? বানর বলিল;—

কথা (৪)।

কোন স্থানে এক কুম্ভকার ছিল। সে একদিন অসতর্ক অবস্থায় একখানা ভগ্ন তীক্ষ্ণাগ্র শরার উপর অত্যন্ত বেগে গিয়া

পড়িল। ইহাতে তাহার ললাট চিরিয়া গেল। সর্ব্বাঙ্গ রুধিরে আপ্লুত হইল। তখন সে অতি কষ্টে উঠিয়া নিজালয়ে গেল। পরে অপথ্য সেবনের ফলে সেই ক্ষত প্রথমে অতি গুরুতর হইল, শেষে অতি কষ্টে আরোগ্য লাভ করিল। এক সময় দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তখন কুম্ভকার ক্ষুধায় কাতর হইয়া কতিপয় রাজ-কর্ম্মচারীর সহিত দেশান্তরে গিয়া রাজার ভৃত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইল। সেই রাজা কুম্ভকারের ললাটে অতি বড় প্রহারক্ষত দেখিয়া ভাবিলেন, যে, এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই কোন বীর পুরুষ। সেই জন্যই ইহার ললাটফলকে এই প্রহার চিহ্ন রহিয়াছে। রাজা এইরূপ স্থির করিয়া তাহাকে সম্মানে সমস্ত রাজপুত্রদিগের মধ্যে রাখিয়া দিলেন। রাজপুত্রগণ তাহার সম্মানাধিক্য দেখিয়া মনে মনে ঈর্ষান্বিত হইল। কিন্তু রাজার ভয়ে কিছু বলিতে পারিল না; অনন্তর একদিন সেই রাজভবনে বীরগণের বলপরীক্ষা আরম্ভ হইল। অনেক বীর পুরুষ সমবেত হইলেন। গজ বাজী সকল সুসজ্জিত হইলে তখন রাজা নির্জ্জনে কুম্ভকারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে রাজপুত্র! তোমার নাম কি? তুমি কোন্ জাতি? এবং কোন যুদ্ধে গিয়া তোমার ললাটে এই প্রহার লাগিয়াছিল? কুম্ভকার বলিল, দেব! এটা শস্ত্রপ্রহার নহে, আমি জাতিতে কুম্ভকার, আমার নাম যুধিষ্ঠির। আমার ঘরে কতগুলি ভাঙ্গা খর্পর ছিল, আমি একদিন মদ্যপান করিয়া বাহির হইবার সময় হঠাৎ তাহার উপর পড়িয়া গেলাম, তাহাতে আমার কপাল চিরিয়া যায়, সেইজন্যই এই চিহ্ন দেখা যাই-তেছে। তচ্ছ্রবণে রাজা লজ্জিত হইয়া বলিলেন, অহো! আমি এই রাজপুত্রবেশী একটা কুম্ভকারের কাছে প্রতারিত হইলাম!

অতএব ইহাকে গলহস্ত দিয়া বাহির করিয়া দেই। তাহাই হইল। তখন কুম্ভকার বলিল, রাজা! এরূপ করিবেন না, আমার রণ-নৈপুণ্য আছে কি না দেখুন। রাজা বলিলেন,—ওহে তুমি সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন বটে, তথাপি তুমি এস্থান পরিত্যাগ কর। একটা কথা আছে যে—"হে পুত্রবর! তুমি কৃতবিদ্য এবং প্রিয়দর্শন বটে; কিন্তু তুমি যে কুলে জন্মিয়াছ, তাহাতে হস্তিবধ করা অসম্ভব।" কুম্ভকার কহিল, ইহা কি প্রকার? রাজা বলিলেন :—

কথা (৮)।

কোন স্থানে এক সিংহদম্পতী বাস করিত। কালক্রমে সিংহী দুইটী পুত্র প্রসব করিল। সিংহ প্রত্যহই সিংহীকে অনেক মৃগ মারিয়া আনিয়া দিত। একদিন সিংহ কোথাও কিছু পাইল না, বনে বনে ঘুরিতে ঘুরিতে সন্ধ্যা হইল। তখন সে গৃহে ফিরিয়া আসিতেছে, এই সময় একটী শৃগালশিশুকে প্রাপ্ত হইল। সিংহ তাহাকে অতি শিশু দেখিয়া যত্নের সহিত দন্তমধ্যে পুরিয়া আনিয়া জীবিতাবস্থায়ই সিংহীকে অর্পণ করিল। সিংহী বলিল, ওহে কান্ত! তুমি কি আমাদের জন্য কিঞ্চিৎ আহার আনিয়াছ? সিংহ বলিল, অয়ি প্রিয়ে! অদ্য আমি এই শৃগালশিশু ব্যতীত আর কিছুই পাই নাই; কিন্তু এটী অতি বালক, তাই আমি ইহাকে মারি নাই, বিশেষতঃ এই বালকটী আমাদের স্বজাতীয়। কথিতও আছে,—"স্ত্রীলোক, ব্রাহ্মণ এবং বালক প্রাণসংশয় উপস্থিত হইলেও ইহাদিগকে প্রহার করিতে নাই—বিশেষতঃ যাহারা বিশ্বস্ত তাহাদিগকে প্রহার করা একেবারেই নিষিদ্ধ।" যাহা হউক এখন আর কি করা যায়, তুমি ইহাকে খাইয়াই জীবন ধারণ কর; প্রভাতে আরও কিছু সন্ধান করিয়া দিব। সিংহী বলিল, কান্ত!

তুমি বালকজ্ঞানে ইহাকে বধ কর নাই, নিজ উদরের জন্য আমি ইহাকে কেমন করিয়া বিনাশ করি? কথিতও আছে,—"প্রাণসঙ্কট কালেও কখন অকার্য্য করিবে না। এবং যাহা কর্ত্তব্য, তাহাও কখনও পরিত্যাগ করিবে না। ইহাই হইল সনাতন ধর্ম্ম।" অতএব এই শিশু আমার তৃতীয় পুত্র হইল। এই বলিয়া সিংহী স্তন্যদানাদি দ্বারা তাহাকে বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। এইরূপে সিংহীর সেই তিনটী শিশুই পরস্পর পরস্পরের জাতিবিশেষ না জানিয়া একরূপ আহার-বিহারে বাল্যকাল হরণ করিতে লাগিল। অনন্তর একদিন একটা বন্য হস্তী ঘুরিতে ঘুরিতে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া সিংহতনয়দ্বয় ক্রোধের সহিত ধাবিত হইল; তখন শৃগালশিশু বলিল,—আহা! এই গজ তোমাদিগের চিরশত্রু; সুতরাং ইহার অভিমুখে যাইও না। এই বলিয়া সে গৃহের দিকে দৌড়াইয়া গেল। ভ্রাতার পলায়নে সেই সিংহশিশুদ্বয় নিরুৎসাহ হইল। অথবা একথা ঠিকই যে,—"একজন ধীরচেষ্টা ব্যক্তি যদি উৎসাহের সহিত থাকে ও তাহা হইলে রণে সৈন্যগণ উৎসাহান্বিত হয়, আর যদি প্রধান ব্যক্তি রণে ভঙ্গ দেয়, তাহা হইলে তাহারাও নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে। অতএব ভূপতিগণ মহাবল, উৎসাহসম্পন্ন যোদ্ধাদিগকেই রাখিতে ইচ্ছা করেন, কাতরদিগকেই পরিত্যাগ করেন।" অনন্তর সিংহশিশুদ্বয় গৃহে গিয়া হাসিতে হাসিতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ব্যবহারের কথা বলিল, সিংহ তচ্ছ্রবণে কোপাবিষ্টমনে আরক্তনয়নে কম্পিতাধরপল্লবে ভ্রূকুটীভঙ্গিসহ পুত্রদ্বয়কে পরুষ বাক্যে ভর্ৎসনা করিল। অনন্তর সিংহী নির্জ্জনে শৃগালশিশুকে বলিল—'বৎস! এমন কথা কখনও বলিও না। এই দুইটী তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পরে শৃগাল-

শিশু অত্যন্ত ক্রোধের সহিত সিংহীকে বলিল,—কি, আমি কি এই দুইজন হইতে শৌর্য্যে, রূপে, বিদ্যাভ্যাসে কিম্বা কৌশলে হীন যে, আমাকে উপহাস করিতেছে? অতএব আমি অবশ্যই উহাদিগকে বিনাশ করিব। তৎশ্রবণে সিংহী তাহার প্রাণ বাঁচাইবার জন্য মনে মনে হাসিয়া বলিল,—হে পুত্রক! স্বীকার করি, তুমি শূর, কৃতবিদ্য এবং প্রিয়দর্শন; কিন্তু তুমি যে কুলে জন্মিয়াছ, তথায় কেহই কখন গজ বিনাশ করে নাই। অতএব বৎস! আসল কথা শুন! তুমি শৃগালীর পুত্র। আমি কৃপা করিয়া তোমাকে স্তন্য দানে পালন করিয়াছি। অতএব আমার এই পুত্রদ্বয় যতক্ষণ না তোমাকে শৃগাল বলিয়া জানে, তাবৎ তুমি দ্রুতবেগে গিয়া, তোমার স্বজাতীয়দিগের মধ্যে প্রবেশ কর। নচেৎ ইহাদিগের হস্তে তোমার জীবন নষ্ট হইবে। শৃগালও তৎশ্রবণে ভীতিত্রস্ত মনে ধীরে ধীরে চলিয়া গিয়া স্বজাতীয়দিগের সঙ্গে মিলিত হইল।

রাজা বলিলেন,—আমি এই জন্য তোমাকেও বলিতেছি, যতক্ষণ না এই রাজপুত্রগণ তোমাকে কুম্ভকার বলিয়া জানিতে পারে, তুমি ইতিমধ্যে দ্রুতপদে পলায়ন কর। নতুবা ইহাদিগের হস্তে অশেষ লাঞ্ছনা পাইয়া তোমাকে জীবন হারাইতে হইবে। কুম্ভকারও তৎশ্রবণে সত্বর পলায়ন করিল।

বানর বলিল,—এই জন্যই আমি বলিয়াছি, যে, স্বার্থ ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি সত্য বলে, তাহাকে দ্বিতীয় যুধিষ্ঠিরের ন্যায় স্বার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়।" ইত্যাদি অতএব ধিক্ মূর্খ! তুই স্ত্রীর জন্য এইরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলি! স্ত্রীজাতিকে কখনই বিশ্বাস করিতে নাই। কথিত আছে,—"যাহার জন্য আমি নিজ

কুল ত্যাগ করিয়াছি, আবনের অর্দ্ধ হ ইয়াছি, সে আমাকে নির্দ্দয় ভাবে ত্যাগ করিল। কোন্ নর স্ত্রীকে বিশ্বাস করিবে?" মকর বলিল,—ইহা কি প্রকার? বানর বলিল;—

কথা (৬)।

কোন স্থানে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন ব্রাহ্মণের পত্নী তাঁহার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তমা ছিলেন। ব্রাহ্মণপত্নী প্রত্যহই কুটুম্ব-দিগের সহিত কলহ করিত, একটুও তাহার বিশ্রাম ছিল না। ব্রাহ্মণ কলহ সহ্য করিতে না পারিয়া স্ত্রীর প্রতি বাৎসল্য বশতঃ নিজ কুটুম্ববর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সস্ত্রীক দূর দেশে যাত্রা করিলেন। পরে এক মহারণ্যমধ্যে গিয়া ব্রাহ্মণী বলি-লেন,—আর্য্যপুত্র! আমার অত্যন্ত পিপাসা হইয়াছে, কোথাও জল আছে কিনা, অন্বেষণ কর। তখন ব্রাহ্মণ তাহার কথা মত জল সন্ধান করিয়া লইয়া আসিলেন, আসিয়া দেখিলেন,—ব্রাহ্ম-ণীর মৃত্যু হইয়াছে। ব্রাহ্মণ অতি স্নেহভরে বিষণ্ণ হইয়া যেমন কাঁদিতে লাগিলেন, অমনি আকাশে দৈববাণী হইল,—ব্রাহ্মণ! তুমি যদি নিজ অর্দ্ধ আয়ু দান করিতে পার, তাহা হইলে তোমার পত্নী জীবিত হইবে। ব্রাহ্মণ তৎশ্রবণে পবিত্র হইয়া তিন সত্যে আপন অর্দ্ধায়ু দান করিলেন। তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণী জীবিতা হই-লেন। অনন্তর উভয়ে জলপানান্তে বন্য ফল ভক্ষণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। ক্রমে কোন নগরের প্রান্তস্থিত এক পুষ্প-বাটিকামধ্যে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণ ভার্য্যাকে বলিলেন,—ভদ্রে! যাবৎ আমি আহার্য্য বস্তু লইয়া না আইসি, তাবৎ তুমি এইখানে অবস্থান কর। ব্রাহ্মণ এই বলিয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

এ দিকে সেই পুষ্পবাটিকার ভিতর এক পঙ্গু কোন খেলা করিতে করিতে মধুর কণ্ঠে গান করিতেছিল। তৎশ্রবণে ব্রাহ্মণী কামপীড়িত হইয়া তাহার নিকট গিয়া বলিল,—ভদ্র! যদি তুমি আমাকে চরিতার্থ না কর তাহা হইলে তোমার স্ত্রীহত্যার পাতক হইবে। পঙ্গু বলিল,—আমি ব্যাধিগ্রস্ত, আমা দ্বারা তোমার কি হইবে? ব্রাহ্মণী বলিল,—সে কথায় তোমার কাজ কি? তোমার সহিত আমার অবশ্য সঙ্গম করা কর্ত্তব্য। পরে তাহাদিগের কার্য্য সমাধা হইবার পর ব্রাহ্মণী বলিল,—আজ হইতে যাবৎ জীবন তোমাকে আমি আত্মপ্রদান করিলাম। এই বুঝিয়া তুমিও আমার সঙ্গে আইস। পঙ্গু বলিল,—তাহাই হউক।

এই সময় ব্রাহ্মণ নগর হইতে খাদ্যসামগ্রী আনিয়া স্ত্রীর সহিত একত্র খাইতে আরম্ভ করিলেন। তখন ব্রাহ্মণী বলিল,—

এই পঙ্গু বুভুক্ষিত হইয়াছে, অতএব ইহাকেও কিছু আহার দেওয়া যাউক।

ব্রাহ্মণীর কথা মত পঙ্গুকে আহার দেওয়া হইল। তখন ব্রাহ্মণী পুনর্ব্বার বলিল,—ব্রাহ্মণ! তুমি সহায়হীন অবস্থায় যখন গ্রামান্তরে যাও, তখন আমার কথার সহায়ও কেহই থাকে না; অতএব এই পঙ্গুকে সঙ্গে লইয়া গমন করি। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—আমি নিজেই চলিতে অক্ষম হই, এ পঙ্গুকে লইব কেমন করিয়া? ব্রাহ্মণী বলিল,—আমি পেটিকার মধ্যে পুরিয়া নিজেই ইহাকে লইয়া যাইব।

ব্রাহ্মণীর কপট কথায় ব্রাহ্মণ স্বীকৃত হইলেন। ব্রাহ্মণী তাহাকে লইয়া চলিল। একদিন ব্রাহ্মণ পরিশ্রান্ত হইয়া এক কূপপ্রান্তে বসিয়া আছেন, এই সময় পঙ্গুপ্রণয়ার্থিনী ব্রাহ্মণী তাহাকে

কূপের ভিতর ঠেলিয়া ফেলিল। ব্রাহ্মণ তন্মধ্যে পড়িয়া গেলেন। এদিকে ব্রাহ্মণী পঙ্গুকে লইয়া এক নগরমধ্যে প্রবেশ করিল। তথায় বাণিজ্যদ্রব্যের কর আদায় করিবার নিমিত্ত যে সকল রক্ষী পুরুষ নিযুক্ত আছে, তাহারা ইতস্তত ঘুরিতে ঘুরিতে ব্রাহ্মণীর মস্তকস্থিত পেটিকার দিকে দৃষ্টি করিল এবং বলপূর্ব্বক রাজার নিকট ধরিয়া লইয়া গেল। রাজা সেই পেটিকা খুলিয়া তন্মধ্যে এক পঙ্গুকে দেখিলেন। এই সময় ব্রাহ্মণী কাঁদিতে কাঁদিতে রাজ-পুরুষদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্যাপার কি? ব্রাহ্মণী বলিল,—এই আমার ভর্ত্তা, ইনি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়েন, জ্ঞাতিবর্গ ইঁহাকে ত্যাগ করে, তখন স্নেহাকুল হইয়া আমি ইঁহাকে মস্তকে স্থাপনপূর্ব্বক আপ-নার রাজধানীতে লইয়া আসিয়াছি। রাজা বলিলেন,—ব্রাহ্মণি! তুমি আমার ভগ্নীস্থানীয়া। তোমায় দুইটী গ্রাম দান করিলাম। তুমি তোমার স্বামিসহ এখানে ভোগসুখে কাল কাটাও।

অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ দৈবক্রমে কোন সাধুর সাহায্যে সেই কূপ হইতে উত্তোলিত হইলেন। পরে ঘুরিতে ঘুরিতে সেই নগ-রেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সেই দুষ্ট ব্রাহ্মণী তাহাকে দেখিয়া রাজার নিকট গিয়া বলিল,—রাজন্! এই আমার স্বামীর শত্রু আসিয়াছে। তৎশ্রবণে রাজা ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—এই ব্রাহ্মণী আমার কোন বস্তু আটকাইয়া রাখিয়াছে। সুতরাং আপনি যদি ধর্ম্মবৎসল হন, তবে তাহা দেওয়াইয়া দিন। রাজা বলিলেন,—ভদ্রে! তোমার নিকট ব্রাহ্মণের যাহা আটক রহিয়াছে, তাহা তুমি দাও। ব্রাহ্মণী বলিল,—দেব! আমিত কিছুই রাখি নাই। ব্রাহ্মণ বলিল,—

আমি যে তিন সত্য করিয়া তোমাকে আমার অর্দ্ধায়ু দান করিয়াছি, তাহা আমাকে ফিরাইয়া দাও। ব্রাহ্মণী রাজার ভয়ে ভয়ে সেই স্থানেই তিন সত্য করিয়া ব্রাহ্মণকৃত অর্দ্ধায়ু দানের কথা বলিল এবং তৎক্ষণাৎ মরিয়া গেল। এই ব্যাপার দর্শনে রাজা সবিস্ময়ে বলিলেন,—একি, এ ব্যাপার কি? তখন ব্রাহ্মণ পূর্ব্বাপর সমুদায় বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলেন।

বানর বলিল,—এই জন্যই আমি বলিয়াছি,—"যাহার জন্য নিজ কুল ত্যাগ করা হইল; জীবিতার্দ্ধ দান করিলাম, সে আমাকে নির্দ্দয় হইয়া পরিত্যাগ করিল। অতএব কোন্ নর স্ত্রীদিগকে বিশ্বাস করিবে?"

বানর পুনরায় কহিল,—এই একটী উৎকৃষ্ট উপাখ্যান শুনা যায় যে,—"স্ত্রীলোকেরা প্রার্থনা করিলে লোকে কি না করে এবং কিইবা না দেয়? তথায় অনশ্বও হেষারব করে এবং পর্ব্বদিনেও মস্তক মুণ্ডন হইয়া থাকে, মকর বলিল,—ইহা কি প্রকার?" বানর বলিল,—

কথা (৭)।

নন্দ নামে এক প্রবলপরাক্রম রাজা আছেন। সমস্ত রাজপুত্রগণের মস্তকস্থ মুকুটের মরীচিমালায় তাঁহার পাদপীঠ রঞ্জিত, তাঁহার যশ শরতের চন্দ্রকরের ন্যায় উজ্জ্বল। তিনি আসমুদ্র পৃথিবীর অধীশ্বর। তাঁহার মন্ত্রীর নাম বররুচি। বররুচি সমস্ত শাস্ত্রতত্ত্বের পারদর্শী। তাঁহার ভার্য্যা একদিন প্রণয়কলহে কুপিতা হন। ভার্য্যাটী বররুচির বড়ই প্রিয়া। তাই অনেক প্রকারে তিনি তাহাকে তুষ্টকরিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু ভার্য্যা কিছুতেই প্রসন্ন হইলেন না। স্বামী বলিলেন,—প্রিয়ে! তুমি যাহাতে তুষ্ট হও

বল, আমি নিশ্চয়ই তাহা করিব। অনেক কালের পর ভার্য্যা উত্তর করিলেন,—তুমি যদি মস্তক মুণ্ডন করিয়া আমার পাদদ্বয়ে পতিত হও, তাহা হইলে আমি প্রসন্ন হইতে পারি। বররুচি তাহাই করিলেন। তখন তাঁহার ভার্য্যা প্রসন্না হইলেন।

এইরূপ মহারাজ নন্দের ভার্য্যাও একদিন কোপিতা হইলেন। তাঁহার কোপ দূর করাইবার জন্য রাজা অনেক চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহার কোপ দূর হইল না। তখন তিনি বলিলেন,—প্রিয়ে! তোমা বিনা আমি মুহূর্ত্ত কালও বাঁচি না, আমি পায়ে পড়ি, তুমি প্রসন্ন হও। রাণী বলিলেন—যদি মুখে বল্গা দিয়া আমি তোমার পৃষ্ঠে উঠিয়া তোমাকে দ্রুত চালাই এবং চলিতে চলিতে তুমি যদি অশ্ববৎ হ্রেষা রব কর, তবেই আমি প্রসন্না হই। রাজা তাহাই করিলেন।

অনন্তর প্রভাতে রাজা রাজসভায় উপবিষ্ট। বররুচি তাঁহার সমীপে আসিয়া উপস্থিত। বররুচিকে দেখিয়া রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—ওহে বররুচে! পর্ব্বোপলক্ষে মস্তক মুণ্ডন করিয়াছ কি? বররুচি বলিলেন, "স্ত্রীর প্রার্থনায় মানুষী কি না দেয় এবং কিই বা না করে? যেখানে অনশ্বগণও হ্রেষারব করে এবং পর্ব্বে মস্তকও মুণ্ডন করিতে হয়।"

অতএব হে দুষ্ট মকর! তুই নন্দ-বররুচির ন্যায় স্ত্রীবশ্য। তাই এখানে আসিয়াই তুই আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলি! ফলে নিজের কথার দোষেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। অথবা এ অতি উচিত কথা যে,—"নিজের মুখদোষেই শুক-সারিকা নিহত হয়, আর বকগণ তথায় জীবিত থাকে। কারণ, মৌনাবলম্বনই সকল কার্য্যের সাধক।" আর এক কথা,—"এক ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতদেহ

গর্দ্দভ, সুদৃঢ় ভয়ঙ্কর দেহ দেখাইয়া ও নিজে বিশেষরূপে রক্ষিত হইয়াও হত হইয়াছিল।"

মকর বলিল,—ইহা কি প্রকার? বানর বলিল,—

কথা (৮)।

কোন স্থানে শুদ্ধপট নামে এক রজক বাস করিত। তাহার একটী গর্দ্দভ ছিল। গর্দ্দভটী ঘাস অভাবে অতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। রজক একদিন বনভ্রমণ করিতে করিতে একটা মৃত ব্যাঘ্র দেখিতে পাইল এবং চিন্তা করিল—আহা! ভালই হইয়াছে! এই ব্যাঘ্রচর্ম্মে আবৃত করিয়া আমার গর্দ্দভটীকে রাত্রিকালে যবক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিব। এইরূপ করিলে সমীপস্থ ক্ষেত্রপালেরা ব্যাঘ্র মনে করিয়া ইহাকে আর তাড়াইবে না। রজক তাহাই করিল। তখন গর্দ্দভ ইচ্ছামত যব খাইতে লাগিল এবং রজকও প্রতিদিন প্রত্যূষে পুনরায় তাহাকে লইয়া যাইতে লাগিল। এইরূপে কিছুকাল কাটিল। গর্দ্দভ যব খাইয়া খাইয়া বেশ হৃষ্টপুষ্ট হইল। তখন অতি কষ্টে তাহাকে বন্ধন স্থানে লইয়া যাইতে হইতে লাগিল। পরে একদিন সেই গর্দ্দভ দূর হইতে একটা রাসভীর শব্দ শুনিতে পাইল। সেই শব্দ শুনিবামাত্রই গর্দ্দভও শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। তখন ক্ষেত্রপালেরা তাহাকে গর্দ্দভ বলিয়া বুঝিতে পারিয়া লগুড়, শর ও পাষাণপ্রহারে তাহাকে মারিয়া ফেলিল। এই জন্যই আমি বলিয়াছি,—'এক ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত দেহ গর্দ্দভ" ইত্যাদি।

বানরের সহিত মকর এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছে, ইতি-মধ্যে অন্য এক জলচর আসিয়া কহিল,—হে মকর! তোমার ভার্য্যা অনশনে ছিল। তুমি বিলম্ব করিতেছ, তাই অতি প্রণয়জনিত অভিমানে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। মকর এই বজ্রপাততুল্য

সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত ব্যাকুলহৃদয়ে প্রলাপ করিতে লাগিল,—আহা! আমি মন্দভাগ্য, আমার কি হইল! কথিত আছে,—"যাহার গৃহে মাতা নাই, প্রিয়বাদিনী ভার্য্যাও নাই, তাহার অরণ্যে গমন করাই শ্রেয়ঃ। যেখানে অরণ্য সেইখানেই তাহার গৃহ।" অতএব মিত্র! আমাকে রক্ষা কর। আমি তোমার কাছে অপরাধ করিয়াছি। সম্প্রতি আমি স্ত্রীবিয়োগে অগ্নিপ্রবেশ করিব। তৎশ্রবণে বানর হাসিয়া উত্তর করিল,—ওহে, আমি প্রথমেই জানিয়াছি যে, তুমি স্ত্রীবশ্য এবং স্ত্রীজীবন। এখন সে প্রত্যয় আমার বদ্ধমূল হইল। অতএব মূঢ়! তুমি আনন্দের সময় বিষাদ প্রাপ্ত হইতেছ! সেরূপ স্ত্রী মরিলে উৎসব করাই উচিত। কথিত আছে,—"যে যে স্ত্রী দুষ্টচরিত্রা ও সতত কলহপ্রিয়া, পণ্ডিতেরা তাহাকে স্ত্রী-রূপিণী জরা বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন। অতএব যিনি আত্মসুখ কামনা করেন, তিনি সর্ব্ব-প্রযত্নে কোন স্ত্রীলোকেরই নাম পর্য্যন্তও মুখে আনিবেন না," যাহা মনে থাকে, তাহা রসনায় প্রকাশ করে না, যাহা রসনায় আসে, তাহাও বাহিরে প্রকাশ করে না, এবং যাহা হিত তাহাও করে না, স্ত্রীচরিত্র এই-রূপই বিচিত্র! দীপশিখাভিমুখী শলভসমূহের ন্যায় রম্য নিতম্বিনী-সেবায় কে না বিনষ্ট হইয়াছে? ইহারা অন্তরে বিষময়, বাহিরে মনোরম, সুতরাং স্ত্রীজাতি স্বভাবতই গুঞ্জা-ফলের তুল্য। দণ্ড দিয়া তাড়াও, অস্ত্র দিয়া কাট, প্রার্থিত বস্তু দাও, সাদরে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিতে যাও, কিছুতেই স্ত্রীজাতি বশ হইবার নহে। স্ত্রীজাতির অন্য দৌরাত্ম্যের কথা ছাড়িয়া দেই, তাহারা খোদরধৃত নিজ পুত্রকেও রোষবশে নাশ করিয়া থাকে। যাহারা বালক অল্পবুদ্ধি, তাহারাই কর্কশস্বভাব স্ত্রীতে স্নেহ-সদ্ভাব, কঠোর প্রকৃতি স্ত্রীতে

অতি কোমলতা এবং নীরস অননুরক্ত স্ত্রীতে অনুরাগ কল্পনা করিতে যায়।

মকর কহিল,—মিত্র! সত্য বটে এইরূপ; পরন্তু আমি এখন কি করি? আমার যে পর পর দুইটী বিপদই আসিয়া উপস্থিত। একে ত গৃহনাশ, তাহাতে আবার তোমার ন্যায় মিত্রসহ বিচ্ছেদ। অথবা এসকল দৈববশেই ঘটে। কথিত আছে,—"আমার পাণ্ডিত্য যেরূপ, তোমার পাণ্ডিত্য তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণ। উপপতি এবং ভর্ত্তা উভয়ই নষ্ট হইয়াছে। হে নগ্নিকে! তুমি কি দেখিতেছ?" বানর বলিল,—ইহা কি প্রকার? মকর কহিল,—

কথা (৯)।

কোন স্থানে এক কৃষকদম্পতী বাস করিত। কৃষকপত্নী পতির বার্দ্ধক্যদশায় সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক হইল, কিছুতেই স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না। কেবল পরপুরুষ খুঁজিয়া খুঁজিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। অনন্তর এক ধূর্ত্ত চোর নির্জ্জনে তাহাকে দেখিয়া বলিল,—সুন্দরি! আমার স্ত্রী মরিয়া গিয়াছে। তোমাকে দেখিয়া আমি কামার্ত্ত হইয়াছি, অতএব আমাকে রতিদক্ষিণা দাও। কৃষকপত্নী কহিল,—ওহে সুন্দর! যদি এইরূপ হয়, তবে আমার পতির অনেক ধন আছে। পতির আমার বার্দ্ধক্যবশে চলিবার শক্তিও নাই। অতএব সেই ধন লইয়া আমি আসিতেছি। তাহা হইলে তোমাকে লইয়া অন্যত্র গমনপূর্ব্বক ইচ্ছানুসারে রতিসুখ অনুভব করিব। চোর কহিল,—এ কথাটা আমার কাছেও ভাল বোধ হয়। অতএব খুব ভোরের বেলায় তুমি এখানে আসিও। পরে কোন এক উৎকৃষ্ট

নগরে গিয়া তোমার সহিত এই মানবজীবন সফল করিতে থাকিব। কৃষক-পত্নী তাহাতে সম্মত হইয়া হাসিতে হাসিতে স্বগৃহে গমনপূর্ব্বক রাত্রিকালে স্বামী নিদ্রিত হইলে, গৃহে যা কিছু অর্থ ছিল, সমস্ত লইয়া ভোর বেলায় পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সঙ্কেত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই চোরও তখন তাহাকে সঙ্গে লইয়া দ্রুতপদক্ষেপে দক্ষিণদিগাভিমুখে প্রস্থান করিল। এইরূপে তাহারা যাইতে যাইতে বহুদূর এক নদী দেখিতে পাইল। নদী দেখিয়া চোর চিন্তা করিল,—আমি এই গতযৌবনা স্ত্রী-লোকটা দিয়া কি করিব? বিশেষ যদি ইহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কোন লোক আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে বড়ই বিপদে পড়িতে হইবে। অতএব ইহার সঙ্গে যে অর্থ আছে, কেবল তাহা লইয়াই আমি চম্পট দেই। চোর এইরূপ স্থির করিয়া কৃষকপত্নীকে বলিল, —প্রিয়ে! এই সকল দ্রব্য লইয়া নদী পার হওয়া কঠিন। অতএব অগ্রে সঙ্গের দ্রব্যাদি আমি ওপারে রাখিয়া আইসি, পরে তোমাকে অনায়াসেই লইয়া যাইব। কৃষকপত্নী কহিল,—প্রিয়বর! তবে তাহাই কর। এই বলিয়া তাহার সমস্ত অর্থাদি চোরের হাতে অর্পণ করিল। পরে চোর বলিল,—প্রিয়ে! পরিধেয় বস্ত্রখানাও খুলিয়া দাও। তাহা হইলে জলের ভিতর দিয়া অনায়াসেই যাইতে পারিবে।

কৃষকপত্নী তাহাই করিল। চোরও অমনি তাহার বস্ত্রদ্বয় ও অর্থাদি লইয়া চম্পট দিল। তখন কৃষকপত্নী গলায় হাত দিয়া উদ্বিগ্নমনে যেমন নদীতীরে বসিয়া পড়িল। অমনি একটা শৃগালী খানিকটা মাংস মুখে করিয়া সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। শৃগালী নদীতীরের দিকে তাকাইয়া দেখিল,—একটা প্রকাণ্ড মৎস্য

জল হইতে উঠিয়া নদীতীরে রহিয়াছে। তদ্দর্শনে শৃগালী মাংস-পিণ্ড ফেলিয়া মৎস্যের দিকে ছুটিল। এই সময় কোথা হইতে একটা গৃধ্র আসিয়া সেই মাংসপিণ্ড লইয়া আকাশে উড়িল। মৎস্যও শৃগালীটাকে দেখিয়া নদীজলে লাফাইয়া পড়িল। সেই শৃগালী অকৃতকার্য্য হইয়া আকাশস্থ গৃধ্রের দিকে তাকাইতে লাগিল। তখন সেই নগ্নিকা কৃষকপত্নী একটু মুচকি হাসিয়া শৃগালীকে বলিল,—"গৃধ্র মাংস লইয়া গিয়াছে। মৎস্যও জলে প্রবেশ করিয়াছে; সুতরাং হে মৎস্য-মাংস-বিরহিত জম্বুকি! তুই কি দেখিতেছিস্?" তৎশ্রবণে শৃগালী তাহাকে পতি, উপপতি ও ধনহীন অবস্থায় দেখিয়া উপহাসের সহিত বলিল,—"আমার যেরূপ পাণ্ডিত্য তোর পাণ্ডিত্য তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণ। তোর না হইল উপপতি, না হইল পতি; সুতরাং হে নগ্নিকে! তুই বা কি দেখিতেছিস্?"

মকর এইরূপ কহিতেছে, ইতিমধ্যে অন্য এক জলচর আসিয়া সংবাদ কহিল যে, অহে—'তোমার বাসগৃহ অন্য এক মহামকর আসিয়া অধিকার করিয়া লইয়াছে। তৎশ্রবণে মকর দুঃখিতমনে সেই মহাকরকে নিজ গৃহ হইতে তাড়াইবার উপায় ভাবিতে ভাবিতে বলিল,—অহো আমার দুর্বিপাক দেখ! আমার মিত্র অমিত্র হইল, স্ত্রী মরিয়া গেল, এবং অন্যে আসিয়া আমার গৃহ অধিকার করিয়া লইল! হায় হায়, জানি না এখনও আর কি হইবে? অথবা এ কথা ঠিক বলা হইয়াছে;—"ক্ষত স্থানেই বারবার আঘাত লাগিয়া থাকে, খাদ্য বস্তুর অভাব হইলেই জঠরাগ্নি বৰ্দ্ধিত হয়, বিপদকালেই অনেকের সঙ্গে শত্রুতা জন্মে। মনুষ্য-দিগের এসকল বিধাতার প্রাতিকূল্যেই ঘটে।" অতএব কি করি? এখন কি ইহার সহিত যুদ্ধ বাধাইব অথবা সামপ্রয়োগে

ইহাকে গৃহ হইতে বাহির করিব? কিম্বা ভেদ ও দান এই দুইটার কোন একটা উপায় আশ্রয় করিব? অথবা এত ভাবিয়া কাজ কি? এই মিত্র বানরকেই এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি। উক্ত আছে,—"জিজ্ঞাসার যোগ্য নিজ হিতৈষী গুরুদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া যদি কোন কার্য্য করা হয়, তবে সেরূপ কর্ম্মকর্ত্তার কোন কর্ম্মেই কখন বিঘ্নের সম্ভাবনা হয় না।"

মকর এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া পুনর্ব্বার জম্বুবৃক্ষস্থ কপিকে জিজ্ঞাসিল,—ওহে মিত্র! আমার দুর্ভাগ্য দেখ। সম্প্রতি এক প্রবল মকর আমার গৃহ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছে। তাই তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি, বল,—এখন কি করি? সাম দান প্রভৃতি উপায়ের মধ্যে কোন্‌টা এখন অবলম্বন করা যায়? বানর বলিল,—ওরে কৃতঘ্ন, পাপিষ্ঠ! আমার নিষেধ সত্ত্বেও তুই আবার আমার অনুসরণ করিতেছিস্! তুই মূর্খ, তোকে আমি উপদেশও দিব না। তৎশ্রবণে মকর বলিল,—ওহে মিত্র! আমি অপরাধী বটে, তথাপি আমার পূর্ব্বস্নেহ স্মরণ করিয়া আমাকে হিতোপদেশ দাও। বানর বলিল,—না, আমি তোকে কিছুই বলিব না। তুই স্ত্রীর কথায় আমাকে সাগরে ডুবাইতে লইয়া চলিয়াছিলি। ইহা কখন সঙ্গত হয় নাই। স্বীকার করি, স্ত্রী সর্ব্বজন অপেক্ষা প্রিয়, তথাপি মিত্র, বা বান্ধবদিগকে স্ত্রীর কথায় সমুদ্রজলে ডুবান যায় না। অতএব মূর্খ! তোমার মূর্খতার জন্য যে বিপদ ঘটিবে, তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কারণ, যে ব্যক্তি গর্ব্বভরে ভাল লোকের উপদেশ লইয়া না চলে, ঘণ্টোষ্ট্রের ন্যায় তাহাকে সত্বরই বিপন্ন হইতে হয়। মকর জিজ্ঞাসিল,—সে কি প্রকার? বানর বলিল,—

কথা (১০)।

কোন স্থানে উজ্জ্বলক নামে এক রথকার বাস করিত। সে অত্যন্ত দারিদ্রগ্রস্ত হইয়া একদিন ভাবিল,—অহো! আমার গৃহের এই দরিদ্রতায় ধিক্! জগতের সকল লোকই নিজ নিজ কর্ম্মে লিপ্ত। কিন্তু আমার স্তায় লোকের এস্থানে কোন কাজই নাই, কারণ, এ স্থানের অধিবাসীদিগের সকলেরই সেই সেকেলে ধরণের চক্‌মিলান বাড়ী। কেবল আমারই সেরূপ বাড়ী নাই। সুতরাং আমার রথকারব্যবসায়ে প্রয়োজন কি?

রথকার এইরূপ চিন্তা করিয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করিল। সে এক বনের ভিতর প্রবেশ করিয়া সন্ধ্যার সময় গহ্বরোপম গভীর বনে দেখিল,—একটা উষ্ট্রী প্রসববেদনায় কাতর হইয়া পড়িয়াছে, তাহার সঙ্গে আর কেহই নাই। সে আপনার দল হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। উষ্ট্রী একটী উষ্ট্র প্রসব করিল। রথকার উষ্ট্র-সহ উষ্ট্রীকে লইয়া স্বগৃহে ফিরিয়া আসিল এবং একটা রজ্জু দিয়া উষ্ট্রীকে বান্ধিয়া রাখিল। পরে এক তীক্ষ্ণধার কুঠার লইয়া উষ্ট্রীর আহারের জন্য পল্লবাদি আনিতে পর্ব্বতের দিকে গমন করিল। শেষে তথা হইতে নূতন নূতন কোমল পল্লব সকল মাথায় করিয়া আনিয়া সেই উষ্ট্রীকে খাইতে দিল। উষ্ট্রী ধীরে ধীরে সেই পল্লবগুলি খাইল। এইরূপে নিত্য নিত্য পল্লব খাইয়া খাইয়া উষ্ট্রী বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট হইল। অল্পবয়স্ক উষ্ট্রও ক্রমে ক্রমে প্রকাণ্ড উষ্ট্র হইয়া উঠিল। রথকার তখন নিত্য নিত্য উষ্ট্রীর দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া নিজ কুটুম্ব পরিজন পালন করিতে লাগিল।

একদিন রথকার স্নেহবশে উষ্ট্রীর গ্রীবায় এক প্রকাণ্ড ঘণ্টা বাঁধিয়া দিল এবং মনে মনে ভাবিল,—আমার এই উষ্ট্রী দ্বারাই যখন

সংসার চলিতেছে, তখন অন্যান্য কষ্টসাধ্য কর্ম্ম দিয়া আর আমার কি হইবে? এইরূপ চিন্তা করিয়া গৃহে গিয়া স্ত্রীকে বলিল,—প্রিয়ে! যে উপায় অবলম্বন করিতেছি, এটী উত্তম উপায়। তা, যদি তোমার মত হয়, তবে আমি কোন ধনীর নিকট হইতে কিছু অর্থ ধার করিয়া লইয়া উষ্ট্র-সংগ্রহের জন্য গুজরাট অঞ্চলে যাই। সেখান হইতে অপর একটী উষ্ট্রী লইয়া যাবৎ না আমি ফিরিয়া আইসি, ততদিন তুমি এই উষ্ট্র দুইটীর রক্ষণাবেক্ষণ কর। এই বলিয়া রথকার গুজরাটে গিয়া তথা হইতে আর একটী উষ্ট্রী সংগ্রহপূর্ব্বক গৃহে আসিল। অধিক আর কি বলিব? এইরূপে সেই রথকারের গৃহে ক্রমে প্রচুর উষ্ট্র ও উষ্ট্রীর সমাগম ঘটিল। তখন রথকার সেই প্রকাণ্ড উষ্ট্র-দলের রক্ষার জন্য এক লোক নিযুক্ত করিল। রক্ষকের বেতন হইল—বার্ষিক এক একটী উষ্ট্র-শিশু এতদ্ভিন্ন দিবারাত্র উষ্ট্রীদুগ্ধপান তাহার পক্ষে নির্দ্দিষ্ট রহিল।

রথাকার এইরূপে উষ্ট্র ও উষ্ট্রশিশুর ব্যবসা করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতে লাগিল। একদিন উষ্ট্রসকল তাহাদিগের বাসস্থানের নিকটস্থ বনে আহারার্থ বিচরণ করিতে লাগিল এবং কোমল লতাগুচ্ছ ইচ্ছামত খাইয়া বিপুল জলাশয় হইতে জলপানপূর্ব্বক সন্ধ্যার সময় ধীরপদক্ষেপে গৃহের দিকে আসিতে লাগিল। এই সময় রথকারের সেই প্রাচীন উষ্ট্র গর্ব্বভরে তাহাদিগের পশ্চাৎদিকে গিয়া মিলিল। তখন অন্যান্য উষ্ট্রগণ কহিল,—ওহে, এই উষ্ট্রটার বড়ই দুর্ব্বুদ্ধি। এটা নিজের দল হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পশ্চাৎদিকে থাকিয়া ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে আসিতেছে। যদি কোন দুষ্টজন্তুর সম্মুখে পড়ে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মরিবে। অনন্তর সেই বনের ভিতর দিয়া আসিবার সময়

একটা সিংহ সেই ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া আসিল। সিংহ দেখিয়া উষ্ট্রী উষ্ট্রদলের মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন একটা উষ্ট্র পাছে থাকিয়া খেলা করিতে করিতে লতাগুচ্ছ খাইবার জন্য দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু অন্যান্য উষ্ট্রেরা তৎকালে জলপানপূর্ব্বক গৃহে ফিরিল। ঐ পশ্চাদ্‌বর্ত্তী উষ্ট্র তৎকালে বন হইতে বাহির হইয়া তাহার গন্তব্য পথ চিনিল না বা বুঝিতেও পারিল না। সে দল-ভ্রষ্ট হইয়া উৎকট শব্দ করিতে করিতে ধীরে ধীরে যেমন কিছু দূর অগ্রসর হইল, অমনি সিংহ তাহার শব্দ স্মরণপূর্ব্বক নিভৃতে লুকাইয়া রহিল। পরে যেমন উষ্ট্র আসিল, তৎক্ষণাৎ তাহাকে খাইয়া ফেলিল। এই জন্যই আমি বলিয়াছি,—"ভাল লোকের উপদেশ যে না লয়" ইত্যাদি।

অনন্তর তৎশ্রবণে মকর কহিল,—মহাশয়! শাস্ত্রদর্শী জনগণ সাপ্তপদী মৈত্রীর উল্লেখ করিয়াছেন, তাই আমি মিত্রতা অগ্রে রাখিয়া কিঞ্চিৎ বলিতে ইচ্ছা করি, তাহা শুনুন—উপদেশদাতা হিতৈষী লোকদিগের ইহ বা পরকালে কোনই বিপদ হয় না, অতএব আমি কৃতঘ্ন হইলেও আমাকে উপদেশ দিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। কথিত আছে,—উপকারী ব্যক্তিতে যে সাধু ব্যবহার করে, তাহার গুণ কি? পরন্তু অপকারী ব্যক্তিতে যিনি সাধু ব্যবহার করেন, তাঁহাকেই পণ্ডিতেরা যথার্থ সাধু বলিয়াছেন। বানর কহিল,—আচ্ছা! যদি এরূপ হয়, তবে আমি বলি, তুমি সেখানে গিয়া সেই মকরের সহিত যুদ্ধ কর। কথিত আছে,—হত হইলে, স্বর্গে যাইবে। বাঁচিয়া থাক, প্রাণ, গৃহ, যশ সমস্তই পাইবে। সুতরাং তুমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে উভয় দিকেই তোমার শুভফল অবশ্যম্ভাবী। উত্তমকে প্রণিপাতে বলবান্‌কে ভেদ-নীতি

দ্বারা, নীচ ব্যক্তিকে কিঞ্চিৎ অর্থদানে এবং সমবল ব্যক্তিকে পরাক্রম দ্বারা আয়ত্ত করিবে।

মকর কহিল,—ইহা কি প্রকার? মানর বলিল,—

কথা (১১)।

কোন বনে মহাচতুরক নামে এক শৃগাল বাস করিত। সে একদিন বনমধ্যে এক মৃত হস্তী প্রাপ্ত হইল। কিন্তু তাহার কঠিন চর্ম্ম কিছুতেই সে বিদারণ করিতে পারিল না; কেবল তাহার চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। অনন্তর এই সময় কোন এক সিংহ ইতস্ততঃ ঘুরিতে ঘুরিতে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন সিংহকে আসিতে দেখিয়া ভূতলে মস্তক ন্যস্ত করিয়া অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক বলিল,—স্বামিন্! আপনারই জন্য আমি এই মৃত গজকে যষ্টি ধারণপূর্ব্বক রক্ষা করিতেছি, অতএব আপনি ইহা ভক্ষণ করুন। সিংহ শৃগালকে প্রণত দেখিয়া বলিল,—ওহে, আমি অন্য কর্তৃক হত জন্তু কখনই খাই না। কথিত আছে,—"সিংহগণ বনেও মৃগমাংস ভোজন করে, পরন্তু বুভুক্ষিত হইয়া কখন তৃণ ভক্ষণ করে না। এইরূপ কুলীনগণও বিপন্ন অবস্থায়ও নীতিপথ কখন পরিত্যাগ করেন না।" অতএব এ গজ তোমাকেই আমি প্রসন্ন হইয়া দিলাম। তৎশ্রবণে শৃগাল সানন্দে বলিল,—প্রভুদিগের ভৃত্যের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করাই উচিত। কথিত আছে,—"মহৎ ব্যক্তি দুর্দ্দশায় পড়িয়াও মহত্ত্বের গুণ কখন পরিত্যাগ করেন না। শঙ্খ অগ্নির ভিতর ভস্মার্থ নিক্ষিপ্ত হইলেও তাহার স্বাভাবিক শ্বেত ভাব পরিত্যাগ করে না।"

অনন্তর সিংহ চলিয়া গেলে এক ব্যাঘ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াও শৃগাল ভাবিল,—অহো! এক দুরাত্মাকে আমি

প্রণিপাত দ্বারা তাড়াইয়াছি। কিন্তু ইহাকে এখন তাড়াই কি করিয়া? এ ব্যক্তি বলবান্; সুতরাং ভেদ ব্যতীত এ কার্য্য সিদ্ধি হইবে না। কথিত আছে,—"যে স্থলে সাম বা দান প্রয়োগ করিতে অক্ষম, তথায় ভেদনীতি প্রয়োগ করিলেই সে শত্রু বশীভূত হয়। আর সর্ব্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিকেও ভেদ দ্বারাই বশ করা যায়।" শৃগাল এইরূপ স্থির করিয়া ব্যাঘ্রের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া এবং গর্ব্বোন্নত মস্তকে সম্ভ্রমের সহিত বলিল,—মাম! কেন তুমি এখানে মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিলে? ই গজ সিংহ কর্তৃক নিহত হইয়াছে। তিনি ইহার রক্ষার জন্য আমাকে নিযুক্ত করিয়া স্নানার্থ নদীতে গমন করিয়াছেন। সিংহ যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছেন, যে, যদি কোন ব্যাঘ্র এখানে আইসে, তবে তুমি আমার কথা গোপন রাখিও। কেন না, এই বন আমি ব্যাঘ্রহীন করিব। পূর্ব্বে আমি এক গজকে মারিয়াছিলাম, আমার অনুপস্থিতিকে এক ব্যাঘ্র তাহা খাইয়া গিয়াছিল। আমি সেইদিন হইতেই ব্যাঘ্রদিগের প্রতি কুপিত হইয়াছি। তৎশ্রবণে ব্যাঘ্র সন্ত্রস্তমনে বলিল,—ওহে, ভাগিনেয়! তুমি আমায় প্রাণ দান কর। সিংহ ফিরিয়া আসিলে তুমি আমার কথা তাহাকে কিছুই বলিও না। ব্যাঘ্র এই বলিয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিল। অনন্তর ব্যাঘ্র চলিয়া গেলে, এক চীপা আসিল। শার্দ্দূল দৃঢ় দংষ্ট্রাসম্পন্ন। ইহা দ্বারা এই গজের চর্ম্মচ্ছেদ করাইয়া লইব। শৃগাল এইরূপ স্থির করিয়া তাহাকে বলিল,—ওহে ভাগিনেয়! তোমাকে আজ অনেকদিন পরে দেখিলাম। তুমি যেন বুভুক্ষিত হইয়াছ, বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, তুমি আজ আমার অতিথি। এই গজ সিংহ কর্তৃক নিহত হইয়া রহিয়াছে। আমি তাহার আদেশে ইহার রক্ষকরূপে

নিযুক্ত আছি। তা, হউক তথাপি সিংহ যাবৎ না আইসে, তাবৎ তুমিও ইহার কিঞ্চিৎ মাংস ভক্ষণে তৃপ্ত হইয়া সত্বর পলায়ন কর। দ্বীপী বলিল,—মাম! যদি এইরূপ ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে, আমার এই মাংস খাইয়া কাজ নাই। কেননা, বাঁচিয়া থাকিলে পরেও মঙ্গলদর্শন ঘটে। কথিত আছে,—যে খাদ্য বস্তু খাইতে শক্তি আছে, যাহা খাইলে পরিপাক হইয়া যায়, এবং পরিণামে যাহা হিতপ্রদ, কল্যাণকামী ব্যক্তির তাহাই খাদ্য। অতএব তাহাই সর্ব্বথা খাওয়া উচিত—যাহা সহজে পরিপাক করা যায়, সুতরাং আমার পক্ষে ইহা না খাইয়া এস্থান হইয়া পলায়ন করাই সঙ্গত।

শৃগাল বলিল,—ওহে চঞ্চল! তুমি নিঃশঙ্ক হইয়া ইহা ভক্ষণ কর। সিংহের আগমনসংবাদ আমি দূর হইতেই তোমাকে জানাইব। দ্বীপী তাহাতেই সম্মত হইল। পরে শৃগাল যখন বুঝিল, দ্বীপী গজের চর্ম্ম বিদারণ করিয়াছে, তখন সে বলিয়া উঠিল,—ওহে ভাগিনেয়! পলায়ন কর, ঐ সিংহ আসিতেছে। তৎশ্রবণে দ্বীপী দূরে পলায়ন করিল। অনন্তর যেমন সেই শৃগাল কিঞ্চিৎ মাংস খাইতেছে, অমনি এক অতি ক্রুদ্ধ শৃগাল তথায় আগমন করিল। অনন্তর তাহাকে আত্মতুল্য পরাক্রমশালী দেখিয়া শৃগাল মহাচতুরক এক শ্লোক পাঠ করিল। তাহার এক অর্থ এই ;—উত্তমকে প্রণিপাতে, বলবান্ ব্যাঘ্রকে ভেদপ্রয়োগে, নীচকে অল্প প্রদানে এবং সমবলকে পরাক্রম দ্বারাই তাড়াইতে হয়। এই বলিয়া শৃগাল নবাগত শৃগালের অভিমুখে ধাবিত হইয়া নিজ দংষ্ট্রা দ্বারা তাহাকে বিদারণপূর্ব্বক স্বয়ং বহুদিন পর্য্যন্ত মহাসুখে সেই মৃত গজটীকে ভক্ষণ করিল। এইরূপ

তুমিও স্বজাতীয় শত্রুকে পরাভূত করিয়া চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ কর। নতুবা পরে এই জলচর একবার দৃঢ়মূল হইয়া লইলে তুমিও ইহার হাতে নিধন প্রাপ্ত হইবে। কথিত আছে,—"গরুতে তৃপ্তি হওয়া সম্ভব, ব্রাহ্মণে তপস্যা হওয়া সম্ভব, এইরূপ স্ত্রীলোকে চাপল্য এবং স্বজাতি হইতেও ভয় হওয়া সম্ভব। আর এক কথা,—বিদেশে বিবিধ অন্ন সকল সুলভ এবং পুরুষ স্ত্রীগণ মুক্তহস্ত; কিন্তু বিদেশের এই একটী মাত্র দোষ যে স্বজাতিরা সহ্য করিতে পারে না।—"মকর বলিল,—ইহা কি প্রকার? বানর বলিল,—

কথা (১২)।

এক স্থানে চিত্রাঙ্গ নামে এক কুকুর ছিল। তথায় বহুদিন পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। আহারাভাবে কুক্কুরকুল ইতস্তত চলিয়া যাইতে লাগিল। চিত্রাঙ্গ ক্ষুধাকুল হইয়া দুর্ভিক্ষভয়ে দেশান্তরে গমন করিল। পরে এক গ্রামমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তথাকার কোন গৃহপত্নীর অসতর্কাবস্থায় প্রত্যহই বিবিধ অন্ন ভক্ষণ করিয়া যথেষ্ট তৃপ্তি লাভ করিতে লাগিল। একদিন চিত্রাঙ্গ খাইয়া গৃহ হইতে বাহির হইতেছে, এই সময় অন্যান্য মদমত্ত কুক্কুরেরা মিলিত হইয়া তাহাকে চারিদিক্ হইতে আক্রমণপূর্ব্বক দন্তাঘাতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিল। তখন চিত্রাঙ্গ চিন্তা করিল,—অহো! স্বদেশ বরং ভাল, সেখানে দুর্ভিক্ষ থাকিলেও সুখে বাস করা যায়। কেহই যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয় না। সুতরাং সেই স্বদেশেই আবার যাই। এইরূপ স্থির করিয়া সে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিল। অনন্তর চিত্রাঙ্গ দেশান্তর হইতে স্বদেশে যাইবামাত্র সকলেই

জিজ্ঞাসা করিল,—ওহে, চিত্রাঙ্গ! আমাদের কাছে দেশান্তরের কথা বল। বিদেশ কিরূপ স্থান? তথাকার লোকের স্বভাব কি প্রকার? আর কিরূপ আহার এবং কিরূপই বা ব্যবহার? চিত্রাঙ্গ বলিল,—বিদেশের প্রকৃত অবস্থা আর কি বলিব? বিদেশে বিবিধ খাদ্যসামগ্রী সুলভ, পুরস্ত্রীরা মুক্তহস্ত; কিন্তু বিদেশে এক দোষ এই যে, তথায় স্বজাতিরা বিরোধী।

মকর বানরের উপদেশ শুনিয়া মরণে কৃতনিশ্চয় হইল এবং বানরের অনুজ্ঞা লইয়া স্বালয়ে গমন করিল। তথায় গিয়া নিজ গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক আত্মীয় শত্রুর সহিত বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বধ করিল এবং নিজ আবাসস্থান পাইয়া চিরদিন সুখে বাস করিতে লাগিল। অথবা এ অতি উত্তম কথা,—"পুরুষকার ব্যতীত যে শ্রী, তাহা অনায়াস-লভ্য হইলেও নিষ্ফল। বৃদ্ধ গো, দৈব ক্রমাগত শুধু তৃণই ভক্ষণ করিতে পায়।" ৮৩—৮৪।

চতুর্থ তন্ত্র সমাপ্ত।

পঞ্চম তন্ত্র।

অপরীক্ষিতকারক।

অনন্তর এই অপরীক্ষিতকারক নামে পঞ্চম তন্ত্র আরম্ভ করা যাইতেছে, তাহার আদি শ্লোকের অর্থ এই;—ক্ষৌরকর্ম্মচারী নাপিত যে,কুদৃষ্ট কুপরিজ্ঞাত কুশ্রুত ও কুপরীক্ষিত কাজ করিয়াছিল, তাহা কোন মানবেরই করা কর্ত্তব্য নহে।—এ সম্বন্ধে শুনা যায়—

দাক্ষিণাত্য জনপদে পাটলিপুত্র নামে এক নগর আছে। তথায় মণিভদ্র নামধেয় জনৈক শ্রেষ্ঠী বাস করিত। সে ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ-জনক কর্ম্মসকল করিতে করিতে দৈববশতঃ দরিদ্র হইয়া পড়িল। তখন ধনক্ষয় হেতু দিন দিন অপমানবোধে তাহার নিতান্ত বিষাদ উপস্থিত হইল। সে, একদিন রাত্রিযোগে শয়ন করিয়া ভাবিল,—অহো, এই দরিদ্রতায় ধিক্! কথিত আছে,—শীল, শৌচ, ক্ষমা, দাক্ষিণ্য, মধুরতা, বা কৌলীন্য, এ সকল বিত্তহীন ব্যক্তির থাকে না। পুরুষ যখন ধনহীন হইয়া পড়ে, তখন মান, দর্প, বিজ্ঞান, বিভ্রম বা সুবুদ্ধি এ সকল লোপ পাইয়া থাকে। সতত কুটুম্ববর্গের পোষণচিন্তায় বুদ্ধিমান ব্যক্তিরও বুদ্ধি প্রতিদিন বসন্ত-বাতাহতা শিরঃশ্রীর ন্যায় লয় পাইয়া যায়। পুরুষ যখন নষ্ট-ধন হইয়া পড়ে, তখন সে, বিপুলমতি হইলেও ঘৃত তৈল তণ্ডুল বস্ত্র ও ইন্ধনের চিন্তায় তাহার বুদ্ধি নষ্ট হয়। ধনহীনের গৃহ নক্ষত্রশূন্য গগনের ন্যায়, শুষ্ক সরোবরের ন্যায়, ঘোরদর্শন শ্মশানের

ন্যায় এবং প্রিয়দর্শন হইলেও ভ্রষ্টশ্রী বলিয়া মনে হয়। বিত্তহীন ব্যক্তি কাছে থাকিলেও সতত উৎপন্ন ও নষ্ট জলবুদ্বুদের ন্যায় ক্ষুদ্র বলিয়া কেহই তাহাকে লক্ষ্য করে না। যে ব্যক্তি ধনাঢ্য হয়, তাহার কুল মঙ্গল বা স্বজন না থাকিলেও লোকসমূহ কল্পতরুর ন্যায় তাহাতে অনুরক্ত হইতে থাকে। এ সংসারে পূর্ব্বার্জ্জিত সুকৃত ধর্ত্তব্য নহে। মানবগণ কুলীন ও বিদ্যাযুক্ত হইলেও, যাহার যে সময় বিভব থাকে, তখনই তাহার দাসত্ব করে। লোকে গর্জ্জনকারী পুরুষকে এবং জলধিকে অম্লানচিত্তে মহান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করে। ফলতঃ যাহারা পরিপূর্ণ, তাহারা যেরূপই যাহা করুক না কেন, তৎসমস্তই শ্লাঘার বিষয় হয়।

শ্রেষ্ঠী এইরূপ ভাবিয়া পুনর্ব্বার ভাবিল,—আমি অনাহারে জীবন বিসর্জ্জন করি, এই বিফল জীবন লইয়া আমার কি হইবে? শ্রেষ্ঠী এইরূপ স্থির করিয়া নিদ্রিত হইল। অনন্তর পদ্মনিধি তাহাকে স্বপ্নে ক্ষপণকবেশে দর্শন দিয়া বলিলেন,—ওহে শ্রেষ্ঠী! তুমি বৈরাগ্য অবলম্বন করিও না। আমি পদ্মনিধি তোমার পূর্ব্ব-পুরুষগণ আমাকে অর্জ্জন করিয়াছিল। আমি প্রাতে এইরূপ বেশেই তোমার গৃহে আগমন করিব। তুমি আমার মস্তকে লগুড় প্রহার করিবে, তখন আমি কনকময় হইয়া তোমার গৃহে অক্ষয় হইয়া রহিব। অনন্তর শ্রেষ্ঠী প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিয়া রাত্রিদৃষ্ট স্বপ্ন স্মরণ করিতে করিতে চিন্তা করিতে লাগিল,—অহে! এই স্বপ্ন সত্য কি অসত্য, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। অথবা নিশ্চয়ই ইহা মিথ্যা; কেননা, আমি সর্ব্বদা বিত্ত চিন্তা করিতেছি কি না! কথিত আছে,—"ব্যাধিগ্রস্ত, শোকগ্রস্ত, চিন্তাযুক্ত, কামার্ত্ত অথবা প্রমত্ত ব্যক্তি যে স্বপ্ন দেখে, তাহা নিরর্থক।"

এই সময় শ্রেষ্ঠীর স্ত্রী পাদপ্রক্ষালনার্থ এক নাপিতকে ডাকাইল এবং ঐ সময়ই যথানির্দ্দিষ্ট ক্ষপণক সহসা আসিয়া আবির্ভুত হইল। তদ্দর্শনে শ্রেষ্ঠী হৃষ্টচিত্তে নিকটস্থ কাষ্ঠ দণ্ড দ্বারা তাহার মস্তকে প্রহার করিল। তৎক্ষণাৎ সে সুবর্ণময় হইয়া ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর শ্রেষ্ঠী সেই সকল স্বর্ণ গৃহমধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া নাপিতেকে সন্তোষ করিয়া বলিল, তোমাকে এই ধন ও বস্ত্র আমি দিলাম, তুমি গ্রহণ কর। পরন্তু হে ভদ্র! তুমি এই বৃত্তান্ত কাহাকেও বলিও না। নাপিত স্বগৃহে গিয়া চিন্তা করিল,—এই যত সব নগ্নক আছে, ইহাদিগের মস্তকে দণ্ডাঘাত করিলে সকলেই কাঞ্চনময় হইবে। অতএব আমি প্রাতে কতকগুলি নগ্নককে ডাকিয়া লগুড় দ্বারা মস্তকে প্রহার করিব; তাহা হইলে আমার প্রভূত অর্থ হইবে।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অতি কষ্টে তাহার রাত্রি প্রভাত হইল। পরে নিদ্রা হইতে উঠিয়া এক বৃহৎ যষ্টি দৃঢ়রূপে রাখিয়া ক্ষপণকদিগের বিহারে গমনপূর্ব্বক জিনেন্দ্রকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিল এবং ভূতলে জানু পাতিয়া গলায় উত্তরীয়াঞ্চল বন্ধনপূর্ব্বক উচ্চস্বরে এক শ্লোক পাঠ করিল। সে শ্লোকের অর্থ এই;—"যে সকল নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানশালীদিগের অন্তরে জন্ম হইতে কামের উৎপত্তি হয় না, সেই জিনগণের জয় হউক। যে জিহ্বা জিনকে স্তব করে, সেই জিহ্বাই জিহ্বা, যে চিত্ত জিনে রত, সেই চিত্তই চিত্ত এবং যে কর জিনপূজায় তৎপর, সেই করই কর। সমাধি-রূপ কাপট্য অবলম্বন করিয়া কোন্ কান্তাকে চিন্তা করিতেছ? চক্ষু উন্মীলন করিয়া এই কামবাণবিদ্ধ ব্যক্তিকে দেখ, তুমি ত্রাণ-ক্ষম হইয়াও আমাদিগকে রক্ষা করিতেছ না, সুতরাং তুমি মিথ্যা

কারুণিক ; লোকে যে তোমায় কারুণিক বলে, তাহা অলীক। তোমা হইতে নির্দ্দয় আর কে আছে? এইরূপে কামাঙ্গনাগণ কর্ত্তৃক ঈর্ষ্যা'র সহিত অভিহিত বুদ্ধদেবোপাক জিন তোমাদিগকে রক্ষা করুন।"

নাপিত এইরূপ স্তুতি করিয়া, প্রধান ক্ষপণকের নিকট গিয়া ভূতলে জানু পাতপূর্ব্বক "নমোস্তু বন্দে" এই কথা উচ্চারণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ ও ধর্ম্মদীক্ষা প্রাপ্ত হইল। তখন গলবস্ত্র হইয়া নাপিত সবিনয়ে বলিল,—ভগবন্! অদ্য সমস্ত মুনিগণ সহ আমার গৃহে বিহার ক্রিয়া করিবেন। প্রধান ক্ষপণক বলিলেন,—ওহে, তুমি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া এরূপ বলিতেছ কেন? আমরা কি ব্রাহ্মণদিগের সমান যে, তোমার, আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে। আমরা সর্ব্বদাই যথাকালোক্ত সেবা করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে, ভক্তিভাজন শ্রাবক দেখিয়া তাহার গৃহে উপনীত হই। সেই শ্রাবক আমাদিগকে বহু সাধ্য সাধনা করিলে, আমরা প্রাণধারণের উপযোগী মাত্র যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া থাকি। অত-এব তুমি চলিয়া যাও, পুনরায় আর এরূপ কথা বলিও না। তৎ-শ্রবণে নাপিত বলিল,—ভগবন্! আমি আপনাদিগের ধর্ম্ম বুঝিয়াছি। আপনাদিগকে বহু শ্রাবকেরাই আহ্বান করিয়া থাকে। যাহা হউক, সম্প্রতি পুস্তক-আচ্ছাদন করিবার উপযুক্ত বহুবস্ত্র প্রস্তুত আছে এবং পুস্তক লেখনের জন্য লেখকদিগের পরিশ্রমিক অর্থও সংগৃহীত রহিয়াছে। অতএব, কালোচিত যেরূপ করা কর্ত্তব্য করিবেন।

এই বলিয়া নাপিত স্বগৃহে গমন করিল। নাপিত গৃহে গিয়া খদির কাষ্ঠের যষ্টি তৈয়ার করিয়া কপাটদ্বয়ের কাছে রাখিয়া দিল।

পরে বেলা যখন দেড় প্রহর হইল, তখন সে পুনরায় বিহারদ্বারে আসিয়া সকলকেই অতি যত্নে স্বগৃহে লইয়া আসিতে লাগিল। তাহারা সকলেই পুস্তকাচ্ছাদন বস্ত্র ও পুস্তক লিখিবার পারিশ্রমিক পাইবার আশায় অন্যান্য ভক্তিযুক্ত শ্রাবকদিগকেও পরিত্যাগপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে নাপিতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল! অথবা এ অতি উত্তম কথা,—"কৌতুক দেখ—সংসারে মাত্র একাকী গৃহত্যাগী পাণিপাত্র দিগম্বর ব্যক্তিকেও তৃষ্ণা টানিয়া আনিতেছে! বৃদ্ধ ব্যক্তির কেশ সকল জীর্ণ, দন্তসকল জীর্ণ এবং চক্ষু ও শ্রোত্র জীর্ণ হয়; কিন্তু একমাত্র তৃষ্ণা তরুণ হইতে থাকে।"

অনন্তর সমস্ত ক্ষপণককেই গৃহে প্রবেশ করাইয়া দ্বার বন্ধনপূর্ব্বক লগুড় দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল। তখন তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি প্রহারের চোটে মরিয়া গেল এবং কতকগুলির মস্তক বিদীর্ণ হওয়ায় কাঁদিতে লাগিল। এই সময় সেই ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া নগররক্ষকগণ বলিল,—ওহে! নগরমধ্যে এই মহা-কোলাহল কিসের? অতএব যাও যাও। এই কথায় তাহাদের অধীনস্থ রক্ষী পুরুষেরা সবেগে নাপিতের গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল,—বহুসংখ্যক নগ্নক রুধিরাক্তদেহে পলায়ন করিতেছে। তখন রক্ষী পুরুষেরা নাপিতকে বন্ধন করিল এবং হতাবশিষ্ট নগ্নকগণ-সহ তাহাকে বিচারালয়ে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—ওরে! তুই এইরূপ কুকার্য্য করিলি কেন? নাপিত বলিল,—কি করি? আমি এইরূপ একটা ঘটনা শ্রেষ্ঠী মণিভদ্রের গৃহে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। এই বলিয়া নাপিত মণিভদ্রের গৃহে যেরূপ ঘটনা দেখিয়াছিল তাহা প্রকাশ করিয়া বলিল। তখন শ্রেষ্ঠীকে ডাকিয়া সকলে জিজ্ঞাসা করিল,—ওহে শ্রেষ্ঠিন্! তুমি

কিজন্য একজন ক্ষপণককে মারিয়াছিলে? তখন শ্রেষ্ঠী আমূল সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিল। পরে রাজকর্ম্মচারিবৃন্দ সকলেই একবাক্যে বলিল,—অহো! এই দুরাত্মা অপরীক্ষিতকারক নাপিতকে শূলে দেওয়া হউক। আদেশ মাত্র তাহাই হইল। তখন রাজকর্ম্মচারীরা বলিল,—এই নাপিত যে কুদৃষ্ট কুপরিজ্ঞাত ও কুপরীক্ষিত কার্য্য করিয়াছে তাহা সংসারে কোন মানুষেই করে না। অথবা এ অতি উত্তম কথা যে,—"পরীক্ষা না করিয়া কোন কাজ করিবে না। পরীক্ষা করিয়া কার্য্য করাই কর্ত্তব্য। নকুলের নিমিত্ত ব্রাহ্মণপত্নীর শেষে সন্তাপ হইয়াছিল।" মণিভদ্র বলিল,— ইহা কি প্রকার? রাজকর্ম্মচারীরা বলিল,—

কথা (২)।

কোন স্থানে দেবশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার পত্নী এক সময় একটী পুত্র প্রসব করেন। ঐ দিন এক নকুলীরও একটী পুত্র উৎপন্ন হয়। অনন্তর পুত্রবৎসলা ব্রাহ্মণ-পত্নী পুত্রের ন্যায় সেই নকুলকেও স্তন্যদানাদি দ্বারা পোষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাকে তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন না, কি জানি, যদি এই নকুল কখন স্বজাতিসিদ্ধ দোষবশে নিজ পুত্র-টীর প্রতিই কোন অত্যাচার করিয়া বসে, এই ধারণাই তাঁহার মনে মনে থাকিত। কথিতও আছে,—"নিজের পুত্রটী যদি দুর্ব্বিনীত, কুরূপ, মূর্খ, ব্যসনাসক্ত বা খলস্বভাবও হয়, তথাপি তাহা হৃদয়ের আনন্দবর্দ্ধন হইয়া থাকে। লোকে বলে, চন্দন অতি শীতল; কিন্তু পুত্রগাত্রের সংস্পর্শ চন্দন হইতেও অধিক। লোক সকল পুত্রের প্রণয়বন্ধনটী যেরূপ প্রার্থনা করে, সৌহৃদ্যের, পিতার,

হিতৈষীর, রক্ষকের বা অন্য কাহারও বন্ধন সেরূপ প্রার্থনা করে না।”

অনন্তর ব্রাহ্মণী একদিন পুত্রটীকে শয্যায় শয়ন করাইয়া জল-কুম্ভ গ্রহণপূর্ব্বক পতিকে বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আমি জল আনিবার জন্য পুষ্করিণীতে যাইতেছি, আপনি এই নকুলের হস্ত হইতে পুত্রকে রক্ষা করুন। এই বলিয়া ব্রাহ্মণী জল আনিতে গেলেন। এ দিকে ব্রাহ্মণও গৃহ শূন্য রাখিয়া কিঞ্চিৎ পরেই ভিক্ষার্থ গ্রামান্তরে যাত্রা করিলেন। এই সময় দৈবঘটনাক্রমে এক কৃষ্ণসর্প গর্ত্ত হইতে নির্গত হইল। তখন নকুল তাহাকে স্বভাববৈরী মনে করিয়া ভ্রাতা বালকের রক্ষার জন্য তৎসহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং কিঞ্চিৎপরেই সর্পকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। পরে রুধিরাপ্লুত মুখে আনন্দের সহিত এই ব্যাপার জানাইবার জন্য মাতা ব্রাহ্মণীর নিকট গমন করিল। ব্রাহ্মণী নকুলের মুখমণ্ডল রুধিরাপ্লুত দেখিয়া শঙ্কিতমনে ভাবিলেন, বুঝি দুরাত্মা নকুল আমার পুত্রটিকে খাইয়া আসিয়াছে। এই ভাবিয়া তিনি ক্রোধের সহিত তাহার উপর জলপূর্ণ কুম্ভ নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে ব্রাহ্মণপত্নী নকুলকে মারিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে আসিলেন, আসিয়া দেখিলেন,—তাঁহার পুত্র মরে নাই, যেমন পূর্ব্বে শয়ন করিয়াছিল, সেইরূপই আছে। তাহার অদূরে এক কৃষ্ণসর্প খণ্ড খণ্ড ভাবে পড়িয়া আছে। এই অবস্থা দেখিয়া পুত্রশোকে নিজ মস্তক ও বক্ষে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এই সময় ব্রাহ্মণও ভিক্ষা করিয়া গৃহে আসিলেন। ব্রাহ্মণকে দেখিয়া ব্রাহ্মণী আরও কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন,—ওহে লোভচিত্ত! তুমি লোভাভিভূত হইয়া আমার কথা রক্ষা কর নাই। এখন পুত্রমৃত্যু-

দুঃখ-বৃক্ষের ফল অনুভব কর। অথবা এ অতি ভাল কথা যে,—"অতি লোভ করা কর্ত্তব্য নহে এবং একেবারে লোভশূন্য হওয়াও অনুচিত। অতিলোভাভিভূত ব্যক্তির মস্তকে চক্র ভ্রমণ করে।" ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা প্রকার? ব্রাহ্মণী বলিলেন,—

কথা (৩)।

কোন এক স্থানে চারিজন ব্রাহ্মণ-কুমার পরস্পর মিত্রতায় আবদ্ধ হইয়া বাস করিত। তাহারা দারিদ্যপীড়িত হইয়া পরস্পর মন্ত্রণা করিল—অহো, এই দারিদ্র্যতায় ধিক্! কথিত আছে,—"ব্যাঘ্র ও গজাদিসেবিত বহুকণ্টকাবৃত জলহীন বন, তৃণের উপর শয়ন ও বল্কল পরিধান, এ সকলও বরং ভাল; তথাপি বন্ধুজন মধ্যে ধনহীন অবস্থায় জীবন ধারণ করা বৃথা। অপিচ যাহাদিগের ধন নাই, প্রভু সুসেবিত হইয়াও তাহাদিগের উপর দ্বেষ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের বন্ধু বান্ধবেরা তাহাদিগকে সহসা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তাহাদিগের গুণগ্রাম প্রশংসিত হয় না; পুত্রেরাও তাহাদিগকে ত্যাগ করে, বিপদ্জাল ঘনীভূত হইতে থাকে, অার্য্য সদ্বংশজাত হইলেও দরিদ্র স্বামীকে ভালরূপ ভজনা করে না; যাঁহারা নীতিপথ ধরিয়াই নিজ পুরুষকার পরিচালিত করেন, তাদৃশ মিত্রগণও চলিয়া যায়। বলবান্ রূপবান্ সৌভাগ্যবান্ সুবক্তা ব্যক্তি শস্ত্র ও শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইতে পারে, কিন্তু অর্থ ব্যতীত এ সংসারে যশ ও মান কেহই পাইতে পারে না। পুরুষের সেই সকল অবিকল ইন্দ্রিয়, সেই নাম, সেই অপ্রতিহত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং সেই বাক্য, সকলই সমভাবে আছে, কিন্তু যেই অর্থের উত্তাপ হইতে বিরহিত হয়, অমনি সেই পুরুষ ক্ষণকালের

মধ্যে সকলের পরিত্যক্ত হয়, ইহাই সংসারে বিচিত্র। অতএব আমরা অর্থের জন্য কোন একস্থানে যাই। এইরূপ পরামর্শ করিয়া তাহারা স্বদেশ, স্বগ্রাম, এমন কি আত্মীয়-স্বজনপূর্ণ স্ব স্ব গৃহ পর্য্যন্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিল। অথবা এ অতি উত্তম কথা, "মানুষ এ সংসারে চিন্তায় আকুল হইয়া সত্যপথ পরিত্যাগ করে, বন্ধু সংসর্গ ছাড়িয়া দেয়, জননী এবং জন্মভূমিকেও সত্বর পরিত্যাগপূর্ব্বক অভীষ্ট স্থানে চলিয়া যায়।"

এইরূপে সেই ব্রাহ্মণপুত্রগণ ক্রমে যাইতে যাইতে অবন্তীপুরে উপনীত হইল। সেখানে পৌঁছিয়া সিপ্রাজলে স্নানপূর্ব্বক মহাকালকে প্রণাম করিয়া বহির্গত হইল। এই সময় ভৈরবানন্দ নামক এক যোগী তাহাদিগের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। ব্রাহ্মণপুত্রেরা তাঁহাকে যথাবিধি সম্মানিত করিল এবং তাঁহার সহিত তদীয় মঠে গিয়া উপনীত হইল। যোগী জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমরা কোথা হইতে আসিয়াছ? কোথায় যাইবে এবং তোমাদের প্রয়োজনই বা কি? ব্রাহ্মণপুত্রেরা বলিল,—আমরা কোন কার্য্য সিদ্ধির জন্য যাত্রা করিয়াছি। যেখানে ধন পাইব সেখানে যাইব, তাহাতে যদি মৃত্যুও হয়, তাহাও স্বীকার। কথিত আছে,— 'অধ্যবসায়শীল পুরুষেরা যথাকালে কায়িক চেষ্টা দ্বারা অতি দুর্লভ প্রভূত বাঞ্ছিত ধন লাভ করিয়া থাকে।" আর এক কথা— "জল কখন কখন আকাশ হইতে জলাশয়াদিতে পড়ে, আবার কখন তাহা পাতালতল হইতেও উঠে। ফলে দৈব অচিন্তনীয় ও বলবৎ। কিন্তু কেবল পুরুষকারকে কখন বলবান্ বলা যায় না। পুরুষকার দ্বারা লোকের অনেক ইষ্টসিদ্ধি হয়। একথা ঠিক। তবে দৈব বলিয়া যাহাকে বল, তাহাও অদৃষ্টনামক পুরুষকার। অতএব লোকের

নিকট হইতে যে একটা অসাধারণ ভয় হয়, সাহসিক পুরুষেরা সে ভয়কে এবং নিজের প্রাণকে তৃণের ন্যায় মনে করেন। উদারচেতা লোকদিগের অনুষ্ঠিত এ হেন চরিত্র বড়ই আশ্চর্য্যকর! এ সংসারে শরীরকে কষ্ট না দিয়া কেহই সুখের মুখ দেখিতে পায় না। দৃষ্টান্ত,—মধুসূদন সমুদ্রমথনশ্রান্ত বাহু দ্বারা লক্ষ্মীকে আলিঙ্গন করেন, যিনি ভীষণ নৃসিংহমূর্ত্তি ধরিয়াছিলেন, এবং যিনি চারি মাস ধরিয়া জলের ভিতর নিদ্রিত রহেন, তাঁহার পত্নী লক্ষ্মী চঞ্চলা হইবেন না কেন? ফল কথা,—পুরুষকারহীনের লক্ষ্মী তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারেন না। পুরুষ যতক্ষণ না সাহসে ভর করে, ততক্ষণ তাহার পক্ষে উৎকর্ষলাভ অসম্ভব। সূর্য্য তুলা-রাশি আশ্রয় করিয়াই জলদবৃন্দ জয় করিয়া থাকেন। অতএব পাতাল প্রবেশ, যোগিনীসাধন, শ্মশানসেবন, মহামাংস-বিক্রয় কিম্বা অন্য কোন কার্য্য-সাধক দ্রব্য-বিশেষ, এই সমুদায়ের মধ্যে আমাদের ধনার্জ্জন হইবার যে কোন একটা উপায় আপনি বলিয়া দিন। আমরা শুনিয়াছি,—আপনি অতি অদ্ভুত-শক্তিশালী পুরুষ। আমরাও খুব সাহসিক। কথিত আছে,—"মহৎ লোকেরাই মহৎলোকদিগের কার্য্যসাধনে অক্ষম। সমুদ্র ব্যতীত অন্য কে বাড়বাগ্নি ধারণ করিতে পারে?"

যোগী ভৈরবানন্দ ব্রাহ্মণপুত্রদিগের ইষ্টসিদ্ধির জন্য চারিটী কার্য্য-সাধক বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে অর্পণ করিলেন এবং বলিয়া দিলেন,—তোমরা হিমালয়ের দিকে যাও। সেখানে উপস্থিত হইলে পর তোমাদিগের হাত হইতে এই বর্ত্তিগুলি যে যে স্থানে পড়িবে, সেই সেইস্থানে নিশ্চয়ই এক একটী খনি প্রাপ্ত হইবে। শেষে সেইস্থান খনন করিয়া নিধি তুলিয়া লইবে।

ব্রাহ্মণপুত্রেরা তাহাই করিল। তাহারা যাইতে যাইতে হঠাৎ তাহাদিগের একজনের হাত হইতে একটী বর্ত্তি পড়িয়া গেল, তখন সেই ব্যক্তি সেই বর্ত্তি-পতন-স্থান খুঁড়িয়া দেখিল—তথায় প্রভূত তাম্র রহিয়াছে। তদ্দর্শনে সে বলিল,—অহো! এখনি হইতে যথেষ্ট তাম্র গ্রহণ কর। অন্য তিন জন বলিল,—ওরে মূর্খ! তাম্র লইয়া কি করিব? তাম্র প্রচুর পরিমাণে হইলেও আমাদিগের দারিদ্র্য ঘুচিবে না। অতএব উঠ, চল, আরও অগ্রে যাই। সে বলিল,—তোমরা যাও, আমি আর যাইব না। প্রথম ব্যক্তি এই বলিয়া ঐখান হইতেই প্রচুর তাম্র লইয়া নিবৃত্ত হইল।

অন্য তিন জন আরও কিছু দূর যাইতে লাগিল। তাহাদিগের সর্ব্বাগ্রে যে, ব্যক্তি যাইতেছিল, এইবার তাহার বর্ত্তিটী পড়িল। সে, সে স্থান খনন করিয়া দেখিল,—সেস্থানের মৃত্তিকা রৌপ্যময়। তখন সে ব্যক্তি হর্ষভরে বলিল,—ওহে এইবার এই-খান হইতে ইচ্ছামত রূপ্য গ্রহণ কর। আর অগ্রে যাইয়া কাজ নাই। তখ অন্য দুই ব্যক্তি বলিল,—পাছে তাম এবং অগ্রে রূপ্য; অতএব আরও অগ্রে গেলে নিশ্চয়ই সুবর্ণময়ী মৃত্তিকা মিলিবে। প্রচুর রূপা দ্বারা দারিদ্র্য দূর হইবে না। সুতরাং আমরা আরও খানিকটা যাইব। এই বলিয়া সেই দুই ব্যক্তি আরও অগ্রে প্রস্থান করিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি সাধ্যানুসারে যত পারিল, সেস্থান হইতে রূপা লইয়া ফিরিল।

অবশিষ্ট দুই ব্যক্তি খানিক দূর যাইবা মাত্র তাহাদের এক জনের হাত হইতে তাহার বর্ত্তিটী পড়িল। তখন সে হৃষ্ট হইয়া সেই স্থান খননপূর্ব্বক সুবর্ণভূমি দেখিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলিল,—ভাই, এখান হইতে ইচ্ছানুসারে সুবর্ণ গ্রহণ কর। সুবর্ণ হইতে উত্তম

আর কিছুই মিলিবে না। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল,—মূর্খ! তুমি কিছুই জান না। প্রথমে তামা, পরে রূপা, তৎপরে সুবর্ণ, সুতরাং ইহার পর নিশ্চয়ই আরও এত মূল্যবান্ রত্ন মিলিবে যে তাহাদিগের একটী দ্বারাই আমাদিগের দারিদ্র্য দূর হইতে পারিবে। অতএব উঠ, খানিকটা অগ্রে যাই। এই ভারভূত প্রভূত সুবর্ণ দিয়া কি হইবে? সে বলিল,—তুমি যাও, আমি এইখানে থাকিয়া তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছি।

তাহাই হইল। সেই ব্যক্তি একাকী প্রস্থান করিল। প্রখর সূর্য্য-করে তাহার দেহ উত্তপ্ত হইল। পিপাসায় কাতর হইয়া শেষে সে সিদ্ধিপথ হইতেও ভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। তখন সে, ইতস্তত ঘুরিতে ঘুরিতে এক স্থানে দেখিল,—এক জন পুরুষ, তাহার সর্ব্ব-গাত্র রুধিরে আপ্লুত, এবং তাহার মস্তকে একটা চক্র ঘুরিতেছে। তদ্দর্শনে সেই ব্রাহ্মণ অতি দ্রুত গমনে গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসিল,— মহাশয়! আপনি কে? আর আপনার মস্তকেই বা এরূপ একটা চক্র ঘুরিতেছে কেন? এতদ্ভিন্ন যদি ইহার কোথাও জল থাকে, তাহাও আমাকে বলুন।

ব্রাহ্মণ এই কথা বলিতেছে, ইতিমধ্যে সেই চক্র তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তকে আসিয়া পড়িল। তখন সে বলিল,—মহাশয়! এ কি! ইহা কেন হইল? পুরুষ বলিল,—আমার মস্তকেও এই ভাবেই এই চক্র আসিয়া পড়িয়াছিল। ব্রাহ্মণ বলিল,—তবে কবে এ চক্র আবার আমার মস্তক হইতে নামিবে?—উঃ, এ যে অত্যন্ত বেদনা বোধ হইতেছে!

পুরুষ বলিল,—যখন তোমার ন্যায় অন্য আর কোন ব্যক্তি সিদ্ধিবর্ত্তি লইয়া এইখানে আসিয়া তোমার সহিত আলাপ

করিবে, তখন আবার এই চক্র তাহার মস্তকে গিয়া পড়িবে। ব্রাহ্মণ বলিল,—আপনি কত কাল এই চক্র মাথায় লইয়া ছিলেন ? পুরুষ বলিল,—সম্প্রতি পৃথিবীতে রাজা কে ? ব্রাহ্মণ বলিল,—রাজা এখন বীণাবৎস। পুরুষ বলিল,—আমি কালসংখ্যা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না ; তবে রামচন্দ্র যখন রাজা ছিলেন, তখন আমি দারিদ্র্যে পড়িয়া সিদ্ধিবর্ত্তি গ্রহণপূর্ব্বক এই পথে আসিয়াছিলাম। সেই সময় অন্য এক ব্যক্তির মাথায় এই চক্র ঘুরিতেছে দেখিয়াছিলাম, এবং তাহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। শেষের ঘটনা এইরূপ। ব্রাহ্মণ বলিল,—মহাশয় ! এখানে থাকিয়া আপনার পানভোজন হইয়াছিল কিরূপে ? পুরুষ বলিল,—ভাই, কুবের তাঁহার ধনরত্ন-হরণভয়ে সিদ্ধদিগকে ভয় দেখাইয়াছেন, তাই এখানে কেহই আসে না। যদি কেহ আইসে, তাহা হইলে সে ক্ষুধা-পিপাসা বা নিদ্রা-রহিত ও জরা-মরণ-বর্জ্জিত হইয়া কেবল এইরূপ বেদনাই ভোগ করিতে থাকে। অতএব আমাকে গৃহগমনে আদেশ দিউন। এই বলিয়া সেই পুরুষ প্রস্থান করিল।

এদিকে সেই ব্রাহ্মণ বিলম্ব করিতেছে দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত সুবর্ণপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণপুত্র তাহার অন্বেষণে তৎপর হইল। সে পাদচিহ্ন অনুসরণ করিতে করিতে বনমধ্যে কিয়দ্দূর গিয়াই দেখিল,—সেই ব্রাহ্মণপুত্র বসিয়া রহিয়াছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ রুধিরে প্লাবিত। একটা তীক্ষ্ণ চক্র তাহার মাথায় ঘুরিতেছে। সে বেদনায় অধীর হইয়া কাঁদিতেছে। তদ্দর্শনে তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া সুবর্ণসিদ্ধি ব্রাহ্মণ সবাষ্পকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—ভাই, একি ?

সে বলিল,—বিধাতার বিধি! সুবর্ণসিদ্ধি বলিল,—কেন এমন বিধি হইল? ইহার কারণ কি বল?

সুবর্ণসিদ্ধির প্রশ্নে শেষোক্ত ব্রাহ্মণ চক্রভ্রমণের সমস্ত বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিল। তৎশ্রবণে সুবর্ণসিদ্ধি তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিল,—ভাই, আমি তোমাকে অনেক নিষেধ করিলাম, তথাপি তুমি আমার কথা শুনিলে না। তা, এখন কি করা যায়? হায়! বিদ্বান্ কুলীন ব্যক্তিও বুদ্ধিহীন হয়। অথবা এ উত্তম কথাই উক্ত হইয়াছে,—"বুদ্ধি থাকা বরং ভাল; কিন্তু বিদ্যা ভাল নয়। বিদ্যা অপেক্ষা বুদ্ধি উত্তম। বুদ্ধিহীন ব্যক্তিরা সিংহকারকদিগের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া থাকে।" ১—৩৬। চক্রধর কহিল,—ইহা কিপ্রকার? সুবর্ণসিদ্ধি বলিল,—

কথা (৪)।

কোন স্থানে চারিজন ব্রাহ্মণপুত্র পরস্পর মিত্রতা স্থাপনপূর্ব্বক বাস করিত। তাহাদিগের মধ্যে তিনজন শাস্ত্রপারদর্শী ছিল, কিন্তু তাহাদের বুদ্ধি ছিল না, একজনের মাত্র বুদ্ধি ছিল। কিন্তু তাহার শাস্ত্রজ্ঞান কিছুই ছিল না।

একদিন সেই চারিজন মিলিয়া এক সঙ্গে মন্ত্রণা করিল। তাহাদিগের মন্ত্রণায় এইরূপ স্থির হইল যে, যদি বিদেশে গিয়া রাজাদিগের সন্তোষ জন্মাইয়া অর্থোপার্জ্জনই না করিলাম, তবে শুধু বিদ্যা থাকায় ফল কি? অতএব চল, আমরা পূর্ব্বাঞ্চলে যাই, তাহাই হইল। তাহারা দেশ হইতে বাহির হইয়া কিয়দ্দূর যাইবার পর, তাহাদিগের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ, তিনি বলিলেন,—ওহে আমাদিগের সঙ্গের চতুর্থ ব্যক্তি মূর্খ, কিন্তু সে বুদ্ধিমান্। তথাপি

বিদ্যা ব্যতীত শুধু বুদ্ধিতে রাজপ্রতিগ্রহ পাওয়া যায় না। অতএব আমাদিগের স্বোপার্জ্জিত ধনের অংশ আমরা ইহাকে দিব না। সুতরাং এ ব্যক্তি গৃহে ফিরিয়া যাউক। তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল,—ওহে সুবুদ্ধে! তুমি নিজ গৃহে ফিরিয়া যাও; কারণ তোমার বিদ্যা নাই। পরে তৃতীয় ব্যক্তি বলিল,—ওহে এরূপ করাটা সঙ্গত হয় না, কারণ আমরা বাল্যাবধি একত্র খেলা করিয়া বেড়াইয়াছি, এক সঙ্গে রহিয়াছি। সুতরাং এই মহানুভব ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে আসুন। আমাদের উপার্জ্জিত ধনের সমান এক ভাগ ইনিও পাইবেন। কথিত আছে,—"যে লক্ষ্মী বধূর ন্যায় কেবল একজনেরই ভোগ্যা, আর যে লক্ষ্মী বেশ্যার ন্যায় সর্ব্বসাধারণের ভোগ্যা নহে, এ হেন লক্ষ্মী দিয়া ফল কি?" আর এক কথা,—"এ নিজ, এ পর, এরূপ গণনা ক্ষুদ্রচিত্ত ব্যক্তিরাই করিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহাদের চিত্ত উদার, এই বসুধাই তাঁহাদিগের কুটুম্ব।" অতএব ইনিও আমাদিগের সঙ্গে আসুন।

এই বলিয়া তাহারা সকলেই পথ ধরিয়া চলিল। পথে যাইতে যাইতে একটা মৃত সিংহের কতকগুলি অস্থি তাহাদিগের দৃষ্টিগোচর হইল। তখন একজন বলিল,—অহো! আজ বিদ্যার ফল দেখাইব। এই যে একটা মৃত প্রাণী আছে, আমরা বিদ্যাবলে ইহাকে সঞ্জীবিত করি। আমি ইহার অস্থিসঞ্চয় করিতেছি।

এই বলিয়া একজন তাহার অস্থিসঞ্চয় করিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি চর্ম্ম মাংস এবং রুধির যোজনা করিল। তৃতীয় ব্যক্তি যেমন জীবন দান করিবেন, অমনি সুবুদ্ধি ব্যক্তি নিষেধ করিল। সে বলিল,—ওহে আপনি নিবৃত্ত হউন, এ একটা সিংহ জন্মিতেছে। যদি ইহাকে আপনি সঞ্জীবিত করেন, তবে সকলকেই

খাইয়া ফেলিবে। সে এই কথা বলিবার পর, তৃতীয় ব্যক্তি বলিল,—ধিক্ মূর্খ! আমি বিদ্যা নিষ্ফল করিব না। তখন সুবুদ্ধি বলিল,—তাহা হইলে কিছুকাল অপেক্ষা কর। অগ্রে আমি গাছে উঠিয়া লই। তখন তাহাই হইল, সুবুদ্ধি গাছে উঠিল। পরে মূর্খ ব্রাহ্মণ সিংহকে যেমন সজীব করিল। অমনি সিংহ উঠিয়া তিন জনকেই মারিয়া ফেলিল। পরে সুবুদ্ধি বৃক্ষ হইতে নামিয়া স্বগৃহে চলিয়া গেল। এই জন্যই আমি বলিয়াছি,—"বরং বুদ্ধির্ন সা বিদ্যা" ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন আরও একটী কথা এই যে, "যাহারা শাস্ত্রদক্ষ অথচ লোকাচারহীন, তাদৃশ লোকেরা এই মূর্খ পণ্ডিতদিগের ন্যায় হাস্যাস্পদ হইয়া থাকে।" চক্রধর কহিল,—ইহা কিপ্রকার? তখন সুবর্ণসিদ্ধি বলিল,—

কথা (৫)।

কোন স্থানে চারিটী ব্রাহ্মণ পরস্পর পরস্পরের সহিত সৌহৃদ্য স্থাপনপূর্ব্বক বাস করিত। বাল্যকালেই তাহাদিগের এইরূপ মতি হইল যে, আমরা দেশান্তরে গিয়া বিদ্যা অর্জ্জন করিব। অনন্তর পর দিন পরস্পর কৃতনিশ্চয় হইয়া বিদ্যা অর্জ্জনার্থ কান্যকুব্জে গমন করিল এবং তথাকার কোন বিদ্যামন্দিরে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিল। এইরূপে দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত তাহারা একাগ্রচিত্তে বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া সকলেই বিলক্ষণ বিদ্বান্ হইয়া উঠিল। তখন তাহারা চারিজনে মিলিয়া বলিল,—ওহে আমরা সর্ব্ব বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছি। অতএব এখন চল অধ্যাপক মহাশয়কে পরিতুষ্ট করিয়া স্বগৃহে গমন করি। তখন সকলেই তাহাতে সম্মত হইল এবং অধ্যাপককে তুষ্ট করিয়া

তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া স্ব স্ব পুস্তক সকল গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিল।

ব্রাহ্মণগণ যেমন কিছু দূর গেল, ঐ সময় অন্য দুই জন পান্থও সেই স্থানে আসিল। ব্রাহ্মণেরা সকলেই বসিয়া পড়িল। তখন একজন বলিয়া উঠিল,—আমরা কোন্ পথে যাইব? এই সময় তথাকার কোন বণিক্‌পুত্র মরিয়াছিল, তাহাকে দাহ করিবার জন্য মহাজন সকল চলিয়াছিল। চারি জন ব্রাহ্মণের মধ্য হইতে এক জন পুস্তক দেখিয়া উত্তর করিল,—"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" অর্থাৎ মহাজন যে পথে চলে তাহাই পন্থা। অতএব আইস, আমরা মহাজন মার্গেই যাই। এই বলিয়া সেই ব্রাহ্মণেরা যেমন সেই মহাজন সহ শ্মশানে গিয়া উপস্থিত হইল, অমনি তথায় একটী গর্দ্দভকে দেখিতে পাইল। তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি পুস্তকের পাতা ওলটাইয়া দেখিয়া বলিল, উৎসব, ব্যসন, দুর্ভিক্ষ, শত্রু-শঙ্কট, রাজদ্বার বা শ্মশান, এ সকল স্থানে যে থাকে, সেই বান্ধব। অতএব অহো! এই গর্দ্দভ আমাদিগের বান্ধব। তখন সেই গর্দ্দভের গলা জড়াইয়া ধরিল এবং কেহ তাহার পা ধুয়াইয়া দিতে লাগিল।

এই সময় সেই ব্রাহ্মণেরা হঠাৎ এক দিকে দৃষ্টি দিয়া একটা উষ্ট্রীকে দেখিল। তদর্শনে সকলেই বলিল এটা কি? তখন তৃতীয় বক্তি পুস্তক উদ্ঘাটন করিয়া বলিল,—"ধর্ম্মস্য ত্বরিতা গতিঃ" অর্থাৎ ধর্ম্মের গতি দ্রুত। অতএব এটী ধর্ম্ম। চতুর্থ ব্যক্তি বলিল,—"ইষ্টং ধর্ম্মেণ যোজয়েৎ" অর্থাৎ ইষ্টকে ধর্ম্মের সহিত যোজনা করিতে হয়। এই কথার পর তাহারা সকলে মিলিয়া গর্দ্দভকে উষ্ট্রের সহিত বাঁধিল।

তখন এই সংবাদ রজকের কাণে পৌঁছিল। রজক তৎশ্রবণে সেই পণ্ডিত-মূর্খদিগকে প্রহার করিবার জন্য ছুটিয়া আসিল। তদ্দর্শনে সেই ব্রাহ্মণগণ পলায়ন করিল। তাহারা কিছু দূর গিয়াই সম্মুখে এক নদী পাইল। নদীজলে একটী পলাশপত্র ভাসিয়া যাইতেছে দেখিয়া এক জন পণ্ডিত বলিল,—"আগমিষ্যতি যৎ পত্রং তদস্মাংস্তারয়িষ্যতি।" অর্থাৎ যে পত্র আসিবে, সে আমাদিগকে ত্রাণ করিবে।

এই কথা বলিয়া যেমন সেই পত্রের উপর পড়িল, অমনি নদীবেগে সে ভাসিয়া চলিল। তাহাকে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া অন্য পণ্ডিত তাহার কেশাগ্র ধারণপূর্ব্বক বলিল,—সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইলে, পণ্ডিত ব্যক্তি অর্দ্ধ ত্যাগ করিবেন। অর্দ্ধ দ্বারাও কার্য্য হইতে পারে। কিন্তু সর্ব্বনাশ হওয়া বড় অসহ্য। এই বলিয়া তাহার শিরচ্ছেদ করিল। পরে অবশিষ্ট সকলে মিলিয়া কোন এক গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইল। গ্রামের প্রধান প্রধান লোকেরা তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। অনন্তর ভোজনকালে এক ব্রাহ্মণের ঘৃতমধ্যে একগাছি দীর্ঘ সূত্র পড়িয়াছিল। তখন সেই পণ্ডিত ব্রাহ্মণ চিন্তা করিয়া বলিল,—"দীর্ঘসূত্রী বিনশ্যতি" অর্থাৎ দীর্ঘসূত্রী বিনষ্ট হয়। এই বলিয়াই সে ভোজন পরিত্যাগপূর্ব্বক চলিল। দ্বিতীয় পণ্ডিতকে মিষ্টান্ন দেওয়া হইয়াছিল, সে বলিল,—অধিক ভোজন দীর্ঘায়ুঃপ্রদ নহে। এই বলিয়া সেও ভোজন ত্যাগ করিয়া চলিল। তৃতীয় পণ্ডিতকে ভোজনার্থ একপ্রকার ছিদ্রযুক্ত পিষ্টক দেওয়া হইয়াছিল; সে পণ্ডিত বলিল,—"ছিদ্রেষ্বনর্থা বহুলীভবন্তি" এইরূপে সেই তিন পণ্ডিতই স্ব স্ব ভোজন ত্যাগ করিয়া ক্ষুধায় পীড়িত

হইতে লাগিল। এদিকে লোক সকলও তাহাদিগকে উপহাস করিতে লাগিল। এই অবস্থায় তাহারা সেই স্থান হইতে স্বদেশে গমন করিল।

সুবর্ণসিদ্ধি এই বলিয়া শেষে বলিল,—তুমি লোকব্যবহার জান না, আমার নিষেধ সত্ত্বেও তুমি তাহাতে উপেক্ষা করিয়া এই অবস্থায় পড়িয়াছ। এই জন্যই বলিয়াছি,—"অপি শাস্ত্রেষু কুশলা" ইত্যাদি।

তৎশ্রবণে চক্রধর বলিল,—অহো! ইহার কারণ দুর্জ্ঞেয়। কারণ দেখা যায়,—'যাঁহাদিগের খুব প্রখর বুদ্ধি আছে, দুষ্ট দৈবের বশে তাঁহাদিগকেও নষ্ট হইতে হয়। আর কোন কোন স্থানে এমনও দেখিয়াছি,—যে অল্পবুদ্ধি লোকেরাও বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছে।" কথিত আছে,—"অরক্ষিত বস্তুও দৈবে রক্ষা পায়। আর সুরক্ষিত বস্তুও দৈবে নষ্ট হইয়া যায়। বনে নির্ব্বাসিত অনাথ ব্যক্তিও বাঁচিয়া থাকে। আর গৃহে, অতি যত্নে পালিত হইয়াও মানুষ মরিয়া যায়।" অপিচ "হে ভদ্রে! এই শতবুদ্ধি মাথায় রহিয়াছে, আর এই সহস্রবুদ্ধি ঝুলিতেছে। আমি একবুদ্ধি, আমি নির্ম্মল জলে বিহার করিতেছি।

সুবর্ণসিদ্ধি জিজ্ঞাসা করিল,—ইহা কিপ্রকার? চক্রধর বলিল,—

কথা (৬)।

কোন সরোবরে শতবুদ্ধি এবং সহস্রবুদ্ধি নামে দুই মৎস্য বাস করিত। একবুদ্ধি নামে এক ভেক তাহাদের সহিত মিত্রতা করিল। এখন হইতে তাহারা তিনজনে মিলিয়া তীরে উঠিয়া

কিছুকাল পর্য্যন্ত সুভাষিত গোষ্ঠী-সুখ অনুভবপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সলিলে প্রবেশ করিতে লাগিল। একদিন তাহারা গোষ্ঠীসুখ অনুভব করিতেছে, এই সময় কতকগুলি ধীবর সেই জলাশয়ে আসিল। ধীবরদিগের হস্তে জাল, মস্তকে ব্যাপাদিত প্রভূত মৎস্য। তাহারা জলাশয় দেখিয়া পরস্পর বলিল,—অহো! দেখা যাইতেছে, এই জলাশয় বহুমৎস্যে পূর্ণ এবং ইহার জলও অতি অল্প। সুতরাং প্রভাতেই আমরা এখানে আসিব। এই বলিয়া তাহারা স্বগৃহে চলিয়া গেল।

এদিকে মৎস্যগণের মন বড়ই বিষন্ন হইল। তাহারা পরস্পর পরামর্শ করিতে লাগিল। তখন মণ্ডূক বলিল,—ওহে শতবুদ্ধি! ধীবরদিগের কথা শুনিয়াছ ত? অতএব এখন কি করা যাইতে পারে? পলায়ন করিব? কি ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিব? যাহা করা উচিত এখনই আদেশ কর। তৎশ্রবণে সহস্রবুদ্ধি হাসিয়া বলিল,—ওহে মিত্র! ভয় করিও না! কারণ, কথা স্মরণ করিবামাত্রই ভয় করিতে নাই। ভয় করিও না। কথিত আছে—"সর্প, খল, এবং যাবতীয় দুষ্ট লোক, ইহাদিগের অভিসন্ধি সিদ্ধ হয় না, তাই এই জগৎ চলিতেছে।" অতএব তাহাদিগের আসাই হইবে না, আর যদিই হয়, তাহা হইলেও আমি বুদ্ধিবলে নিজেকে এবং তোমাকে রক্ষা করিতে পারিব। কারণ, জলের ভিতরের গতিবিধি আমার অনেকপ্রকার জানা আছে। তৎশ্রবণে শতবুদ্ধি বলিল—ওহে, তুমি ঠিকই বলিয়াছ, তুমি সহস্রবুদ্ধিই বটে। অথবা এ অতি সাধু কথাই উক্ত হইয়াছে,—"জগতে বুদ্ধিমান্‌দিগের বুদ্ধি অগম্য কিছুই নাই। কারণ, চাণক্য শুধু বুদ্ধিবলেই সশস্ত্র নন্দবংশকে ধ্বংস করিয়াছিলেন!" আর এক কথা,—"যেখানে বায়ুর

যা সূর্য্যরশ্মির গতি নাই, সেখানেও বুদ্ধিমান্‌দিগের বুদ্ধি সত্বর প্রবেশ করিয়া থাকে।"

অতএব কেবল কথা শুনিয়াই পিতৃপিতামহ আমলের জন্ম-স্থানটা ত্যাগ করিতে পারা যায় না! কথিত আছে,—"যেখানে জন্ম হয়, সেস্থান কুস্থান হইলেও সেখানে মানুষের যতটা সুখ হয়, স্বর্গীয় বস্তুর স্পর্শ-মনোরম স্বর্গেও সে সুখ হয় না।" সুতরাং কোথাও যাওয়া উচিত নহে। আমি তোমাকে আমার উৎকৃষ্ট বুদ্ধিবলে রক্ষা করিব। ভেক বলিল,—মহাশয়দ্বয়! আমার একটী মাত্র বুদ্ধি, তাহা কেবল পলায়নতৎপর! সুতরাং আমি আজই সস্ত্রীক অন্য জলাশয়ে পলাইয়া যাই। এই বলিয়া সেই ভেক সেই-রাত্রেই অন্য জলাশয়ে পলাইয়া গেল।

এদিকে ধীবরেরা প্রভাতেই আসিল। আসিয়া, তথাকার ছোট বড় মাঝারি, মৎস্য কূর্ম্ম ভেক কর্কট প্রভৃতি সমস্ত জলচর-দিগকে গ্রহণ করিল। শতবুদ্ধি এবং সহস্রবুদ্ধি সস্ত্রীক পলায়নে উদ্যত হইল। তাহারা জলতলে থাকিয়া বিবিধ গতিবিশেষে ও বক্রগমনে অনেক কাল পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু কিঞ্চিৎ পরেই জালে আবদ্ধ ও ব্যাপাদিত হইল।

অনন্তর বেলাবসানে ধীবরেরা হৃষ্টচিত্তে নিজগৃহে ফিরিল। শতবুদ্ধি খুব ভারী ছিল, তাই একজনে তাহাকে স্কন্ধে করিয়া লইল এবং সহস্রবুদ্ধিকে ঝুলাইয়া লইয়া চলিল। এই সময় বাপীমধ্যগত ভেক শতবুদ্ধি ও সহস্রবুদ্ধিকে ঐ ভাবে লইয়া যাইতে দেখিয়া তাহার পত্নীকে বলিল,—প্রিয়ে! দেখ দেখ,—"এই শতবুদ্ধি মাথায় রহিয়াছে, আর এই সহস্রবুদ্ধি ঝুলিতেছে। হে ভদ্রে! আমি একবুদ্ধি, আমি নির্ম্মল জলে ক্রীড়া করিতেছি।"

এই জন্যই আমি বলিয়াছি,—কোন বিষয়ে বুদ্ধিই যথেষ্ট প্রমাণ নহে। সুবর্ণসিদ্ধি বলিল,—যদিও এরূপ বটে, তথাপি মিত্রবাক্য লঙ্ঘন করা অনুচিত। এখন কি করা যায়? আমি নিষেধ করিলাম, তথাপি তুমি অতি লোভে ও বিদ্যাগর্ব্বেই অপেক্ষা করিলে না। অথবা এটী একটী সাধু কথাই উক্ত হইয়াছে,—"হে মাতুল! তোমার মঙ্গল হউক। আমি সঙ্কেত করিলাম, তথাপি গীতপ্রিয়তার জন্য তুমি চুপ করিয়া রহিলে না। তাই এই অপূর্ব্ব মণি বদ্ধ হইয়াছে!—গীতের পুরস্কার পাইয়াছ।" চক্রেধর বলিল,—ইহা কি প্রকার? সুবর্ণসিদ্ধি কহিল,—

কথা (৭)।

কোন এক স্থানে উদ্ধত নামে এক গর্দ্দভ বাস করিত। সে রজকের গৃহে সর্ব্বদা ভার বহিয়া রাত্রিকালে ইচ্ছামত ভ্রমণ করিত, যেমন প্রভাত হইত, অমনি বন্ধনভয়ে নিজেই রজকের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইত। রজক তাহাকে বাঁধিয়া রাখিত।

একদিন রাত্রিকালে ক্ষেত্রপর্য্যটনসময়ে একটা শৃগালের সহিত গর্দ্দভের মিত্রতা হইল। গর্দ্দভের দেহ স্থূল, তাই বেড়া ভাঙ্গিয়া রাত্রিকালে শৃগাল সহ সে এক কাঁকুড় ক্ষেতে প্রবেশ করিল। ক্ষেত্রে গিয়া তাহারা ইচ্ছামত কাঁকুড় খাইয়া প্রত্যহ প্রত্যূষে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। এক দিবস মদোদ্ধত গর্দ্দভ ক্ষেত্রমাঝে থাকিয়া শৃগালকে বলিল,—ওহে ভাগিনেয়! দেখ দেখ, কি চমৎকার নির্ম্মল রজনী! অতএব এখন আমি একটা গান করি। বল কোন্ রাগে গান ধরিব? শৃগাল বলিল,—মাতুল! নিষ্ফল ব্যাপারে কি হইবে? আমরা

চৌর্য্যকর্ম্মে লিপ্ত। চোর এবং জার এ উভয়কে অতি গোপনে থাকিতে হয়। কথিত আছে,—"চুরি করিতে গিয়া এ সংসারে যে ব্যক্তি জীবন বাঁচাইতে চায়, সে কাসরোগাক্রান্ত হইলে, কিম্বা নিদ্রালু হইলে চৌর্য্য ত্যাগ করিবে। রোগী যদি হয়, তবে জিহ্বাচাপল্য ত্যাগ করিবে।" বিশেষতঃ তোমার গীত মধুর নহে। দূর হইতেও শঙ্খশব্দের ন্যায় শুনা যায়। সুতরাং এই ক্ষেত্রে রক্ষাপুরুষেরা আছে। তাহারা নিদ্রা হইতে উঠিয়া শেষে হয়ত বধ বা বন্ধন করিয়া ফেলিবে। তাই বলি, এক্ষণে এই অমৃতময় কাঁকুড় সকল খাইতে থাক। আমি নিষেধ করি, তুমি এখন কিছুতেই গীতব্যাপারে মন দিও না।

তৎশ্রবণে গর্দ্দভ উত্তর করিল,—ওহে তুমি বনে থাক কি না, তাই সঙ্গীত-রস বুঝ না এবং সেই জন্যই এই কথা বলিতেছ। কথিত আছে,—"শরতের চন্দ্রকর যখন অন্ধকার দূর করিয়া দিয়া হাসিয়া উঠে, তখন প্রিয়জনপার্শ্বে স্থিত ভাগ্যবান্ ব্যক্তিদিগেরই কর্ণে সঙ্গীতঝঙ্কার-জাত সুধা প্রবেশ করে।"

শৃগাল কহিল,—মামা! ইহা এইরূপই বটে, পরন্তু তুমি গীত জান না, কেবল উচ্চ ধ্বনি করিতে পার। অতএব সেরূপ স্বকার্য্য-ধ্বংসী ব্যাপার দিয়া কি হইবে? গর্দ্দভ বলিল,—ধিক্ ধিক্ মূর্খ! আমি কি গীত জানি না? তবে গীতের কতপ্রকার ভেদ আছে, তা' শুন। "গীতের সাতটী স্বর, তিনটী গ্রাম, একবিংশতি মূর্চ্ছনা, একোনপঞ্চাশৎ তাল, এবং তিনটী মাত্রা ও তিনটী লয়। বিরামস্থান তিনটী। মুখ ছয়টী এবং শৃঙ্গার-হাস্যাদি রস নয়টী। ছত্রিশ রাগ, চত্বারিংশৎ ভাব, এবং একশত পঞ্চাশীতি গীতের অঙ্গ বলিয়া খ্যাত। পুরাকালে স্বয়ং ভরতমুনি বেদের

পরই এই সকল গীতাঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন। জগতে দেবতা-দিগেরও গীত ব্যতীত অন্য কোন প্রিয় বস্তু দেখা যায় না। দেখ,—তপশ্চর্য্যায় রাবণের দেহ জীর্ণ-শীর্ণ হইয়াছিল, তথাপি তাহার সেই নীরস দেহ হইতে আনন্দ-বশে যে স্বর উঠিয়াছিল, তাহাতে ত্রিলোচনও বশীভূত হইয়াছিলেন।”৫৭

তাই বলি, হে ভাগিনেয়! তুমি আমাকে অনভিজ্ঞ বলিয়া, কেন নিষেধ করিতেছ? শৃগাল বলিল,—মামা! যদি এমনই হয় তবে আমি এই বেড়ার দরজায় থাকিয়া ক্ষেত্রস্বামী আসে কি না, তাহা দেখি তুমি ইচ্ছামত গান করিতে থাক। তাহাই হইল। গর্দ্দভ গান ধরিল ক্ষেত্রস্বামী গর্দ্দভের গীতশব্দ শুনিয়া, ক্রোধে দন্তে দন্ত ঘর্ষণপূর্ব্বক ছুটিয়া আসিল এবং গর্দ্দভকে দেখিয়াই লগুড় দ্বারা এমন প্রহার করিল যে, তাহাতে আহত হইয়াই গর্দ্দভকে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে হইল, পরে ক্ষেত্রস্বামী তাহার গলায় একটা উদূখল বাঁধিয়া দিয়া নিদ্রিত হইল। এদিকে গর্দ্দভ জাতীয় স্বভাব-বশে ক্ষণেক পরেই প্রহারবেদনা ভুলিয়া উঠিয়া পড়িল। কথিতও আছে,—“কুক্কুর, অশ্ব, ও গর্দ্দভ ইহাদিগের প্রহারজনিত ব্যথা মুহূর্ত্তের পর আর থাকে না।”

অনন্তর গর্দ্দভ সেই উদূখল লইয়া বেড়া ভাঙ্গিয়া পলাইতে উদ্যত হইল। তখন শৃগালও দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া সহাস্যে বলিল,—“সাধু মাতুল গীতেন” ইত্যাদি।

এইরূপ আমিও তোমাকে নিষেধ করিয়াছি, তথাপি তুমি সে নিষেধ শুন নাই। তৎশ্রবণে চক্রধর বলিল,—ওহে মিত্র! ইহা সত্য। অথবা এটী অতি উত্তম কথা যে,—“যাহার নিজের বুদ্ধি নাই এবং মিত্রের কথা মতও কাজ করে না, সে, মন্থর-কৌলি-

কের ন্যায় নিধন প্রাপ্ত হয়।" সুবর্ণসিদ্ধি বলিল,—ইহা কি প্রকার? তখন চক্রধর বলিল,—

কথা (৮)।

কোন এক স্থানে মন্থরক নামে এক কৌলিক বাস করিত। সে একদিন কাপড় বুনাইতেছে, হঠাৎ তাহার সমস্ত বস্ত্র-বয়নযন্ত্র ভাঙ্গিয়া গেল। তখন সে কুঠার লইয়া কাষ্ঠসংগ্রহের জন্য বনে গমন করিল। কৌলিক সমুদ্রতটে ঘুরিতে ঘুরিতে কিঞ্চিৎ পরেই তথায় এক শিংশপা বৃক্ষ দেখিল, দেখিয়া চিন্তা করিল,—এই বৃক্ষটী দেখিতেছি প্রকাণ্ড অতএব ইহাকে কাটিয়া লইয়া যাইতে পারিলে ইহা দ্বারা প্রচুর বস্ত্রবয়নযন্ত্র প্রস্তুত হইবে। এই ভাবিয়া কৌলিক সেই বৃক্ষ কাটিবার উদ্দেশে কুঠার উত্তোলন করিল।

ঐ শিংশপা-বৃক্ষে এক যক্ষ ছিল। যক্ষ কৌলিককে বলিল,—ওহে, এই বৃক্ষ আমার আশ্রয়স্থল। এখানে আমি মহাসুখে আছি সমুদ্রকল্লোলস্পর্শে শীতল বায়ু আমাকে আপ্যায়িত করিতেছে সুতরাং এ বৃক্ষ রক্ষা করিতে হইবে কৌলিক কহিল,—মহাশয়! তবে আমি করিব কি? কাষ্ঠযন্ত্র ব্যতীত আমার পরিবারবর্গ যে অনাহারে পীড়িত হইতেছে, সুতরাং আপনি অন্য বৃক্ষে গমন করুন। আমি ইহাকে কাটিব। যক্ষ বলিল,—ওহে, আমি তোমার প্রীতি তুষ্ট হইয়াছি। অতএব আমার নিকট কোন অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর বৃক্ষ কাটিও না, ইহাকে রক্ষা কর। কৌলিক কহিল,—আচ্ছা যদি এরূপ হয় তবে আমি গৃহে গিয়া নিজ মিত্র ও ভার্য্যার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া আইসি। পরে

আপনি আমাকে বর দিবেন। যক্ষ তাহাতে সম্মত হইল। কৌলিক হৃষ্ট হইয়া গৃহে গেল।

কৌলিক স্বগ্রামে প্রবেশ করিয়াই সম্মুখে তাহার সুহৃৎ নাপিতকে দেখিল। তখন নাপিতের কাছে সে, সেই যক্ষের কথা কহিল। কৌলিক বলিল,—মিত্র! এক যক্ষ আমার সিদ্ধ হইয়াছে। অতএব বল, আমি তাহার কাছে কি বর প্রার্থনা করি? আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যই আসিয়াছি। নাপিত বলিল,—যদি এরূপ হইয়া থাকে, তবে ভাই, রাজ্য প্রার্থনা কর। তুমি রাজা হইবে, আমি তোমার মন্ত্রী হইব। আমরা উভয়েই ইহকালে সুখ ভোগ করিয়া পরকালেও সুখানুভব করিব। কথিত আছে,—"রাজা নিত্য দান করিয়া ইহকালে কীর্ত্তি লাভ করেন এবং সেই দানের প্রভাবে পরকালেও দেবগণ সহ বিহার করিতে থাকেন।"

কৌলিক কহিল,—তোমার কথা উত্তম বটে, তথাপি গৃহিণীকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া লই। নাপিত বলিল,—মিত্র! স্ত্রীলোকের সহিত পরামর্শ শাস্ত্র বিরুদ্ধ। কারণ, তাহারা অতি ক্ষুদ্রবুদ্ধি। কথিতও আছে,—"প্রাজ্ঞ জন স্ত্রীলোকদিগকে অশন বসন ও ভূষণ দান করিবেন, এবং ঋতুকালে তাহাদিগের সহিত সঙ্গত হইবেন; কিন্তু কদাচ তাহাদিগকে লইয়া পরামর্শ করিবেন না। "যেখানে স্ত্রী, ধূর্ত্ত ও বালক এই কয়জন উচ্ছৃঙ্খল অবস্থায় থাকে, সে গৃহ অচিরেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; স্বয়ং ভার্গবই এই কথা বলিয়াছেন। "পুরুষের মুখ ততক্ষণ সুপ্রসন্ন থাকে, এবং গুরুজনে তাহার ততক্ষণই রতি থাকে, যতক্ষণ না সে, গোপনে স্ত্রীর কথা শুনিতে পায়। "এই স্ত্রীলোকগুলি কেবল স্বার্থপর, কেবল

নজের সুখেই ইহারা রত। ইহাদিগের প্রিয় কেহ নাই; অধিক কি আত্মসুখ বিনা পুত্রও ইহাদিগের প্রিয় নহে।” কৌলিক কহিল,—তথাপি স্ত্রীকে আমি একবার জিজ্ঞাসা করি। কারণ সে আমার পতিব্রতা স্ত্রী। তাহাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া আমি কিছুই করিতে পারি না।

এই বলিয়া কৌলিক সত্বর স্ত্রীর নিকট গিয়া বলিল,—প্রিয়ে! আজ আমার প্রতি এক যক্ষ প্রসন্ন হইয়াছেন। তিনি আমাকে বর দিতে চাহিয়াছেন, তাই আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি। তুমি বল, আমি কি প্রার্থনা করি? এই আমার মিত্র নাপিত বলিতেছেন যে, তুমি রাজ্য প্রার্থনা কর। স্ত্রী বলিল,—আর্যপুত্র! নাপিতের আবার বুদ্ধি কি? সুতরাং তাহার কথা মত তুমি কাজ করিও না, কথিত আছে,—চারণ, বন্দী, নীচ, নাপিত, বালক এবং ভিক্ষু এই সকল লোকের সহিত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মন্ত্রণা করিবেন না।” অন্য পক্ষে দেখিতে গেলে রাজ্যরক্ষা বড়ই ক্লেশকর। সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, সংশ্রয় ও দ্বৈধীভাব প্রভৃতি ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া রাজা কখন সুখ পান না। কারণ, “যখনই রাজ্যে অভিষেক করা হয়, অমনি রাজার বুদ্ধি ব্যসনের দিকে ধাবিত হইতে থাকে। রাজাদিগের অভিষেককালে ঘটসকল জলের সহিতই আপদ্ উদ্গারণ করে।” আরও দেখা যায়,—“রামচন্দ্রের বনগমন, পাণ্ডবদিগের নির্ব্বাসন, বৃষ্ণিবংশের নিধন, নলরাজের রাজ্যভ্রংশ, সৌদাসের রাক্ষস-যোনিপ্রাপ্তি, কার্ত্তবীর্য্যের বিনাশ ও লঙ্কাধিপতির পরিণাম স্মরণ করিয়া এবং রাজ্যের জন্য যাবতীয় বিড়ম্বনার বিষয় ভাবিয়া বাধ্য হইয়াই রাজ্যলিপ্সা ত্যাগ করিতে হয়।” নিজ ভ্রাতা এবং পুত্রগণও

যে রাজ্যের জন্য রাজাদিগের বধ কামনা করে, এ হেন রাজ্য দূর হইতেই পরিত্যাগ করিতে হয়।"

কৌলিক কহিল,—তুমিই সত্য কথাই বলিয়াছ। যা হউক, বল, কি প্রার্থনা করা যায়। স্ত্রী কহিল,—তুমি নিত্য একখানি করিয়া বস্ত্র প্রস্তুত করিবে। তাহাতে আমাদিগের সমস্ত সংসার-ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। এখন তুমি নিজের আর দুইখানি হস্ত ও আর একটা মস্তক চাহিয়া লও, তাহা হইলেই দৈনিক দুইখানি বস্ত্র প্রস্তুত হইবে, একখানি বস্ত্রের মূল্যে পূর্ব্বের ন্যায় সংসারের নিত্য ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে এবং অপর খানির মূল্যে বিশেষ বিশেষ কার্য্য করা যাইবে। এইরূপে স্বজাতিদিগের মধ্যে নাম-কামের সহিত সুখে-স্বচ্ছন্দে আমাদিগের কাল কাটিয়া যাইবে। আমাদিগের ইহ-পর উভয় লোকই সমভাবে আয়ত্ত হইবে।

কৌলিক স্ত্রীর সেই সকল কথা শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে বলিল,—অয়ি পতিব্রতে! সাধু সাধু, তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ। অতএব ইহাই আমি প্রার্থনা করিব। অনন্তর কৌলিক পূর্ব্বস্থানে গিয়া যক্ষের নিকট প্রার্থনা করিল,—মহাশয়! যদি আমাকে অভীষ্ট বর দিতে চাহেন, তবে এই বর দিন, যে, আমার আর দুইখানি বাহু ও আর একটী মস্তক হউক। কৌলিক এই প্রার্থনা করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহার আর দুই বাহু ও আর একটী মস্তক হইল। তখন হৃষ্টচিত্তে যেমন সে গৃহে আসিতে লাগিল, অমনি গ্রামের লোকেরা তাহাকে রাক্ষস মনে করিয়া লগুড় ও পাষাণপ্রহারে তাড়িত করিল। প্রহারের ফলে কৌলিক মরিয়া গেল। এই জন্যই আমি বলিয়াছি,—"যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা" ইত্যাদি।

চক্রেধর বলিল,—ওগো, ইহা সত্য বটে ; তথাপি সকল লোকই আশারূপিণী পিশাচীকে পাইয়া হাস্যপদবী প্রাপ্ত হয়। অথবা কোন মহাজন ঠিকই বলিয়াছিলেন যে,—"যে ব্যক্তি অনাগত ও অসম্ভাবিত বিষয় চিন্তা করে, সে সোমশর্ম্মার পিতার ন্যায় পাণ্ডুর অবস্থায় শয়ন করে।" ৩৭—৭১। সুবর্ণসিদ্ধি বলিল,—ইহা কিপ্রকার ? চক্রেধর বলিল,—

কথা (৯)।

কোন নগরে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি স্বভাবতই কৃপণ। তিনি ভিক্ষা করিয়া দৈনিক যত ছাতু পাইতেন, তাহার ভুক্তাবশেষ যাহা কিছু থাকিত, তিনি তাহা একটা কলসে পুরিয়া রাখিতেন। শেষে সেই ছাতুপূর্ণ কলসটী গৃহমধ্যস্থ এক কাষ্ঠখণ্ডে ঝুলাইয়া রাখিয়া তাহার নিম্নস্থ খট্টায় শুইয়া সর্ব্বদা এক দৃষ্টে তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিতেন। একদিন রাত্রিযোগে শুইয়া শুইয়া ভাবিলেন,—এই ঘটটী ছাতু দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। যদি এখন দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় তবে এই এক কলসী ছাতু দ্বারা একশত টাকাও হইতে পারিবে। তখন আমি সেই টাকা দিয়া দুইটী ছাগল কিনিব। ছাগল দুইটী ছয় মাস অন্তর প্রসব করিলে তাহাতে শীঘ্রই আমার একপাল ছাগল হইবে। তখন সেই সকল ছাগল দিয়া প্রচুর গাভী সংগ্রহ করিব। গাভী দ্বারা মহিষী, মহিষী দ্বারা বড়বা, এইরূপে শেষে বড়বা হইতে প্রচুর অশ্ব হইবে, সেই অশ্বগুলি বিক্রয় করিয়া আমি বহু সুবর্ণ পাইব। সুবর্ণ দ্বারা আমার একটী চকমিলান বাড়ী হইবে, তখন কোন ব্রাহ্মণ আমার গৃহে আসিয়া যুবতী রূপবতী কন্যা দান করিবে।

সেই কন্যার গর্ভে আমার পুত্র হইবে। আমি সেই পুত্রের নাম রাখিব—সোমশর্ম্মা। সোমশর্ম্মা যখন হামাগুড়ি দিতে পারিবে, সেই সময় আমি একদিন অশ্বশালার পশ্চাদ্‌ভাগে বসিয়া একখানি পুস্তক লইয়া পড়িতে থাকিব। এই সময় সোমশর্ম্মা আমাকে দেখিয়া জননীর ক্রোড় হইতে নামিয়া হামাগুড়ি দিতে দিতে ঘোড়ার খুরের কাছ দিয়া আমার দিকে আসিতে থাকিবে। তাহা দেখিয়া আমি ব্রাহ্মণীকে ক্রোধের সহিত বলিব,—লইয়া যাও—তোমার পুত্রকে ব্রাহ্মণী তখন গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত থাকায় আমার কথা শুনিতে পাইবে না। তখন আমি উঠিয়া তাহাকে পাদপ্রহারে তাড়িত করিব।

ব্রাহ্মণ এইরূপ চিন্তামগ্ন অবস্থায় সত্য সত্যই এরূপ পাদ-প্রহার করিলেন যে, তাহাতে সেই ছাতুপূর্ণ ঘট ভাঙ্গিয়া গেল, এবং ছাতুগুলি ব্রাহ্মণের সর্ব্বশরীরে ছড়াইয়া পড়িয়া তাঁহাকে পাণ্ডুরবর্ণ করিয়া তুলিল : এইজন্যই আমি বলিয়াছি যে,—"অনাগত-বতীং চিন্তাং" ইত্যাদি। সুবর্ণসিদ্ধি কহিল,—ইহা এইরূপই বটে, তোমার ইহাতে দোষ নাই। কেননা সংসারে সকল লোকই বিড়ম্বিত হইয়া থাকে। কথিত আছে,—"যে ব্যক্তি চাপল্যবশে কর্ম্ম করে, ভবিষ্যতের দিকে তাকায় না। সে, চন্দ্ররাজার ন্যায় বিড়ম্বিত হইয়া থাকে।" চক্রধর কহিল,—ইহা কি প্রকার? সুবর্ণসিদ্ধি বলিল,—

কথা (১০) ।

কোন নগরে চন্দ্রনামে এক রাজা বাস করিতেন। রাজার পুত্রগণ বানরক্রীড়ায় রত। তাহারা প্রত্যহই বিবিধ ভোজন দানে একদল বানরকে পোষণ করিত। যে বানর, বানরদলের

অধিপতি, অর্থাৎ পালের গোদা, তিনি শুক্রাচার্য্য, বৃহস্পতি, ও চাণক্য প্রভৃতির মতে অভিজ্ঞ। তিনি প্রত্যহই দলস্থ বানরবৃন্দকে অধ্যাপনা করাইতেন। ঐ রাজার গৃহে ছোট ছোট শিশুদিগকে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে, এরূপ একপাল মেষ ছিল। ঐ মেষদলের মধ্য হইতে একটা মেষ জিহ্বা লৌল্যবশে দিবারাত্র রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া যাহা দেখে, তাহাই খাইয়া ফেলে। পাচকগণ কাষ্ঠ, মৃন্ময় কাংস্য বা তাম্র পাত্র যাহা সেখানে দেখে, তাহা দ্বারাই সেই মেষকে তাড়াইয়া দেয়। বানরদলপতি এই ব্যাপার দেখিয়া ভাবিল,—অহো! এই পাচক ও মেষের কলহ বানরদিগেরই ক্ষয়ের জন্য হইবে। এই মেষ অন্নাস্বাদনে লোলুপ, আর এই সূপকরেরাও মহাক্রোধী; উহারা হাতের কাছে যাহা পায়, তাহা দ্বারাই প্রহার করে। অতএব হয়ত উহারা কখন অন্য বস্তু না পাইয়া জলন্ত কাষ্ঠখণ্ড দ্বারাই প্রহার করিয়া বসিবে। তাহাতে দহ্যমান হইয়া এই মেষ হয়ত সমীপস্থ অশ্বশালায় প্রবেশ করিবে। অশ্বশালা তৃণময় সুতরাং উহা তখন জ্বলিয়া উঠিবে। ইহাতে তন্মধ্যস্থ অশ্বগণ অগ্নিদগ্ধ হইবে। শালিহোত্র বলিয়াছেন যে, বানরের বসায় অশ্বগণের বহ্নিদাহদোষ প্রশমিত হয়, অতএব শেষে হইতে হইতে হয়ত নিশ্চয় তাহাই গিয়া দাঁড়াইবে। বানরদলপতি এইরূপ চিন্তা করিয়া সমস্ত বানরদিগকে ডাকিয়া নির্জ্জনে বলিল,—

"মেষগণের সহিত পাচকদিগের যেস্থলে কলহ উপস্থিত হয়, সে কলহ বানরবৃন্দেরই ক্ষয়জনক হইয়া থাকে। এইরূপ যে গৃহে নিত্য নিত্য অকারণ কলহ হইতে থাকে, জীবিতার্থী ব্যক্তি সে গৃহ দূর হইতে পরিত্যাগ করিবেন।" আর এক কথা—"ধনীদিগের

গৃহসকল কলহে, সৌহৃদ্য কুবাক্যে, রাষ্ট্র সকল কুরাজায় এবং লোকের যশ কুকর্ম্মে নাশ পাইয়া থাকে।" অতএব যাবৎ আমাদিগের সমূলে বিনাশ না হয়, তাবৎ আমরা এই রাজধানী ছাড়িয়া বনগমন করি। তাহার সেই অশ্রদ্ধেয় কথা শুনিয়া কতকগুলি মদগর্ব্বিত বানর হাসিয়া বলিল,—ওহে তুমি বৃদ্ধ, তাই তোমার বুদ্ধিবৈকল্য ঘটিয়াছে এবং সেই জন্যই তুমি এইরূপ বলিতেছ। কথিত আছে,—"দন্তহীন, মুখ দিয়া নিত্য লাল পড়ে, তাই বালকের এবং বৃদ্ধের কোথাও মতিস্ফুরণ হয় না।" যাহা হউক, আমরা রাজপুত্রদিগের স্বহস্তদত্ত স্বর্গভোগতুল্য অমৃতোপম বিবিধ ভোগ্যবস্তু সকল ত্যাগ করিয়া বনে গিয়া সেই কটু-তিক্ত-ক্ষার-রূক্ষ ফলগুলি খাইতে পারিব না। তৎশ্রবণে বানর-দলপতি অশ্রুপূর্ণনয়নে বলিল,—ওরে রে মূর্খগুলি! তোরা এই সুখের পরিণাম জানিস্ না! এই সুখ পাপরসের আস্বাদনের ন্যায় পরিণামে কি বিষবৎ হইবে না? যাহা হউক, আমি নিজে এই কুলক্ষয় ব্যাপার দেখিতে পারিব না। সম্প্রতি আমি বনে যাইব। কথিত আছে,—"বিপদ্‌গ্রস্ত মিত্র, পর-দলিত স্বস্থান, এবং দেশভঙ্গ ও কুলক্ষয় যাঁহারা প্রত্যক্ষ না করেন, তাঁহারাই জগতে ধন্য।" এই কথা কহিয়া সেই যূথপতি সমস্ত বানরকে পরিত্যাগপূর্ব্বক বনে প্রবেশ করিল।

দলপতি বানর চলিয়া গেলে পর অন্য এক দিন সেই মেষ, পাকশালায় প্রবেশ করিল। তখন পাচক অন্য কোন বস্তু না পাইয়া একখানা জ্বলন্ত কাষ্ঠ দ্বারাই তাহাকে প্রহার করিতে লাগিল। জ্বলন্ত কাষ্ঠের প্রহারে মেষের সর্ব্ব শরীর জ্বলিয়া উঠিল। সে, চিৎকার করিতে করিতে নিকটস্থ অশ্বশালায় প্রবেশ করিল। অশ্ব-

শালার খানিকটা স্থানে রাশীকৃত তৃণ ছিল। জ্বলিতগাত্র মেষ সেইস্থানে গাত্র ঘর্ষণ করায়, চারিদিকে এরূপ ভাবে অগ্নিশিখা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল যে, তাহাতে তথাকার অশ্বগণের মধ্যে কতকগুলি স্ফুটিতচক্ষু হইয়া মরিয়া গেল, কতকগুলি বন্ধন ছিঁড়িয়া অর্দ্ধদগ্ধদেহে চিৎকার করিতে করিতে এদিকে সেদিকে ছুটিয়া গিয়া সমগ্র জনসমূহ ব্যাকুল করিয়া তুলিল। এই সময়ে রাজা বিষাদের সহিত শালিহোত্রজ্ঞ চিকিৎসকদিগকে ডাকিয়া বলিলেন,—ওহে, তোমরা বল, এই সকল অশ্বদিগের দাহনিবারণের কোন উপায় আছে কি না? চিকিৎসকেরা শাস্ত্র দেখিয়া বলিলেন,—দেব! এ সম্বন্ধে ভগবান্ শালিহোত্র বলিয়াছেন যে, অশ্বগণের বহ্নিদাহ-জনিত দোষ বানরের বসায় নাশ পাইয়া থাকে।—যেমন সূর্য্যোদয়ে তমোনাশ হয়। অতএব যতক্ষণ না এই অশ্বগণ দাহ-দোষে বিনষ্ট হয়, তাবৎ ইহাদিগকে এইরূপ চিকিৎসাই করান। রাজা তৎশ্রবণে সমস্ত বানর-বধে আজ্ঞা দিলেন। বলা বাহুল্য, তৎক্ষণাৎ সমস্ত বানরই বিবিধ অস্ত্র লগুড় ও পাষাণাদিপ্রহারে বিনষ্ট হইল। অনন্তর সেই পলায়িত বানর-দলপতি পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতৃপুত্র ও ভাগিনেয় প্রভৃতির বিনাশসংবাদ পাইয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইল। সে আহার ত্যাগ করিয়া এ বন হইতে সে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল আর ভাবিল,—আমি কেমন করিয়া সেই নৃপাধমের বৈরনির্যাতন করিব? কথিত আছে,—"এ সংসারে যে ব্যক্তি ভয়ে বা কামে পরকৃত ধর্ষণা উপেক্ষা করে, সে, পুরুষগণ-মধ্যে অধম।" অনন্তর বানর সেইবনে ভ্রমণ করিতে করিতে পদ্মিনীখণ্ডমণ্ডিত এক সরোবর প্রাপ্ত হইল। তখন যেমন সে সূক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারা দেখিতে লাগিল,—অমনি তন্মধ্যে

বনচর মনুষ্যদিগের প্রবেশপদ-চিহ্ন দেখিল, কিন্তু নির্গমণ-চিহ্ন দেখিতে পাইল না। তখন বানরদলপতি ভাবিল,—নিশ্চয়ই ইহার ভিতর কোন দুষ্ট গ্রাহ আছে, অতএব আমি একটা পদ্মনাল লইয়া দূরে থাকিয়াই জল পান করি। বানরপতি তাহাই করিল। তখন সেই জলমধ্য হইতে এক রাক্ষস বাহির হইল। তাহার কণ্ঠ রত্নমালায় ভূষিত। রাক্ষস বানরদলপতিকে বলিল,—এইখানে এই সলিলে যে প্রবেশ করে, সে আমার ভক্ষ্য। অতএব তোমার মত ধূর্ত্ত আর নাই, কারণ তুমি প্রকারান্তরে এখান হইতে জল পান করিয়াছ; সুতরাং তোমার এরূপ চতুর ব্যবহারে আমি তুষ্ট হইয়াছি, তোমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। বানর বলিল,—তোমার ভোজনশক্তি কিপরিমাণ? রাক্ষস বলিল,—এই জলপ্রবিষ্ট শত-সহস্র-অযুতসংখ্যকও আমি ভক্ষণ করিতে পারি। কিন্তু এই সরোবরের বাহিরে আমি শৃগালেরও অগ্রাহ্য। বানর বলিল,—এক রাজার সহিত আমার শত্রুতা আছে। যদি এই রত্নমালাগাছটী আমাকে অর্পণ কর, তাহা হইলে, পরিজনবর্গ সহ সেই রাজাকে বাক্যকৌশলে প্রলুব্ধ করিয়া এই সরোবরে প্রবেশ করাইতে পারি। রাক্ষস বানরের সেই সঙ্গত বাক্যে আস্থা স্থাপনপূর্ব্বক রত্নমালা দিয়া বলিল,—ওহে মিত্র! যাহা উচিত হয়, করিও। তখন বানর রত্নমালাগাছটা গলায় পরিয়া বৃক্ষে প্রসাদে ও অন্যান্য উচ্চ স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এই অবস্থায় তথাকার লোকেরা তাহাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—ওহে দলপতি! তুমি এত দিন কোথায় ছিলে? এরূপ রত্নমালা তুমি কোথায় পাইলে? তোমার এ রত্নমালার দীপ্তিতে যে সূর্য্যতেজও ম্লান হইতেছে!

বানর বলিল,—কোন অরণ্যে কুবেরনির্ম্মিত একটী গুপ্ত সরোবর আছে। রবিবার দিন দুইপ্রহরের সময় যদি কোন ব্যক্তি ঐ সরোবরে অবতরণ করে, তবে সে এইরূপ রত্নমালা কণ্ঠে ধারণপূর্ব্বক জল হইতে উত্থিত হয়।

অনন্তর এই সংবাদ রাজার কাণে পৌঁছিল, রাজা বানরকে ডাকিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যূথাধিপ! যাহা শুনিলাম, ইহা কি সত্য? কোথাও নাকি রত্নমালামণ্ডিত সরোবর আছে? বানর বলিল,—প্রভো! আমার কণ্ঠস্থিত এই প্রত্যক্ষ রত্নমালাই আপনার প্রত্যয়। যাহা হউক, আপনার যদি রত্নমালায় প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে আমার সহিত কোন লোককে পাঠাইয়া দিউন, আমি তাহাকে তাহা দেখাইয়া দিব। তৎশ্রবণে রাজা বলিলেন,—যদি এইরূপই হয়, তবে পরিজনবর্গসহ আমি স্বয়ংই আসিতেছি। ইহাতে প্রভূত রত্নমালা লাভ হইবে। বানর বলিল,—আচ্ছা, তবে এইরূপই করুন।

রাজার আদেশমত কাজ হইল। সমুদায় ভৃত্য ও কলত্রবর্গ রত্নমাললোভে রাজার সহিত প্রস্থান করিল। রাজা দোলায় আরোহণ করিলেন এবং বানরকেও সেই দোলায় নিজের ক্রোড়-দেশে রাখিয়া অতি আদরের সহিত আনিতে লাগিলেন। অথবা অতি উত্তম কথা যে,—"হে দেবি তৃষ্ণে! তোমায় নমস্কার। যাহার প্রভাবে ধনাঢ্য লোকেরাও অকার্য্যে নিযুক্ত হয় এবং দুর্গম দেশে ভ্রমণ করে। শতী সহস্র চায়, সহস্রী লক্ষ চায় লক্ষাধি-পতি রাজ্য এবং রাজ্যাধিপ স্বর্গ প্রার্থনা করে।" বৃদ্ধের কেশ জীর্ণ হয়, দন্ত জীর্ণ হয়, চক্ষু এবং শ্রোত্রও জীর্ণ হইতে থাকে; পরন্তু একমাত্র তৃষ্ণাই তাহার তরুণবৎ প্রতিভাত হয়।"

অনন্তর প্রভাত হইলে বানর সেই সরোবরের নিকট পৌঁছিয়া রাজাকে বলিল,—দেব! বেলা দুই প্রহরের সময় এই সরোবরে যাহারা প্রবেশ করিবে, তাহাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। অতএব সকলেই এক সঙ্গে জলে প্রবেশ করুক। আপনি আমার সহিত শেষে প্রবেশ করিবেন। আজ পূর্ব্বদৃষ্ট স্থানে থাকিয়া আপনাকে প্রভূত রত্নমালা দেখাইব। অনন্তর সমস্ত লোকজন সরোবরের জলে প্রবেশ করিল এবং তন্মধ্যস্থ রাক্ষস তাহাদিগের সকলকেই খাইয়া ফেলিল। এ দিকে রাজা তাহাদিগের বিলম্ব দেখিয়া বানরকে বলিলেন,—ওহে যূথাধিপ! আমার লোকজন এত বিলম্ব করিতেছে কেন? তৎশ্রবণে বানর অতিদ্রুত বৃক্ষে উঠিয়া বলিল,—ওরে দুষ্ট নৃপ! তোমার সমস্ত পরিজনবর্গকে জলমধ্যস্থ এক রাক্ষস খাইয়া ফেলিয়াছে। আজ আমি কুলক্ষয়জনিত বৈরাচরণের প্রতিশোধ লইলাম। অতএব তুমি এখন চলিয়া যাও। আমি স্বামী মনে করিয়া তোমাকে এই সরোবরমধ্যে প্রবেশ করাই নাই। কথিত আছে,—"উপকার বা অপকার করিলে, তাহার প্রত্যুপকার বা অপকার করিতে হয়। হিংসা করিলে তাহার প্রতিহিংসা করিতে হয়। এ বিষয়ে দোষ কিছুই দেখা যায় না। কারণ, দুষ্ট জনের প্রতি দুষ্ট ব্যবহারই করা উচিত। অতএব তুমি আমার কুলক্ষয় করিয়াছ; আমিও তোমার কুলক্ষয় করিলাম। অনন্তর রাজা এই কথা শুনিয়া কোপাবিষ্টমনে একাকী পদব্রজেই পূর্ব্বপরিচয়-পথে তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরে সেই রাজা চলিয়া গেলে রাক্ষস তৃপ্ত হইয়া জল হইতে বাহির হইল এবং সানন্দে বলিল,—"হে বানর! তুমি পদ্মনাল দ্বারা জলপান অনায়াসেই তোমার শত্রুকে হত করিয়াছে। মিত্রতা

করিয়াছ এবং রত্নমালা হারাও নাই।" এই জন্যই আমি বলিয়াছি যে, "যো লৌল্যাৎ কুরুতে" ইত্যাদি।

এই কথা কহিয়া পুনর্ব্বার চক্রধরকে বলিল,—ওহে মিত্র! আমাকে যাইতে দাও, আমি স্বগৃহে যাই। চক্রধর বলিল,—ভাই, বিপদের জন্য ধন ও মিত্র সংগ্রহ করিতে হয়। অতএব আমাকে এই অবস্থায় ফেলিয়া কোথায় যাইবে? কথিত আছে,—"যে সুহৃৎ মিত্রকে বিপদ্‌গ্রস্ত অবস্থায় ফেলিয়া নিষ্ঠুর আচরণ করে, সেই কৃতঘ্ন ব্যক্তি ঐ পাপে নিশ্চয়ই নরকগামী হয় ৭২—৮৭।

সুবর্ণসিদ্ধি বলিল,—এ কথা সত্য, যদি গম্য স্থানে শক্তি থাকে। পরন্তু এ স্থান মনুষ্যের অগম্য। তোমাকে মোচন করিবার শক্তি কাহারই নাই। বিশেষতঃ চক্রভ্রমণের বেদনায় তোমার যেরূপ যেরূপ মুখবিকার দেখিতেছি, তাহাতে আমি মনে করি যে, শীঘ্রই আমি চলিয়া যাই; কারণ পাছে আমারও আবার এইরূপ কোন দুর্ঘটনা না ঘটে। কেন না একটা কথা আছে যে, "হে বানর! তোমার মুখচ্ছায়া যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে নিশ্চয়ই মনে হয়, তুমি বিকাল কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছ। সুতরাং যে পলাইবে, তাহারই জীবন থাকিবে।" চক্রধর জিজ্ঞাসা করিল,—ইহা কি প্রকার? তখন সুবর্ণসিদ্ধি বলিল,—

কথা (১১)

কোন নগরে ভদ্রসেন নামে এক রাজা বাস করিতেন। তাঁহার রত্নাবতী-নাম্নী একটী সর্ব্বসুলক্ষণা কন্যা ছিল। একটা রাক্ষস সেই কন্যাটীকে হরণ করিতে চেষ্টা করে এবং রাত্রিকালে আসিয়া তাহাকে উপভোগ করিতে থাকে; পরন্তু কন্যার রক্ষাবন্ধন ছিল,

তাই সে, সেই কন্যাকে হরণ করিতে সক্ষম হয় না। রাজকন্যা নিজের গাত্রকম্প দি দ্বারাই রাক্ষসের আগমন বুঝিতে পারেন, এই-রূপে কিছু দিন যায়। একদিন রাক্ষস অর্দ্ধরাত্রে গৃহকোণে আসিয়া দাঁড়াইল। এই সময় রাজকন্যাও নিজ সখীকে বলিলেন,—সখি! দেখ, এই বিকাল বেলাবসানে নিত্যই আমাকে ক্লেশ দেয়। এই দুরাত্মাকে নিবারণ করিবার কোন উপায় আছে কি? তৎশ্রবণে রাক্ষস ভাবিল,—নিশ্চয়ই আমার ন্যায় অন্য কোন বিকাল-নামক ব্যক্তি ইহাকে হরণ করিবার আশয়ে নিত্যই আগমন করে। পরন্তু সেও ইহাকে হরণ করিতে পারে না। যাহা হউক, আমি অশ্বরূপ ধরিয়া অশ্বগণের মধ্যে থাকিয়া দেখি,—সেই বিকালের কিরূপ আকৃতি, এবং তাহার প্রভাবই বা কত? এইরূপ স্থির করিয়া রাক্ষস অশ্বরূপ ধরিল এবং অশ্বমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিল। এই সময় গভীর রাত্রে এক অশ্বচোর রাজালয়ে প্রবেশ করিল। চোর সমস্ত অশ্ব দেখিয়া সেই রাক্ষসরূপী অশ্বকে একটী ভাল অশ্ব মনে করিয়া তাহারই পৃষ্ঠে উঠিল। এইবার রাক্ষস ভাবিল,—নিশ্চয় ইহারই নাম বিকাল। এ আমাকে চোর মনে করিয়া ক্রোধে মারিতে আসিয়াছে। অতএব এখন কি করি? রাক্ষস এইরূপ চিন্তা করিতেছে, ইতিমধ্যে চোর তাহার মুখে বল্গা লাগাইয়া কশাঘাতে তাড়িত করিল। অনন্তর রাক্ষসরূপী অশ্ব ভয়ত্রস্ত মনে দৌড়িতে লাগিল। চোর কিছু দূর গিয়া বল্গা আকর্ষণপূর্ব্বক অশ্ব থামাইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু সে অতিবেগে দৌড়িতে লাগিল। অনন্তর অশ্ব বল্গা আকর্ষণ অগ্রাহ্য করিতেছে দেখিয়া চোর চিন্তা করিল,—আহা! অশ্বগণ ত এরূপ কখন হয় না যে, বল্গা অগ্রাহ্য করে। অতএব নিশ্চয়ই এটা একটা অশ্বরূপ [illegible]

রাক্ষস। সুতরাং এখন যদি কোন ধূলিময় ভূভাগ দেখি ত, আমি সেইখানে লাফাইয়া পড়িব। ইহা ছাড়া আমার জীবনরক্ষার আর উপায় নাই। চোর এইরূপ চিন্তা করিয়া নিজ ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করিতে লাগিল, ইত্যবসরে সেই অশ্ব একটা বটবৃক্ষের নিম্নে গিয়া উপস্থিত হইল। চোর এইবার একটা বটশাখা ধরিয়া তাহা-তেই ঝুলিয়া রহিল। তখন চোর ও অশ্ব উভয়েই পরস্পর পৃথক্ হইয়া আনন্দিত ও স্ব স্ব জীবনরক্ষা বিষয়ে সমাশ্বস্ত হইল। ঐ বটবৃক্ষে একটা বানর ছিল। বানরটা রাক্ষসের বন্ধু সে রাক্ষ-সকে ত্রাসান্বিত দেখিয়া বলিল,—ওহে মিত্র! তুমি এরূপ বৃথা ভয়ে পলাইতেছ কেন? এ একটা মানুষ! মানুষ তোমাদেরই ভক্ষ্য, সুতরাং ইহাকে ভক্ষণ কর।

রাক্ষসও বানরের কথা শুনিয়া নিজরূপ ধারণপূর্ব্বক শঙ্কিতমনে ধীরে ধীরে ফিরিল। এদিকে সেই চোর বানরের ঐ কথা শুনিয়া ক্রোধে তাহার লম্বমান লাঙ্গুলটা মুখ দিয়া কামড়াইয়া ধরিল। তখন বানর সেই চোরকে রাক্ষস অপেক্ষাও প্রবল মনে করিয়া ভয়ে আর কোন কথাই কহিল না। কেবল ব্যথায় কাতর হইয়া চক্ষু বুজিয়া রহিল। তখন রাক্ষস বানরের সেই অবস্থা দেখিয়া এই শ্লোকটী পাঠ করিল,—"হে বানর! তোমার মুখচ্ছায়া যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, তুমিও বিকাল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছ, অতএব এখন পলাইলেই জীবনরক্ষা।"

সুবর্ণসিদ্ধি এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিল, আমাকে বিদায় দাও। আমি গৃহে যাই। তুমি এখানে থাকিয়াই লোভবৃক্ষের ফল ভোগ কর। চক্রধর কহিল,—আমার এ দুর্দ্দশা অকারণ। মানুষের শুভাশুভ দৈববশেই ঘটিয়া থাকে। কথিত আছে,—

"ত্রিকূটগিরি দুর্গ, সমুদ্র পরিখা, রাক্ষসগণ যোদ্ধা, কুবেরের অপেক্ষা অধিক অর্থসম্পত্তি, শুক্রাচার্য্যপ্রণীত নীতিশাস্ত্রচক্ষু, দেখ—এহেন রাবণও দৈববশেই বিপন্ন হইয়াছিল।" আর এক কথা—"অন্ধ, কুব্জ এবং ত্রিস্তনী রাজকন্যা ইহারা তিনজনে অন্যায়ক্রমেও সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।" সুবর্ণসিদ্ধি কহিল,—ইহা কিপ্রকার? তখন চক্রধর বলিল,—

কথা (১২)

উত্তরাপথে মধুপুর নামে একটী নগর আছে। সেখানে মধুসেন নামে এক রাজা ছিলেন। রাজা বিষয় সুখভোগে মগ্ন, এই সময় তাঁহার একটী কন্যা জন্মিল। কন্যাটীর তিনটী স্তন হইল, রাজা এই সংবাদ পাইয়া কঞ্চুকীদিগকে বলিলেন যাহাতে কেহই না জানিতে পারে, এরূপ ভাবে দূর অরণ্য প্রদেশে গিয়া তোমরা এই ত্রিস্তনী কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া আইস। তৎশ্রবণে কঞ্চুকীরা বলিল,—মহারাজ! জানি বটে যে ত্রিস্তনী কন্যা অনিষ্টকারিণী তথাপি ব্রাহ্মণগণকে ডাকিয়া একবার জিজ্ঞাসা করা যাউক, তাহা হইলে, ইহ-পর উভয় লোকেই নিস্তার পাওয়া যাইবে। যেহেতু "যিনি সর্ব্বদা জিজ্ঞাসা করিয়া কার্য্য করেন, ভাল লোকের পরামর্শ লয়েন, এবং সকল বিষয় ভালরূপ বিবেচনা করিয়া দেখেন, দিবাকরকরে নলিনীর ন্যায় তাঁহার বুদ্ধি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। বিজ্ঞজন সর্ব্বদা জিজ্ঞাসা করিয়া কাজ করিবেন। পুরাকালে এক দ্বিজ একটা বড় রাক্ষস কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াও প্রশ্ন করিয়া মুক্ত হইয়াছিলেন।" রাজা কহিলেন,—ইহা কিপ্রকার? কঞ্চুকীরা কহিল,—

কথা (১৩)।

দেব! কোন বনে চণ্ডকর্ম্মা নামে এক রাক্ষস বাস করিত। একদিন সে, বনে ভ্রমণ করিতে করিতে এক ব্রাহ্মণকে প্রাপ্ত হইল। তখন ব্রাহ্মণের স্কন্ধে উঠিয়া রাক্ষস বলিল,—ওহে অগ্রে অগ্রে চল। ব্রাহ্মণ ভয়গ্রস্ত হইয়া রাক্ষসকে বহিয়া লইয়া চলিলেন। অনন্তর রাক্ষসের কমলবৎ কোমল পাদদ্বয় দেখিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন,—অহো! তোমার এই পাদদ্বয় এত কোমল হইল কিরূপে? রাক্ষস কহিল,—আমার এক নিয়ম আছে, আমি আর্দ্র পদে ভূমি স্পর্শ করি না। তৎশ্রবণে ব্রাহ্মণ নিজের উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতে করিতে এক সরোবরসমীপে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন রাক্ষস বলিল,—ওহে, যাবৎ আমি স্নান ও দেবার্চ্চনাদি করিয়া না আইসি, তাবৎ এই স্থান হইতে তুমি অন্যত্র গমন করিও না। রাক্ষস এই বলিয়া গমনোদ্যত হইলে ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, নিশ্চয়ই দেবার্চ্চনাদির পর রাক্ষস আমাকে ভক্ষণ করিবে। অতএব দ্রুতপদক্ষেপে এখান হইতে চলিয়া যাই। এখন আর্দ্র পদে রাক্ষস আমার পৃষ্ঠে উঠিতে পারিবে না। ব্রাহ্মণ তাহাই করিলেন তখন রাক্ষসও নিজ নিয়মভঙ্গভয়ে ব্রাহ্মণের পৃষ্ঠে আর উঠিতে পারিল না। এই জন্যই আমি বলিয়াছি,—"বিজ্ঞ জন সর্ব্বদা জিজ্ঞাসা করিয়া কাজ করিবেন" ইত্যাদি।

অনন্তর রাজা তাহাদিগের সেই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ডাকিয়া বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণগণ! আমার একটী ত্রিস্তনী কন্যা জন্মিয়াছে। ইহার কোন প্রতিবিধান আছে কি না? ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—দেব! শুনুন;—"হীনাঙ্গী বা অধিকাঙ্গী কন্যা স্বীয়

চরিত্র ও ভর্ত্তাকে বিনাশ করিয়া থাকে। আর যে কন্যা ত্রিস্তনী হয়, তাহাকে দর্শন করিলে পিতার মৃত্যু নিশ্চিত।" অতএব আপনি উহাকে দর্শন করিবেন না। তবে যদি কেহ ঐ কন্যাকে বিবাহ করে, তাহা হইলে তাহার করে কন্যা সম্প্রদান করিয়া এ দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন। এইরূপ করিলে ইহ-পর উভয় লোকই রক্ষা হয়।

অনন্তর রাজা তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া রাজ্যের সর্ব্বত্র পটহশব্দে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, অহো! ত্রিস্তনী রাজকন্যাকে যে বিবাহ করিবে, তাহাকে লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা দেওয়া যাইবে, পরন্তু এই দেশ ত্যাগ করিয়া তাহাকে যাইতে হইবে। এইরূপ ঘোষণার পর অনেক কাল অতীত হইল, কিন্তু কেহই সেই কন্যাকে বিবাহ করিল না। এদিকে কন্যার যৌবন বিকাশ হইতে লাগিল। সে, এক গুপ্ত স্থানে সযত্নে রক্ষিত হইয়া রহিল। ঐ নগরে এক অন্ধ বাস করিত। মন্থরক নামে এক কুব্জ তাহার যষ্টি ধরিয়া অগ্রে অগ্রে চলিত। তাহারা উভয়ে সেই পটহ-ঘোষণা শুনিয়া পরামর্শ করিল,—আমরা এই ঘোষণা-পটহ ধরিব, যদি দৈবক্রমে কোনরূপে কন্যালাভ ও সুবর্ণপ্রাপ্তি ঘটে, তাহা হইলে, সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটিবে। আর যদি সেই কন্যার দোষে মৃত্যু হয়, তাহা হইলেও ত এই দরিদ্র ব্যক্তির ক্লেশের অবসানই হইল। কথিত আছে,—"জঠরানল শান্ত থাকিলেই প্রাণীদিগের লজ্জা, স্নেহ, স্বরমাধুর্য্য, বুদ্ধি, যৌবনশ্রী, রমণীসঙ্গ, স্বজনে মমতা, দুঃখহানি, বিলাসপরতা ধর্ম্ম, শাস্ত্র, দেব ও গুরুজনে অনুরাগ, পবিত্রতা ও আচারানুষ্ঠান এই সকল সম্ভব হইয়া থাকে।" অন্ধ এই কথা বলিয়া ঘোষণাক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক সেই পটহ স্পর্শ করিল,

এবং বলিল,—ওহে, যদি রাজা আমাকে দান করেন, আমি সেই কন্যাকে বিবাহ করিব। ।

অনন্তর রাজপুরুষেরা গিয়া রাজাকে নিবেদন করিল, দেব! অনেক অন্ধ আসিয়া ঘোষণাপটহ স্পর্শ করিয়াছে। এখন কর্ত্তব্য কি? তাহা আপনি করিবেন। রাজা বলিলেন,—অন্ধই হউক, বধিরই হউক, কুষ্ঠরোগগ্রস্তই হউক কিম্বা কোন অন্য জাতিই হউক, বা বৈদেশিক ব্যক্তিই হউক, লক্ষমুদ্রাসহ আমার কন্যাকে গ্রহণ করুক, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। রাজার আদেশ পাইয়া রাজপুরুষেরা সেই অন্ধকে নদীতীরে লইয়া গিয়া লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা ও ত্রিস্তনী কন্যাকে বিবাহবিধানে তৎকরে সম্প্রদানপূর্ব্বক তাহাদিগকে এক নৌকায় আরোহণ করাইয়া, কতকগুলি কৈবর্ত্তকে বলিল,—ওরে কৈবর্ত্তগণ! তোরা এই সপত্নীক অন্ধকে কুব্জের সহিত লইয়া গিয়া দেশান্তরে রাখিয়া আয়।

রাজপুরুষগণের আদেশ প্রতিপালিত হইল। তাহারা তিন জনেই বিদেশে গিয়া কৈবর্ত্তদিগের নির্দ্দেশ মত একস্থানে মূল্য দিয়া একখানি গৃহ পাইল এবং সেই গৃহে বাস করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইতে লাগিল। অন্ধ কেবল পর্য্যঙ্কে শুইয়া থাকে। আর কুব্জ গৃহকার্য্য করে। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে, কুব্জের সহিত ত্রিস্তনীর ব্যভিচার ঘটিল। অথবা একথা উত্তম যে,—"যদি বহ্নি শীতল, চন্দ্র দহনাত্মক এবং সাগর সুপেয় হয়, তাহা হইলেই স্ত্রীলোকের সতীত্ব সম্ভব হইতে পারে।" যাহা হউক, ত্রিস্তনী অন্য একদিন কুব্জকে বলিল,—ওহে সুভগ! যদি অন্ধকে কোনরূপে হত্যা করা যায়, তাহা হইলে আমাদিগের সময় সুখেই অতিবাহিত হইবে। অতএব কোথাও বিষ আছে

কি না, খুঁজিয়া আন। আমি অন্ধকে তাহা খাওইয়া সুখিনী হইব। কুব্জ ঘুরিতে ঘুরিতে একটা মৃত কৃষ্ণসর্প পাইল, তাহা লইয়া হৃষ্টচিত্তে গৃহে আসিয়া ত্রিস্তনীকে বলিল,—সুন্দরি! এই একটা কৃষ্ণসর্প পাইয়াছি। অতএব ইহা খণ্ড খণ্ড করিয়া শুণ্ঠী প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা পাক করিয়া ঐ অন্ধকে দাও। বলিও—ইহা মৎস্যমাংস। কারণ, অন্ধ মৎস্য খুব ভাল বাসে। এইরূপ করিলে শীঘ্রই মরিয়া যাইবে। এই বলিয়া কুব্জ বাহিরে গেল। ত্রিস্তনী আগুন জ্বালিয়া কৃষ্ণসর্প কুটিয়া খানিকটা ঘোল লইয়া অন্যান্য গৃহকর্ম্মে ব্যগ্রতাবশতঃ সেই অন্ধকে সবিনয়ে বলিল,—আর্য্যপুত্র! আপনার অভীষ্ট মৎস্যমাংস আনিয়াছি। আপনি সর্ব্বদাই উহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। সেই সকল মৎস্য পাক করিবার জন্য আগুনের উপর চড়ান রহিল। যাবৎ আমি অন্যান্য গৃহকার্য্য সমাধা করি, ততকাল তুমি হাতা দিয়া এক একবার উহা নাড়িয়া দাও। অন্ধ তৎশ্রবণে হৃষ্ট হইয়া ওষ্ঠ চাটিতে চাটিতে অতি শীঘ্র উঠিয়া হাতা নাড়িতে লাগিল। এই ব্যাপারে অন্ধের চক্ষে বিষাক্ত বাষ্প লাগিয়া চক্ষুর কালিমা গলিয়া গেল। তখন ঐ অন্ধ উপকারিতা বোধে দুই চক্ষু মেলিয়া ভালরূপে, সেই বাষ্প লইতে লাগিল। বাষ্প লইতে লইতে তাহার দৃষ্টিশক্তি জন্মিল। তখন সে তাকাইয়া দেখিল যে, ঘোলের মধ্যে কেবল কতকগুলি খণ্ড খণ্ড কৃষ্ণসর্প। তাহা দেখিয়া ভাবিল,—আহা! কি এ? স্ত্রী আমাকে মৎস্যামিষের কথা কহিয়াছিল, এ গুলি দেখিতেছি—খণ্ড খণ্ড কৃষ্ণসর্প। যাহা হউক, ভাল করিয়া জানি—এটা কি ত্রিস্তনীর কাজ, না—আমার বধের জন্য সেই কুঁজোবেটার ষড়যন্ত্র। অথবা অন্য কোন ব্যক্তি কিছু

করিয়াছে ? সে, তখন এইরূপ চিন্তা করিয়া নিজ আকার গোপন-পূর্ব্বক অন্ধের ন্যায় পূর্ব্ববৎ যাহা করিতেছিল, তাহাতেই লিপ্ত রহিল। এই সময় কুব্জ আসিয়া চুম্বন ও আলিঙ্গনাদি দ্বারা ত্রিস্তনীকে উপভোগ করিতে লাগিল। অন্ধ তদ্দর্শনে নিকটে কোন অস্ত্রাদি না পাইয়া শয্যার পার্শ্বে গেল এবং কুব্জকে ঠ্যাং ধরিয়া খুব জোরের সহিত নিজ মাথার উপর ঘুরাইয়া ত্রিস্তনীর বুকের উপর আছাড় মারিল। এই ব্যাপারে ত্রিস্তনীর অতিরিক্ত স্তনটী বক্ষে বিলীন হইল এবং বলপূর্ব্বক মস্তকের উপর ঘূর্ণন-করায় কুব্জও সোজা হইল। এই জন্যই আমি বলিয়াছি,—"অন্ধ, কুব্জ ও রাজকন্যা ত্রিস্তনী" ইত্যাদি।

সুবর্ণসিদ্ধি কহিল,—ওহে, একথা সত্য যে, দৈবানুকূল্যেই সকল মঙ্গল ঘটে। তথাপি সৎলোকের কথানুসারে কার্য্য করাই উচিত। কিন্তু তোমার ন্যায় ব্যবহার করিলে বিনাশ পাইতে হয়। দেখ,—"একোদর দ্বিমুখ ও পরস্পর পরস্পরের হিতৈষী হইয়াও একমাত্র অনৈক্যের ফলে ভারণ্ড পক্ষীর ন্যায় বিনষ্ট হইতে হয়। চক্রধর কহিল,—ইহাই কিপ্রকার ? সুবর্ণসিদ্ধি বলিল,—

কথা (১৪)।

কোন সরোবরে একোদর দ্বিমুখ ভারণ্ড নামে এক পক্ষী বাস করিত। সে একদিন সমুদ্রতীর দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এই সময় তরঙ্গহিল্লোলে একটা অমৃতোপম ফল আসিয়া তীরে লাগিল। পক্ষী সেই ফল খাইয়া বলিল,—তরঙ্গহিল্লোলে আগত অনেক ফল আমি পূর্ব্বে পূর্ব্বে খাইয়াছি ; কিন্তু এরূপ অমৃতোপম ফল ত কখন খাই নাই। এ ফলটীর আস্বাদ অপূর্ব্ব ! এটী কি পারিজাত বা

হরিচন্দন তরুর ফল কিম্বা কোন অব্যক্ত অদৃষ্টের ফলে এই অমৃতময় ফলটী আমার হস্তগত হইল? পক্ষী এইরূপ বলিতেছে, এই সময় তাহার দ্বিতীয় মুখ বলিল,—ওহে! যদি এইরূপই হয়, তবে আমাকে কিছু দাও, আমি রসনাসুখ অনুভব করি। তখন প্রথম মুখ হাসিয়া উত্তর করিল,—আমাদিগের উদর একটী, তৃপ্তিও একই প্রকার; সুতরাং পৃথক্ ভাবে খাইয়া আর কি হইবে? বরং যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে ত, প্রেয়সীরা তাহাতে পরিতোষ হইবে। এই বলিয়া ফলের অবশিষ্টটুকু তাহার পত্নীকে দিল। পক্ষিণী তাহা খাইয়া হৃষ্টচিত্তে আলিঙ্গন, ও চুম্বনাদি দ্বারা পতিকে তুষ্ট করিতে লাগিল। কিন্তু পক্ষীর দ্বিতীয় মুখখানি সেইদিন হইতে উদ্বেগ ও বিষাদে মগ্ন রহিল। অনেক দিন পরে সেই দ্বিতীয় মুখ একটী বিষফল পাইয়া প্রথম মুখকে বলিল,—ওরে অতি নিষ্ঠুর পুরুষাধম! ওরে নিরপেক্ষ! আমি বিষফল পাইয়াছি। তোর কৃত অপমানের জন্য আমি আজ তাহা খাইব। প্রথম মুখ বলিল,—ওরে মূর্খ! এরূপ করিস্ না, করিস্ না, এরূপ করিলে দুইজনকেই মরিতে হইবে। দ্বিতীয় মুখ সে কথা শুনিল না, সে, অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য সেই বিষফল খাইল। ফলে, উভয়েই বিনষ্ট হইল। এই জন্যই আমি বলিয়াছি, "একোদর পৃথক্‌মুখ" ইত্যাদি।

চক্রধর কহিল,—এ কথা সত্য। অতএব তুমি গৃহে যাও। পরন্তু একাকী যাইও না। কথিত আছে,—"একাকী মিষ্ট খাইবে না, বহুলোক নিদ্রিত হইলে একাকী জাগিয়া থাকিবে না, বা একাকী পথ চলিবে না এবং একাকী কোন বিষয় চিন্তা করিবে না।" আর এক কথা "পথ চলিবার সময় সঙ্গে যদি একজন কাপুরুষও

থাকে, তবে তাহা দ্বারাও হিত হয়। দৃষ্টান্ত,—কর্কটের সাহায্যে এক ব্যক্তির জীবনরক্ষা হইয়াছিল।" সুবর্ণসিদ্ধি কহিল,—ইহা কি প্রকার? চক্রধর বলিল,—

কথা (১৫)।

কোন স্থানে ব্রহ্মদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি নিজের কোন প্রয়োজনে ভিন্ন গ্রামে যাত্রা করিলেন। তখন ব্রাহ্মণের মাতা বলিলেন,—বৎস! একাকী কেন যাইতেছ? একজন সঙ্গীর অন্বেষণ কর। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—মা, ভয় করিবেন না, এ পথে কোন বিঘ্ন নাই। কাজ আছে, তাই আমাকে একাকীই যাইতে হইবে। পুত্রের আগ্রহ দেখিয়া মাতা নিকটস্থ পুষ্করিণী হইতে একটী কাঁকড়া আনিয়া বলিলেন,—বৎস! যদি অবশ্যই যাইবে ত এই কাঁকড়াটী তোমার সহায় হউক। ইহাকে লইয়াই তুমি গমন কর। মাতার আদেশে ব্রাহ্মণ সেই কাঁকড়াটীকে একটা কর্পূরাদি-দ্রব্যপূর্ণ পুঁটলির মধ্যস্থ কৌটায় লইয়া প্রস্থান করিলেন। পথে যাইতে যাইতে নিদাঘতাপে সন্তপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণ একটী বৃক্ষমূলে নিদ্রিত হইলেন। এই সময় এক সর্প বৃক্ষকোটর হইতে বাহির হইয়া তৎসমীপে আসিল ব্রাহ্মণের পুঁটলিমধ্যস্থ কর্পূরাদি সুগন্ধ দ্রব্যের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া সর্প ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাপড় ছিঁড়িয়া চাপল্যবশে সেই কর্পূরপূর্ণ কৌটাটী খাইতে লাগিল। কাঁকড়াটী এই কৌটার ভিতরই ছিল। সে, তখন সর্পকে মারিয়া ফেলিল। এই সময় ব্রাহ্মণ নিদ্রা হইতে উঠিয়াই দেখিলেন,—এক কৃষ্ণসর্প পার্শ্বস্থ কর্পূরকৌটার উপর রহিয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি ভাবিলেন,—কাঁকড়া এই সর্পকে বিনাশ করিয়াছে। এই ভাবিয়া প্রসন্নচিত্তে বলিলেন,—ওহে, মা, আমার সত্য কথাই

কহিয়াছেন যে, মানুষের পক্ষে একজন সঙ্গী লইয়া চলাই উচিত, একাকী যাওয়া কোনক্রমেই সঙ্গত নয়। আমি শ্রদ্ধার সহিত মাতার কথা মত এই কাজ করিয়াছিলাম, তাই এই কাঁকড়া সর্পকে মারিয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছে। অথবা এ উত্তম কথা,—"অসহায় ব্যক্তি বিপন্ন হয়। শরীররক্ষার জন্য কেহ ধনীকে আশ্রয় করে। কেহ কেহ বিপদে সহায় হয় এবং কেহ কেহ ধনীর ধনসম্পদ্ ভোগ করে। ফলে সহায়ই সর্ব্বকর্ম্মসাধনের মূল। মন্ত্রী, তীর্থ, দ্বিজ, দেব, দৈবজ্ঞ, চিকিৎসক এবং গুরু এই সকলে যাহার যেরূপ ভাবনা, তাহার তাহাই সিদ্ধ হয়।"

ব্রাহ্মণ এই বলিয়া আপন অভীষ্ট দিকে প্রস্থান করিলেন। এই জন্যই আমি বলিয়াছি,—"পথ চলিবার সময় সঙ্গে যদি একজন কাপুরুষও থাকে, তবে তাহা দ্বারাও হিত হয়। দৃষ্টান্ত,—কর্কট এক ব্যক্তির জীবন বাঁচাইয়াছিল।" ৮৮—১০৭।

সুবর্ণসিদ্ধ এই কথা শুনিয়া চক্রধরের অনুজ্ঞা লইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

পঞ্চম তন্ত্র সমাপ্ত।

সম্পূর্ণ।

বিজয়া বটিকা—হাত-পা-জ্বালার মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা—চক্ষুজ্বালার মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা—সহজে দাস্তপরিষ্কারের মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা—শোথরোগের মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা—বলবুদ্ধির মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা—মাথাধরার মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা—মাথাঘোরার মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা—জ্বরবিকারের মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা

কোথায় প্রাপ্তব্য ?

কলিকাতা ৭৯ নং হারিসন রোড, পটলডাঙ্গা বিজয়া-বটিকা-কার্য্যালয়ে বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর নিকটে প্রাপ্তব্য।

বিজয়া বটিকার রঙ্গিন গোল ট্রেডমার্কা এবং

রঙ্গিন লেবেল দেখিয়া লইবেন।

কালো রঙ ছাড়া ট্রেডমার্কে তিন রকম রঙ আছে,—প্রথম হরিদ্রা, দ্বিতীয় লাল, তৃতীয় ফাকে-নীল। অক্ষর কালো; গায়ে যে লেবেল জড়ান আছে, তাহাও লাল কালিতে মুদ্রিত।

সাবধান! সাবধান!

বিজয়া বটিকা—জাল হইতেছে।

বিজয়া বটিকার—মূল্যের কম-বেশী নাই।

বিজয়া বটিকার মূল্যাদি।

বটিকার	সংখ্যা	মূল্য	ডাঃমাঃ	প্যাঃ	ভিঃ ভিঃ
১নং কৌটা	১৮	‖৵০	।০	৶০	৴০
২নং কৌটা	৩৬	১৶০	।০	৶০	৴০
৩নং কৌটা	৫৪	১‖৵০	।০	৶০	৴০

বিশেষ বৃহৎ—গার্হস্থ্য কৌটা অর্থাৎ

৪নং কৌটা	১৪৪	৪ ০	।০	৶০	৴০

বিজয় বটিকার পাইকারী বিক্রয়।

১নং কৌটা এক ডজন (অর্থাৎ বার কৌটা) লইলে কমিশন এক টাকা; অর্থাৎ সাড়ে ছয় টাকাতেই বার কৌটা ১নং বিজয়া বটিকা পাইবেন। ডাকমাশুল ও প্যাকিং আট আনা মাত্র, ভিঃ পিঃ কমিশন দুই আনা।

২নং এক ডজন লইলে কমিশন দেড় টাকা অর্থাৎ বার টাকা বার আনাতেই ২নং বার কৌটা পাইবেন। ডাকমাশুল ও প্যাকিং বার আনা মাত্র। ভিঃ পিঃ কমিশন চারি আনা।

৩নং এক ডজন লইলে, কমিশন দুই টাকা অর্থাৎ সাড়ে সতর টাকাতেই ৩নং বার কৌটা পাইবেন। ইহার প্যাকিং ও ডাঃ মাঃ এক টাকা, ভিঃ পিঃ কমিশন চারি আনা।

বার কৌটার কম লইলে, এমন কি এগার কৌটা লইলেও কেহ কমিশন পাইবে না।

ঠিকানা,—৭৯ নং হারিসন রোড কলিকাতা।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা

সদ্গন্ধযুক্ত এবং খাইতে সুস্বাদু।

এ সুধা সর্ব্বরোগহর।

বাঙ্গালী যৌবনে বৃদ্ধ—৩২ বৎসর পূর্ণ না হইতেই অনেকে বাঙ্গালীর অঙ্গ শিথিল হইয়া পড়ে; ৪২ বর্ষ বয়সে প্রকৃতই অনেক জরাগ্রস্ত হন। বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা যথানিয়মে সেবন করিলে, মানব-দেহে সহজে জরা আক্রমণ করিতে পারিবে না। শরীর সবল, সতেজ, সটান থাকিবে। যিনি ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ, অঙ্গের মাংস যাঁহার লোল হইয়াছে, কটীতট কুব্জভাব ধারণ করিবার উপক্রম করিতেছে,—তিনি তিনমাস কাল এই বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা সেবন করিয়া দেখুন, শরীরে সত্য সত্যই যেন নবযৌবনের আবির্ভাব হইবে; বলবীর্য্য বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইবে। ঠিক্ যেন নূতন মানুষ হইবেন, যাঁহারা বিশেষ পরীক্ষা করিতে চাহেন, তাঁহারা ঔষধ সেবনের পূর্ব্বে একবার নিজ দেহের ওজন লইবেন এবং ঔষধ সেবনের পর প্রতিমাসে এক একবার ওজন লইবেন, দেখিবেন, ক্রমশই আপনার ওজন-বৃদ্ধি হইতেছে, এবং দেহে বলের আধিক্য হইতেছে। শিশু, বালক, যুবক, বৃদ্ধ, স্ত্রী—সকলেই বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা সেবন করিতে পারেন।

মূল্যাদি।

	মূল্য	ডাঃমাঃ	প্যাকিং
১ নং আধপোয়া শিশি	॥৵০	॥০	৵০
২ নং একপোয়া শিশি	১৶০	৸০	৵০
৩ নং দেড়পোয়া শিশি	১॥৵০	১৲	৶০

ভ্যালুপেয়েবলে লইলে মূল্য আরও দুই আনা বা চারি আনা অধিক পড়ে। তিন বা চারি শিশি, ছয় শিশি অথবা এক ডজন একত্র লইলে ডাকমাশুল কম পড়ে। রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট যাঁহাদের বাড়ী, তাঁহারা রেল-পার্শেলে এই সালসা দুইশিশি, চারি শিশি, ছয় শিশি বা এক ডজন একত্র লইলে, মাশুল আরও কম পড়ে।

অনেকে ডজন ডজন (অর্থাৎ ১২ টার হিসাবে) এ সালসা লইতেছেন। একেবারে এক ডজন লওয়াই সুবিধা; কেননা, ইহাতে কমিশন পাওয়া যায়। এক ডজনের কম, এমন কি ১১ এগার শিশি ঔষধ লইলেও কেহ কমিশন পাইবেন না।

৩ নং অর্থাৎ দেড় পোয়া শিশির ১২ টার মূল্য ১৯॥০ সাড়ে উনিশ টাকা, বাদ কমিশন ২৲ অর্থাৎ, সাড়ে সতর টাকাতেই ৩নং এক ডজন সালসা পাইবেন। কিন্তু ইহার ডাকমাশুল ৬৲ ছয় টাকা। তবে রেলওয়ে পার্শেলে এ ঔষধ লইলে দূরত্ব অনুসারে মাশুল ১৲, ২৲ বা ৩৲ টাকা পড়িয়, থাকে। ৩ নং এক ডজনে প্যাকিং চার্জ্জ ৷৷৵০ বার আনা ধরা হয়। সুতরাং সাধারণের রেল-পার্শেলে ঔষধ লওয়াই সুবিধা। কোন্ রেল ষ্টেশনে ঔষধ পাঠাইতে হইবে, তাহা পত্রে খুলিয়া লিখিবেন, ইহা ব্যতীত আপন নাম, ধাম, পোষ্ট অফিস ও জেলা লেখা আবশ্যক।

২ নং এক ডজন সালসা লইলে (বাদ কমিশন) মূল্য ১২৸০ বার টাকা বার আনা। ইহা ব্যতীত ডাকমাশুল ৫৲ পাঁচ টাকা।

১ নং এক ডজন সালসা (বাদ কমিশন) মূল্য ৬॥০ সাড়ে ছয় টাকা; ইহা ব্যতীত ডাকমাশুল ৪৲ চারি টাকা। রেল-পার্শেলে লইলে মাশুল কম পড়ে। রেল-প্যাকিং চার্জ্জ স্বতন্ত্র।

১নং (আধপোয়া) এক শিশি সালসা ৪ দিন সেবনীয়। ২ নং (একপোয়া) এক শিশি ৮ দিন সেবনীয়। ৩ নং (দেড়-পোয়া) এক শিশি ১২ দিন সেবনীয়। ৪ দিন সেবন করিলেই উপকার জানিতে পারিবেন।